পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 303 Sunday, 4 October 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৩০৩ সংখ্যা ✻ ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩, রবিবার, ৪ অক্টোবর, ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

নন্দীগ্রামে মমতার পা ভাঙেনি? বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দুর, উপনির্বাচনের পর তদন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৪ অক্টোবর ঃ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামের বিরুলিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট লাগার ঘটনা ফের রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। পাঁচ বছর পর সেই পুরনো ঘটনাকে ঘিরে নতুন দাবি তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ওই ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে কোনও ফ্র্যাকচারই হয়নি। তাঁর কাছে থাকা হাসপাতালের নথিতে নাকি চিকিৎসকেরা 'নো ফ্র্যাকচার' উল্লেখ করেছিলেন। শনিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে সেই রিপোর্টের উল্লেখ করে ঘটনার তদন্তের কথাও জানান তিনি। ঘটনার সূত্রপাত ২০২১ সালের ১০ মার্চ। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরুলিয়ার রেয়াপাড়া এলাকায় প্রচারের সময় তাঁর গাড়ির দরজা নিয়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে এবং তিনি পায়ে চোট পান। সেই সময় তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, মমতাকে আঘাত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পায়ে প্লাস্টার এবং হুইলচেয়ারে বসেই নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন মমতা।

এবার সেই ঘটনাকেই সামনে রেখে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে তিনি দাবি করেন, মমতার পায়ে আসলে কোনও ফ্র্যাকচার হয়নি। তাঁর বক্তব্য, গাড়ির দরজা রাস্তার পাশে থাকা একটি লোহার বিমে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে মমতার পায়ে লাগে। ফলে সামান্য চোট লাগলেও সেটিকে পরে পা ভেঙে যাওয়ার ঘটনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। শুভেন্দুর আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে ওই ঘটনার চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এক্স-রে প্লেট সাধারণত রোগীর কাছেই থাকে, কিন্তু হাসপাতালের কাছে রিপোর্টের নথি থাকে। সেই রিপোর্টের একটি কপি তাঁর হাতে রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসকেরা 'নো ফ্র্যাকচার' লিখেছিলেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। শুক্রবার নন্দীগ্রামে প্রচারের সময়ই শুভেন্দু জানিয়েছিলেন, প্রয়োজন হলে ওই নথি প্রকাশ্যে আনবেন। পরের দিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি সেই দাবি আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর বক্তব্য, ২০২১ সালের ঘটনার সঙ্গে নন্দীগ্রামের মানুষের ভাবমূর্তি জড়িয়ে রয়েছে এবং ওই সময় স্থানীয় মানুষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল, তারও তদন্ত প্রয়োজন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে তদন্তের কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে সিআইডি তদন্ত করবে। তবে নন্দীগ্রামে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন থাকায় বর্তমানে সেখানে নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর। শুভেন্দুর বক্তব্য অনুযায়ী, ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পরই এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবেন। তবে শুভেন্দু অধিকারীর এই দাবি এখনও তাঁর বক্তব্য ও তিনি যে নথির কথা উল্লেখ করেছেন, তার ওপরই নির্ভরশীল। প্রকাশিত প্রতিবেদনে ওই চিকিৎসা রিপোর্টের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন যাচাই বা নথিটির বিস্তারিত বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে 'নো ফ্র্যাকচার' সংক্রান্ত দাবিটি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে নথির সত্যতা, প্রেক্ষাপট এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ড খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ২০২১ সালের নন্দীগ্রাম বিধানসভা নির্বাচন ছিল তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম কেন্দ্র। সেই নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন। পাঁচ বছর পর একই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আগে পুরনো পায়ের চোটের ঘটনা ফের প্রচারের আলোচনায় আসায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। এখন নজর থাকবে ৬ অক্টোবরের উপনির্বাচনের পর এই ঘটনার তদন্ত আদৌ কীভাবে এগোয় এবং শুভেন্দু অধিকারী যে নথির কথা বলছেন, তা তদন্তকারী সংস্থার হাতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে উঠে আসে। পাশাপাশি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে এই নতুন অভিযোগের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আসে কি না, সেদিকেও নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের।

'সত্যাগ্রহ' ওয়েবসাইট
দেশজুড়ে আন্দোলনকে এক মঞ্চে আনার উদ্যোগ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা দাবি ও ইস্যুকে সামনে রেখে চলা আন্দোলনগুলিকে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনার উদ্যোগ নিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার, গান্ধীজয়ন্তীর পরের দিন, তিনি 'সত্যাগ্রহ' নামে একটি ওয়েব প্ল্যাটফর্ম চালু করেন। এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন আন্দোলনের তথ্য নথিভুক্ত করার পাশাপাশি একই ধরনের দাবিতে আন্দোলন করা ব্যক্তি ও সংগঠনগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। রাহুল গান্ধীর বক্তব্য, দেশের বিভিন্ন জায়গায় মানুষ নিজেদের অধিকার ও নানা সামাজিক ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করছেন। সেই আন্দোলনগুলির তথ্য এক জায়গায় এনে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করাই 'সত্যাগ্রহ প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন নিজেদের আন্দোলনের নাম, সংগঠনের পরিচয় এবং কী দাবিতে আন্দোলন চলছে, সেই তথ্য জমা দিতে পারবেন। একটি ইন্টার্যাক্টিভ মানচিত্রের মাধ্যমে একই ধরনের আন্দোলন কোথায় হচ্ছে, সেটিও দেখা যাবে। আন্দোলনকারীরা প্রয়োজনে সহায়তার আবেদনও জানাতে পারবেন। গান্ধীজয়ন্তীর আবহেই এই উদ্যোগের নাম রাখা হয়েছে ' রাহুল তাঁর বার্তায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের দর্শনের উল্লেখ করে বলেন, সত্যের পক্ষে একসঙ্গে দাঁড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর কথায়, দেশজুড়ে, ছাত্রছাত্রী, কৃষক, আদিবাসী, দলিত এবং মহিলাদের বিভিন্ন আঃদোলন চলছে। প্রতিটি আন্দোলনের নিজস্ব প্রেক্ষাপট থাকলেও সেগুলির তথ্য এক জায়গায় আনার প্রয়োজন রয়েছে। ভিডিও বার্তায় রাহুল বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমি, মহিলাদের অধিকার, দলিত ও ওবিসি অধিকার, কৃষক, শিক্ষা ও পরীক্ষা-সহ নানা বিষয় নিয়ে আন্দোলন চলছে। তাঁর দাবি, এই আঃদোলনগুলির তথ্য একটি মানচিত্রে তুলে ধরলে একই ধরনের দাবিতে লড়াই করা মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার কথাও জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। রাহুলের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রয়োজন হলে তিনি সংসদে, চিঠির মাধ্যমে কিংবা রাস্তায় তাঁদের দাবির পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবেন। অর্থা শুধু আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহ নয়, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করাও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ওয়েবসাইট চালুর পর থেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একাধিক আবেদন জমা পড়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি প্রাথমিকভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আবেদন তৈরি করেছে। পাশাপাশি দুর্নীতি, কৃষক সমস্যা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, মহিলাদের নিরাপত্তা, জমির অধিকার, জাতিভিত্তিক বৈষম্য এবং শ্রমিকদের অধিকার নিয়েও আন্দোলনের তথ্য জমা পড়েছে।

নন্দীগ্রামে মমতার 'পা ভাঙা' নিয়ে কটাক্ষ ঋতব্রতর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৪ অক্টোবর ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধাপ্পাশ্রী 'উপাধি' দেওয়ার দাবি জানালেন বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, ব্রিগেডে গণঅনুষ্ঠান করে তাঁর হাতে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেন ঋতব্রত। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করব, ড. ব্যানার্জিকে ডেকে ধাপ্পাশ্রী পুরস্কার তুলে দেওয়া হোক। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পায়ে চোট নিয়ে 'প্রচার' করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সকালে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেসের রিপোর্ট প্রমাণ হিসাবেও তুলে ধরেন তিনি। এই ঘটনার ফের নতুন করে তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন। তাই সেখানে আপাতত নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু রয়েছে। ভোট মিটলেই তদন্ত হবে বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই ইস্যুতে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, মমতাকে যেন ধাপ্পাশ্রী পুরস্কার দেওয়া হয়। অন্য কোথাও নয়, ব্রিগেডে গণ অনুষ্ঠান করে যেন এই পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেয় রাজ্য সরকার। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারে ঝড় তুলে জেলায় জেলায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনের দিন কুড়ি আগে নন্দীগ্রামের বিরুলিয়ায় প্রচারে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলেন মমতা। তাঁর পা ভেঙে গিয়েছিল বলেই জানা যায়। তারপর প্লাস্টার করা পায়ে হুইলচেয়ারে বসেই বাকি নির্বাচনী প্রচার সেরেছিলেন তিনি। সে সময় প্রচারমঞ্চে হুইলচেয়ারে বসে ফুটবল ছুড়ে স্লোগান তুলেছিলেন, 'ভাঙা পায়েই খেলা হবে।' নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে মমতার পা ভাঙা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ভালো পায়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ঘুরছিল। ওঁর ডাক্তাররাই লিখেছিল নো ফ্র্যাকচার। সেইমতো শনিবার সকালে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে 'সত্যটা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ধুলিয়ানে বায়রনের বাড়িতে ভয়াবহ আগুন, অগ্নিদগ্ধ বিধায়ক হাসপাতালে!

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ, ৪ অক্টোবর ঃ শনিবার সকালে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে নিজের বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর জখম হলেন সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। আগুন লাগার সময় বাড়ির ভিতরেই ছিলেন তিনি। স্থানীয়দের ত!পরতায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে তাঁকে। ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ ও দমকল। শনিবার সকাল ১০টার পর ধুলিয়ানে বায়রনের বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির একটি অংশে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় ভিতরে ছিলেন বিধায়ক। পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয়দের তপরতায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও দমকলও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বায়রনের বাড়ির সঙ্গে তাঁর পরিবারের বিড়ি ব্যবসারও যোগ রয়েছে। বাড়ির একটি বড় অংশে বিড়ি তৈরির কাজ এবং কাঁচামাল মজুতের ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে আগুন লাগার পর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নিয়েও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। তবে ঠিক কোথা থেকে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনও নিশ্চিত নয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিট থেকে শুরু করে বিড়ি তৈরির সামগ্রী থেকে আগুন ছড়ানোর সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সময় বাড়ির কোন অংশে বায়রন ছিলেন এবং কীভাবে তিনি আগুনের সংস্পর্শে এলেন, তা নিয়েও এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন তাঁর অবস্থান করা ঘর থেকে শুরু হয়ে থাকতে পারে। পরে বাড়ির অন্যান্য অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, বাড়ির নীচের অংশে বিড়ি কারখানার কর্মীরা কাজ করছিলেন। আগুন ও ধোঁয়া দেখতে পেয়ে তাঁরাই উপরে গিয়ে বায়রনকে উদ্ধার করেন। দ্রুত তাঁকে চিকিসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনার আগে রাতে বাড়িতে কোনও পারিবারিক অশান্তি হয়েছিল কি না, সেই বিষয়েও বিভিন্ন দাবি সামনে এসেছে। কিছু প্রতিবেদনে পারিবারিক বিবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বায়রন বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও গুরুতর কিছু অভিযোগ-যেমন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হুমকি দেওয়ার দাবি-এই মুহূর্তে পুলিশের আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা তথ্য নয়। ফলে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলিকে নিশ্চিত ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন আগুনের উৎস নিয়ে। এটি নিছক দুর্ঘটনা, বৈদ্যুতিক গোলযোগ, বিড়ি তৈরির সামগ্রী থেকে আগুন, নাকি অন্য কোনও কারণে এই অগ্নিকাণ্ড-সব দিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে আগুনের সূত্রপাতের জায়গা চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। বায়রন বিশ্বাস বর্তমানে চিকিৎসাধীন। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনে ভিন্ন তথ্য পাওয়া গেলেও, তাঁকে হাসপাতালে **এরপর ৬-র পাতায়**

মহালয়ায় নয়, পুজোর সপ্তমীতে বাংলায় মোদি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৪ অক্টোবর ঃ মহালয়ার দিন নয়, এবার দুর্গাপুজোর মূল পর্বেই বাংলায় আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০ অক্টোবর মহালয়ার দিন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই কর্মসূচিতে পরিবর্তন আসছে বলে খবর। তাঁর পরিবর্তে মহালয়ার অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকতে পারেন।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী সপ্তমীর দিন, অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর বাংলায় আসতে পারেন। পরের দিন মহাষ্টমীতে তাঁর বেলুড় মঠে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে কুমারী পুজো দেখার পাশাপাশি পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার কর্মসূচিও থাকতে পারে বলে খবর। তবে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে এখনও তাঁর পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়ে বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে সফরের দিনক্ষণ এবং কর্মসূচি এখনও চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে ২০২৬ সালের দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ১০ অক্টোবর মহালয়া। ১৭ অক্টোবর ষষ্ঠী, ১৮ অক্টোবর সপ্তমী এবং ১৯ অক্টোবর মহাষ্টমী। বেলুড় মঠের নিজস্ব প্রকাশিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ১৯ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হবে। ফলে অষ্টমীতে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য বেলুড় মঠ সফরের খবরের সঙ্গে মঠের নির্ধারিত সময়সূচিরও মিল রয়েছে। প্রথমে পরিকল্পনা ছিল, মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে বড় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্গাপুজোর সূচনা করা হবে। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির কথা সামনে এসেছিল। ইডেনকে কেন্দ্র করে কয়েক সপ্তাহ ধরেই প্রস্তুতি চলছিল। প্রকাশিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন জেলার লোকশিল্পের পরিবেশনা এবং একাধিক বিশেষ আয়োজন থাকার কথা ছিল। প্রধানমন্ত্রী মহালয়ার অনুষ্ঠানে না এলে সেই কর্মসূচির কিছু পরিবর্তন হতে পারে। **এরপর ৬-র পাতায়**

নেসলের দুগ্ধজাত খাবারে বিষ! পণ্য বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর ঃ নেসলের 'লো ফ্যাট ডেইরি হোয়াইটনার' নিম্নমানের! একটি ল্যাবরেটরি পরীক্ষার পর এই ঘোষণা করে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তর। FSSAI-এর প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই নমুনাটি নয়াদিল্লির কনট প্লেসে অবস্থিত 'মেসার্স ভারত হোটেলস লিমিটেড' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই নতুনা পরীক্ষার পরই এই তথ্য হাতে পায় খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তর। খাদ্য বিশ্লেষক গবেষণাগারে নেসলে 'লো ফ্যাট ডেইরি হোয়াইটনার'-এর নমুনা পরীক্ষা করে সেটিকে ' নিরাপত্তা ও মান আইন, ২০০৬'-এর বিধান অনুযায়ী নিম্নমানের বলে গণ্য করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ফলাফল খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়। এছাড়া, তথ্যসূত্র ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরীক্ষাগারের বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের একটি কপিও দেওয়া হয় নেসলে সংস্থাকে। এরপর FSSAI নিয়ম-বহির্ভূত নেসলের ওই পণ্যটির বিষয়ে ভারত হোটেলস লিমিটেডকে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি, ওই খাদ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত পণ্যটির বিক্রি অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। উপভোক্তাদের উদ্দেশ্যেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। তারা যেন এসংক্রান্ত সরকারি তথ্য মেনে চলেন। কোনও পণ্য (বিশেষ করে প্রভাবিত ব্যাচের পণ্য) কেনা বা খাওয়ার আগে সেটির তথ্য যাচাই করার আবেদনও জানানো হয় ক্রেতাদের। এই ঘটনাটি প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্য পরীক্ষা এবং নির্ধারিত নিরাপত্তা ও গুণমানের মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে।

নজরুল মহোৎসবের খরচে আকাশ-পাতাল ফারাক! ইন্দ্রনীল সেনের আমলের হিসাব ঘিরে নয়া অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৪ অক্টোবর ঃ প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগের তালিকায় এবার যুক্ত হল নজরুল মহোৎসবের আয়োজনের খরচ। শিশির মঞ্চে আয়োজিত একই ধরনের অনুষ্ঠানের ব্যয়ে এক বছরের ব্যবধানে বিপুল পার্থক্য কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়েছে বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগের সত্যতা বা আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি এখনও কোনও তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে বলে তথ্য সামনে আসেনি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে শিশির মঞ্চে নজরুল মহোৎসব আয়োজনের সময় রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন ইন্দ্রনীল সেন। ওই অনুষ্ঠানের জন্য সরকারি হিসাবে খরচ দেখানো হয়েছিল প্রায় ৩৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। পরের বছর একই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে সরকারি খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪০০ টাকা বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই অঙ্কের মধ্যে বিপুল ব্যবধানকেই কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, ২০২৫ সালের অনুষ্ঠান আয়োজনের খরচের বিভিন্ন খাত খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তৎকালীন মন্ত্রীর পাশাপাশি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। শিশির মঞ্চের এক আধিকারিক তপন তরফদারের নামও অভিযোগে রয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে এর আগেও একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। দুর্গাপুজোর পাস বিক্রির বিষয়টি নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তের সূত্রে তাঁর নাম সামনে আসে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে বলে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। সেই মামলায় দুর্গাপুজোর একটি অনুষ্ঠানের পাস থেকে পাওয়া অর্থের একটি অংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টে যাওয়ার বিষয়টিও তদন্তে উঠে এসেছে বলে ইডির বক্তব্য উদ্ধৃত করে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রনীল অবশ্য সেই অর্থকে রয়্যালটি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী থাকাকালীন 'বাংলা মোদের গর্ব' প্রকল্পের টেন্ডার ঘিরে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগগুলির তদন্ত ও আইনি অবস্থার বিষয়ে বিভিন্ন দাবি রয়েছে। নজরুল মহোসবের খরচ নিয়ে নতুন অভিযোগ সামনে আসার পর রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। দলের অন্য নেতারাও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। তবে অভিযোগ, রাজনৈতিক বক্তব্য এবং তদন্তে প্রমাণিত তথ্য-এই তিনটি বিষয় আলাদা। নজরুল মহোৎসবের খরচের ক্ষেত্রে সরকারি নথি, টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের খাত খতিয়ে দেখার পরই কোনও আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। আপাতত এক বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠানের খরচে বিপুল ফারাকের অভিযোগ ঘিরেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

পুজোর প্রস্তুতির মধ্যেই ওহাইওর স্বামীনারায়ণ মন্দিরে ইটবৃষ্টি!

ওহাইও, ৪ পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত ও ভক্তরা। আচমকাই বাইরে থেকে উড়ে এল ইট। পরপর ইটের আঘাতে ভেঙে গেল মন্দিরের জানলার কাচ। শুক্রবার আমেরিকার ওহাইওর রিচমন্ড হাইটসের শ্রী স্বামীনারায়ণ বডতলধাম হিন্দু মন্দিরে এই হামলার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। হামলার সময় মন্দিরের ভিতরে পুরোহিত ও কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছে হিন্দু সংগঠনগুলি। স্থানীয় সময় শুক্রবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, অজ্ঞাতপরিচয় এক বা একাধিক ব্যক্তি মঃদির লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। আঘাতে মঃদিরের বেশ কয়েকটি জানলার কাচ ভেঙে যায়। ঘটনার ছবি প্রকাশ্যে আসার পর দেখা যায়, মন্দিরের প্রবেশপথের আশপাশে ভাঙা কাচ ও ইট পড়ে রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কারও আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আনে উত্তর আমেরিকার হিন্দুদের সংগঠন। সংগঠনগুলি ঘটনার নিন্দা করে দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। HAF জানিয়েছে, ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে এবং তা কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে। সংগঠনটির তরফে এফবিআই এবং নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

হিন্দু সংগঠনগুলির কয়েকটি এই ঘটনাকে সম্ভাব্য 'হেড ক্রাইম' হিসেবে তদন্ত করার দাবি তুলেছে। তবে এখনও পর্যন্ত হামলার উদ্দেশ্য বা হামলাকারীদের পরিচয় নিশ্চিত করেনি কর্তৃপক্ষ। মন্দিরে কোনও বিদ্বেষমূলক স্লোগান লেখা হয়েছিল কি না, কিংবা হামলার পিছনে নির্দিষ্ট কোনও সংগঠন বা মতাদর্শ কাজ করেছে কি না-সেসবও তদন্তের বিষয়। তাই এই মুহূর্তে হামলার জন্য কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে দায়ী করার মতো নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল, যখন আমেরিকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নবরাত্রি ও হিন্দু হেরিটেজ মাস ঘিরে প্রস্তুতি চলছে। ফলে মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। হিন্দু সংগঠনগুলির বক্তব্য, উপাসনালয়ে এমন হামলা ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। অন্যদিকে, তদন্তকারী সংস্থাগুলির সামনে এখন মূল প্রশ্ন-কে বা কারা মন্দিরে ইট ছুড়েছিল এবং কেন। সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তদন্তের ফল প্রকাশ্যে এলে হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্যও স্পষ্ট হতে পারে। ওহাইওর এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর নেই। কিন্তু পুজোর প্রস্তুতির সময়ে উপাসনালয়ে ইটবৃষ্টির ঘটনায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জোরালো হচ্ছে।

ভগবানের সেবা

স্বপ্না মাহাতোঃভগবান আমাদের কথা বলার শক্তি দিচ্ছেন, ভগবান আমাদের নিরব থাকার শক্তি দিচ্ছেন, ভগবান আমাদের বাঁচার শক্তি দিচ্ছেন, আবার ভগবান আমাদের প্রাণবায়ু নিতেও পারেন, ভগবান আমাদের ধন সম্পদ অর্জনের শক্তি দিচ্ছেন, আমাদের কোন ক্ষমতা নেই মোহ থেকে বেরিয়ে আসার, একমাত্র ভগবানের হাতেই ক্ষমতা আছে, ভগবান সকলের উপর নজরদারি করেন, ভগবান বিভিন্ন প্রকার ও বর্ণের মানুষের মধ্যে বাস করেন, যার নাম অগনিত ও অফুরন্ত সর্বশক্তিমান ভগবান, সারা বিশ্বে বাস করছেন, তাঁর শক্তিতে বিশ্ববাসী ভাষার বিভিন্ন পার্থক্য, সমস্ত মানুষ তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করে, ভগবান দিন ও রাত সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র ভগবানই সবাইকে আহার দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া কেউ কাউকে সহায়তা করতে পারে না, সমস্ত মানুষ ভগবানের তৈরি, ভগবান আমাদের জীবন দিয়েছেন।

ভোট হবে, হারবেও, শুধু চেঁচামেচিই সার হবেঃদিলীপ ঘোষ

নিউটাউন, ৩ অক্টোবরঃ আসন্ন ভোট এবং নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে বিরোধীদের ধারাবাহিক আক্রমণের কড়া জবাব দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকালে নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, বিরোধীদের হাতে কোনও বাস্তব ইস্যু নেই ভোটে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই তারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আক্রমণ করে কেবল সংবাদমাধ্যমের নজর কাড়তে চাইছে।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করার বিষয়ে বিরোধীদের কড়া সমালোচনা করে দিলীপ ঘোষ বলেন, ভোট হবে, ফলও বেরোবে এবং ওরা হারবেও। আর শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করতে থাকবে। জ্ঞানেশ কুমার একটি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন, তাঁকে সরানোর হিম্মত কারও নেই। এত কথা না বলে জনগণের কাছে যান, নির্বাচনের প্রস্তুতি নিন। তা না হলে আগের নির্বাচনের মতোই ফের একই ফলাফল ভোগ করতে হবে।বিরোধী 'জোটকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, দেশের একাধিক রাজ্যে নির্বাচন আসছে, আর ঠিক তার আগেই কোথেকে যেন উদয় হয় এই 'ইন্ডি' জোট। বাংলায় পুনরায় নির্বাচন রয়েছে, তাই ওদের এখন ইস্যু দরকার। অথচ দেশ বা বাংলা-কোথাও ওদের কাছে কোনো বাস্তব রাজনৈতিক ইস্যু নেই। তাই স্রেফ সংবাদমাধ্যমের আলোয় ভেসে থাকার জন্যই ওরা এমন ভিত্তিহীন ও অর্থহীন মন্তব্য করে চলেছে, এ ছাড়া ওরা আর কিছুই নয়।

ওষুধ কারখানায় বিস্ফোরণে হতাহত কমপক্ষে ১০

তিরুপতি (অন্ধ্রপ্রদেশ), ৩ অক্টোবর ঃশনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলার শ্রীসিটি শিল্পাঞ্চলের ওষুধ কারখানায় এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচজনের মৃত্যু এবং আরও ১০ জন গুরুতর জখম হন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।শনিবার সকাল আটটা নাগাদ কারখানার ভিতরের একটি বয়লার আচমকা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায়। সেই সঙ্গে কারখানায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল, দমকল এবং পুলিশ। তারা জখম বেশ কয়েকজন কর্মীকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা পাঁচ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের মধ্যে চারজনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ জানায়, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কারখানার একাংশ ধ্বংসস্তূপে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপন গুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা অনুসারে সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মাদক পাচারকারী চক্র নির্মূলে ২০২৯-এর ডিসেম্বরের আগেই পদক্ষেপঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালান চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল ভারত। তুরস্ক থেকে প্রত্যর্পণ করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ ওঠা নভপ্রীত সিংকে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজমাধ্যম ' এই তথ্য জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত তদন্তকারী সংস্থাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, নভপ্রীত সিং 'নবাব ভিরক' নামে পরিচয় গোপন করে তুরস্কের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অভিযোগ, আফগানিস্তান থেকে ভারতে হেরোইন ও মেথামফেটামিন পাচারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ তদন্তের পর ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাঁর প্রকৃত পরিচয় এবং কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।অমিত শাহ জানিয়েছেন, নভপ্রীত সিংয়ের পরিচয় ও অবস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে একাধিক স্তরের জটিলতা মোকাবিলা করতে হয়েছে। পরিচয় গোপন রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হলেও তদন্তকারীরা একের পর এক সূত্র অনুসরণ করে তাঁর কাছে পৌঁছন। শেষ পর্যন্ত তুরস্ক থেকে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।দেশে ফেরার পর নভপ্রীত সিংকে মাদক পাচার এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকার প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেন, আন্তর্জাতিক স্তরে সক্রিয় মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে ভারত সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করা এবং তার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেও এই ধরনের চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে।অমিত শাহ আরও জানান, মাদক পাচার দেশের যুবসমাজ এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তকারী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপরও গুরুত্ব দিচ্ছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বার্তায় আরও বলেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ২০২৯ সালের ডিসেম্বরের আগেই প্রতিটি মাদক পাচারকারী চক্রকে নির্মূল করার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে পরিচালিত মাদক পাচার নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তদন্তকারী সংস্থাগুলির এই অভিযানে আন্তর্জাতিক স্তরে মাদক পাচার সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। নভপ্রীত সিংকে দেশে ফিরিয়ে আনার পর তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির তদন্ত ও পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া এখন এগিয়ে চলবে।

গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের সুষম ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে সচেতন

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃপ্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস বা জাতীয় পুষ্টি মাস পালন করা হয়। গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা, শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও যত্ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। নবম পোষণ মাস ২০২৬-এর সূচনা হবে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। এ বছর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের সুষম ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে সচেতন করা হবে। আগের পোষণ মাসগুলিতে মাতৃ পুষ্টি, শিশু ও অল্পবয়সি শিশুদের খাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি, শিশুর বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। দেশজুড়ে পুষ্টির মানোন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।পটভূমিঅপুষ্টি এখনও ভারতের অন্যতম বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এর প্রভাব পড়ে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, শারীরিক বৃদ্ধি, শেখার ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতার উপর। এই সমস্যার মোকাবিলায় পুষ্টিকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনতে ভারত সরকার ২০১৮ সালের মার্চ মাসে বহু মন্ত্রকের সমন্বয়ে পোষণ অভিযান শুরু করে। ২০২১-২২ সালের কেন্দ্রীয়বাজেটে বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচিকে মিশন পোষণ ২.০-এর আওতায় আনা হয়। নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের অধীনে এটি ভারতের একক জাতীয় পুষ্টি মিশন হিসেবে কাজ করছে।পোষণ ২.০-এর আওতায় তিনটি প্রধান প্রকল্পকে একত্রিত করা হয়েছে ঃপোষণ অভিযানঃপ্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, জন-আন্দোলন এবং আচরণগত পরিবর্তনের উদ্যোগ।অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা বা সমন্বিত শিশু বিকাশ পরিষেবা (ICDS)সম্পূরক পুষ্টি, গরম রান্না করা খাবার এবং শিশুর প্রাথমিক পরিচর্যা।কিশোরী প্রকল্প স্কুলের বাইরে থাকা কিশোরী ও অন্যান্য কিশোরীদের পুষ্টি সহায়তা।প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে পালিত রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস মিশন পোষণ ২.০-এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম।নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস২০২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে রুদ্রাক্ষ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের সূচনা হবে। এই বছরের মূল ভাবনা, ' অঙ্গনওয়াড়ি, আমাদের দাযিত্ব'। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে। প্রত্যেক নাগরিককে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দাযিত্ব ও উন্নয়নে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বিশ্বের বৃহত্তম শিশু পরিচর্যা ব্যবস্থার অংশ। প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদের কাছেও এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস ২০২৬' অঙ্গনওয়াড়ি, আমাদের দাযিত্ব' মূল ভাবনার ভিত্তিতে এবারের পোষণ মাসে পুষ্টি, পরিচর্যা ও শিশুর প্রাথমিক বিকাশে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে জন-যোগাযোগ উদ্যোগের মূল কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।এই বছরের কর্মসূচিতে পাঁচটি প্রধান বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে।১. খাদ্যে বৈচিত্র্য ও পর্যাপ্ত প্রোটিন২. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টাটকা গরম রান্না করা খাবার৩. জনযোগাযোগ ও দায়বদ্ধতা৪. শিশুর বিকাশে পুষ্টি ও প্রাথমিক উদ্দীপনা৫. প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার ১০ বছর১. খাদ্যে বৈচিত্র্য ও পর্যাপ্ত প্রোটিনশস্য ও মিলেট, ডাল, ফল ও সবজি, বাদাম ও বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারের পাশাপাশি উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উস থেকে পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ সুস্বাস্থ্য ও সঠিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈচিত্র্যময় খাবার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় এবং অপুষ্টি প্রতিরোধে সাহায্য করে। বিশেষ করে শিশুকে বাড়তি খাবার দেওয়ার সময় থেকেই বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবারের অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি।সম্ভাব্য কর্মসূচিস্বাস্থ্যকর ও বৈচিত্র্যময় রান্নার প্রদর্শনী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্থানীয় ও সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে পুষ্টিকর খাবার তৈরির সরাসরি প্রদর্শনী করা হবে।পোষণ মেলা স্থানীয় পুষ্টিকর খাবার, রান্নার প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য সুষম খাবার সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হবে।প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার প্রচার অভিযান ডাল, শস্য, বাদাম ও বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার এবং ডিমের মতো উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ প্রোটিনের উস সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে।পোষণ বাটিকা ও স্থানীয় খাবারের প্রচারপাষণ বাটিকায় উৎপাদিত এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া মরসুমি খাবারকে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।২. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টাটকা গরম রান্না করা খাবারভোক্তাদের নিয়মিত টাটকা, বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর গরম খাবার পৌঁছে দেওয়া সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।স্থানীয় উপকরণ, মিলেট, ডাল ও মরসুমি সবজি দিয়ে স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।পোষণ মাস ২০২৬-এ সাপ্তাহিক মেনু পরিবর্তন, জনসম্পৃক্ততা এবং খাবারের গুণমান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।সম্ভাব্য কর্মসূচি সাপ্তাহিক মেনু পরিবর্তন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ভিন্ন ধরনের গরম খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে উসাহিত করা হবে।গরম রান্না করা খাবারের প্রদর্শনীসম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবার তৈরির সরাসরি প্রদর্শনী করা হবে। খাবারের গুণমান পরীক্ষাFSSAI-এর সহযোগিতায় দেশজুড়ে গরম রান্না করা খাবারের গুণমান ও নিরাপত্তা পরীক্ষা করা হবে।খাবার চেখে দেখার কর্মসূচি অভিভাবক, পঞ্চায়েত, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে খাবার চেখে দেখার কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।৩. জনসংযোগ ও দায়বদ্ধতানারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের ২৩ জুন, ২০২৬-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী সম্প্রতি অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটি বা বস্থক্ত গঠন করা হয়েছে। অঙ্গনওাড়ি সুপারভাইজারের নেতৃত্বে এই কমিটিগুলি জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো, পরিষেবার মান পর্যবেক্ষণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কার্যক্রম আরও কার্যকর করার কাজ করবে। পোষণ মাস ২০২৬ এই কমিটিগুলিকে সক্রিয়ভাবে কাজে যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে।অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির মেনু বোর্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে উপভোক্তারা প্রতিদিনের খাবার ও তাঁদের প্রাপ্য পরিষেবা সম্পর্কে জানতে পারবেন। এতে পরিষেবার স্বচ্ছতা ও জননজরদারি বাড়বে।সম্ভাব্য কর্মসূচি অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় করাদেশের সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে AMC-কে সক্রিয় করে জনসম্পৃক্ততা ও পুষ্টি পরিষেবার মানোন্নয়নে যুক্ত করা হবে। পোষণ মাসে প্রতিটি কমিটির অন্তত একটি বৈঠক করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির মেনু বোর্ডসব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মেনু বোর্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিদিনের গরম খাবার ও বাড়িতে নিয়ে যাওয়া খাবারের তালিকা সম্পর্কে মানুষকে জানানো হবে।খাবারের গুণমান পর্যবেক্ষণ“AMC এবং মাতৃ কমিটিগুলিকে খাবারের গুণমান, পরিমাণ এবং নির্ধারিত মেনু মেনে চলা পর্যবেক্ষণে যুক্ত করা হবে।৪. শিশুর বিকাশে পুষ্টি ও প্রাথমিক উদ্দীপনাশিশুর কি খাওয়া দরকার এবং তার মানসিক বিকাশ কীভাবে হবে, এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।জীবনের প্রথম ১,০০০ দিনে সঠিক পুষ্টি ও যত্ন শিশুর মস্তিষ্কের সুস্থ বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে অপুষ্টি হলে শিশুর মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়তে পারে।শূন্য থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য সংশোধিত হোম ভিজিট শিডিউল তৈরি করা হয়েছে। এতে ৩৪টি বিকাশের ধাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অভিভাবকদের আরও ভালোভাবে পরামর্শ দিতে পারবেন।সম্ভাব্য কর্মসূচি সংশোধিত হোম ভিজিট শিডিউলের ব্যবহার জীবনের প্রথম ১,০০০ দিন এবং শৈশবের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবারকে সঠিক পরামর্শ ও সহায়তা দিতে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে।নবচেতনা ও আধারশিলা পাঠক্রমের মাধ্যমে বয়স উপযোগী শিক্ষা, বিকাশ এবং স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।ভ্তবিকাশে বিলম্ব হওয়া শিশুদের চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসা পরিষেবায় পাঠানোভ্তবিকাশগত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও RBSK দলের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হবে।পুষ্টি ও শিশুর মানসিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতনতাপর্যাপ্ত পুষ্টি এবং শিশুর প্রাথমিক পর্যায়ের বিকাশে যত্ন ও উদ্দীপনার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলা হবে।৫. প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা২০২৬ সালে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা বা PMMVY ১০ বছর পূর্ণ করছে। এটি দেশের প্রধান মাতৃত্বকালীন সুবিধা কর্মসূচি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাতৃ পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের অভ্যাস এবং গর্ভাবস্থায় আর্থিক সহায়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পোষণ মাস ২০২৬-এ এই প্রকল্পের আওতা বাড়ানো, উপযুক্ত উপভোক্তাদের সচেতন করা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গত এক দশকের অগ্রগতি তুলে ধরা হবে। জীবনের প্রথম ১,০০০ দিনে মা ও শিশুর পুষ্টি ও যত্নের গুরুত্বও এই কর্মসূচিতে বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে।সম্ভাব্য কর্মসূচিশতভাগ অন্তর্ভুক্তিঃর উদ্যোগসমস্ত যোগ্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাকে চিহ্নিত করে PMMVY-র আওতায় নথিভুক্ত করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে। আবেদন যাচাই, অনুমোদন এবং সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পাঠানোর কাজ দ্রুত করার উপর জোর দেওয়া হবে। জনসচেতনতা অভিযানপ্রকল্পে কারা সুবিধা পাবেন, কী কী সুবিধা রয়েছে এবং কীভাবে আবেদন করতে হবে,

জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস স্কুলের একাধিক সমস্যা সহ বিষয় ভিত্তিক শিক্ষিকা নিয়োগের দাবিতে ' স্কুল বাঁচাও' সভা হয়ে গেল জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ শিক্ষিকার ঘাটতিতে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় জয়নগর মজিলপুরের ঐতিহ্যবাহী জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস স্কুল। প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষিকা না থাকায় পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের।স্কুলের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।এই পরিস্থিতিতে স্কুলের সমস্যা সমাধানের দাবিতে শুক্রবার বিকেলে জয়নগর বন্ধন কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হল ' স্কুল বাঁচাও' সভা। শিক্ষক, ছাত্রী, অভিভাবক, প্রাক্তনী, শিক্ষানুরাগী এবং জয়নগর মজিলপুরের নাগরিকদের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় এলাকার বহু অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা স্কুলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের মতামত ও সমস্যার কথা

তুলে ধরেন।সভায় অবিলম্বে বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত শিক্ষিকা নিয়োগ, ছাত্রীদের জন্য থাকা টয়লেটগুলি ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, নিয়মিত কম্পিউটার ও শারীরশিক্ষার ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পঠনপাঠন আরও গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিত করার দাবি ওঠে।অভিভাবকদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত শিক্ষিকার অভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের ক্লাস নিয়মিত করানো সম্ভব হচ্ছে না। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনাতেও এর প্রভাব পড়ছে বলে তাঁদের দাবি। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়েও সভায় সরব হন উপস্থিত অভিভাবকরা।বর্তমানে এই স্কুলে ১৪০০ জন ছাত্রী প।াশোনা করে। এদিনের সভা থেকেই স্কুলের সমস্যা গুলি নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিগুলি তুলে ধরা এবং প্রয়োজন হলে গণআন্দোলন সংগঠিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।ঐতিহ্যবাহী এই মেয়েদের স্কুলের পঠনপাঠন ও পরিকাঠামোগত সমস্যা দ্রুত সমাধান না হলে ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীরা।

যুদ্ধ শেষ হলেই ধস নামবে তেলের দামে, পরমাণু অস্ত্র পাবে না ইরানঃডোনাল্ড ট্রাম্প

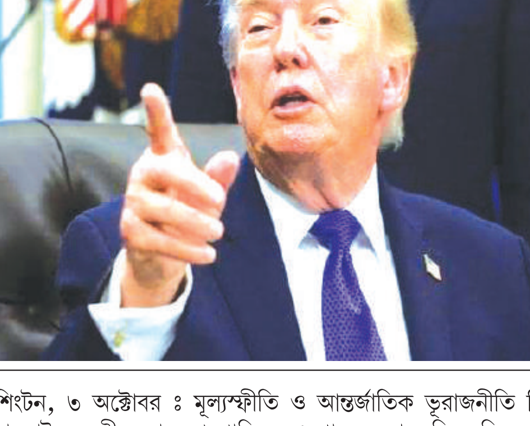

ওয়াশিংটন, ৩ অক্টোবর ঃ মূল্যস্ফীতি ও আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের তীব্র আক্রমণ শানিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের দাবি, তাঁর প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপের জেরে আমেরিকার বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে এবং ইরানের সঙ্গে সংঘাত মেটার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে বড়সড় ধস নামবে।আমেরিকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের কাঠগড়ায় তুলে ট্রাম্প বলেন, ''সহনশীল দাম-এই শব্দটি ডেমোক্র্যাটদেরই তৈরি করা। এরাই দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মূল্যস্ফীতি ঘটিয়ে চরম সমস্যা তৈরি করেছিল। অথচ আমরা ক্ষমতায় এসে লাগাতার জিনিসপত্রের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছি।ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাত প্রসঙ্গে তিনি জানান, এই যুদ্ধ খুব দ্রুত শেষ হতে চলেছে। তেহরানকে একহাত নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারি, এই যুদ্ধ যখন শেষ হবে, এক নম্বর বিষয় হলো-ইরান কখনোই কোনও পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। কারণ ওরা উন্মাদ। এই পদক্ষেপ বহু বছর আগেই অন্য প্রেসিডেন্টদের বা অন্য দেশের করে ফেলা উচিত ছিল।

অসুস্থ বিধানসভার স্পিকার, ভর্তি করানো হয়েছে বেসরকারি হাসপাতালে

কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ আচমকা অসুস্থ রাজ্য বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু। শুক্রবার রাতে আচমকা বুকে ব্যথা হওয়ায় বাইপাস লাগোয়া একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে।হাসপাতাল সূত্রে খবর, আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। শুক্রবার গান্ধীজয়ন্তী এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন কর্মসূচিতে যোগ দেন রথীন্দ্রবাবু। এছাড়াও একাধিক কর্মসূচি ছিল তাঁর। অনুষ্ঠানের পর রাতে বাড়ি ফেরেন। আচমকা বুকে ব্যথা অনুভব হয় তাঁর।তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন তাঁকে বাইপাস লাগোয়া বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে সেখানে ভর্তি করা হয়। দ্রুত শুরু হয় চিকিৎসা। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন রথীন্দ্রবাবু।দীর্ঘদিন ধরেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে যোগ দেন সক্রিয় রাজনীতিতে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়েন। কোচবিহার দক্ষিণ কেঙ্দ্রের প্রার্থী ছিলেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থী অভিজি দে ভৌমিককে ২৩ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন। প্রথমবার বিধায়ক হয়েছেন তিনি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকেই বিধানসভার স্পিকার হিসাবে বেছে নেওয়া হয়।

কুমকুমকে অভিনন্দন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ এশিয়ান গেমস ২০২৬-এর মঞ্চে ব্যক্তিগত রিকার্ভ তিরন্দাজিতে ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছেন কুমকুম মোহোদ। এই অনন্য ঐতিহাসিক অর্জনের জন্য তরুণ তিরন্দাজকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানান, এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে প্রথম ভারতীয় হিসেবে স্বর্ণপদক জিতে নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন কুমকুম। চলতি আসরে দলগত ইভেন্টেও দুটি পদক সহ তাঁর এই অভিযান ছিল এককথায় অসাধারণ।সোনার পদক জয়ের পর পোডিয়ামে তেরঙ্গা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত বাজার মুহূর্তটিকে স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি লেখেন, আপনার সোনা জয়ের পর জাতীয় সংগীতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল এশিয়ান গেমসের প্রাঙ্গণ। এশিয়ান গেমসের এই আসরে ভারতের মহিলা তিরন্দাজদের অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে আপনার অবদান অসামান্য। আপনার এই অসাধারণ পারফরম্যান্স এবং ঐতিহাসিক সাফল্য দেশের অগণিত যুবসমাজকে, বিশেষ করে কন্যাসন্তানদের খেলাধুলা ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার বিপুল অনুপ্রেরণা জোগাবে।কুমকুমের ভবিষ্যৎ সাফল্যের কামনা করে রাষ্ট্রপতি আরও জানান, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতা ও নিখুঁত নিশানা আগামী দিনেও দেশের নাম এভাবেই উজ্জ্বল করতে থাকবে।

সপ্তাহান্তে মানালিতে উপচে পড়া পর্যটকদের ভিড়, তীব্র যানজট পাহাড়ি রাস্তায়

মানালি (হিমাচল প্রদেশ), ৩ অক্টোবর ঃ ছুটির আমেজে পাহাড়ি সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে হিমাচল প্রদেশের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র মানালিতে উপচে প।ছে মানুষের ভি।। টানা ছুটির সুযোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক পর্যটক এসে ভিড় জমিয়েছেন এই শৈলশহরে। পর্যটকদের ব্যাপক আগমনের কারণে পাহা।ি রাস্তায় শুরু হয়েছে তীব্র যানজট, যার জেরে নাজেহাল অবস্থা তৈরি হয়েছে পর্যটক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের।মানালি শহরের প্রবেশপথ, মল রোড এবং সংলগ্ন প্রধান স।কগুলিতে শত শত গাড়ির দীর্ঘ সারি দেখা যায়। বিশেষ করে সোলাং ভ্যালি এবং অটল টানেলমুখী রাস্তায় যানবাহনের গতি কার্যত থমকে দাঁড়ায়। দীর্ঘক্ষণ গাড়ির লাইনে আটকে পড়ে ভোগান্তির শিকার হন পর্যটকরা। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত ট্র্যাফিক পুলিশ ও পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। স্থানীয় হোটেল, রিসর্ট ও হোমস্টেগুলিতেও পর্যটকদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন স্মিতের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, জানাল ভারতীয় দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে চিকিৎসাধীন ভারতের অসমসাহসী পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের শারীরিক অবস্থার ধারাবাহিক উন্নতি হচ্ছে। তিনি বর্তমানে চিকিৎসকদের অত্যন্ত সতর্ক ও নিবি। পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বলে জানিয়েছে সেদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে ভারতীয় দূতাবাস জানায়, বীর জওয়ান ক্যাপ্টেন স্মিতকে উন্নত ও সর্বোত্তম চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি দেখা যাচ্ছে।দূতাবাসের তরফে আরও উল্লেখ করা হয়, দূতাবাস কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে ক্যাপ্টেন স্মিতের পরিবার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রশাসনিক

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য শক্তি এবং উসাহে ভরা একটি দিন হতে চলেছে। আপনি স্পষ্টভাবে নিজের ভাবনা প্রকাশ করবেন এবং একই সঙ্গে অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য এটি অনুকূল সময়।

বৃষঃআজ আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং সুযোগে ভরা একটি দিন হতে চলেছে। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত-উভয় ক্ষেত্রেই আপনার প্রচেষ্টা সাফল্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মিথুনঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে।

কর্কটঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। শুভদিন হবে

সিংহ ঃ আজ আপনি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে। চাকরি বা ব্যবসায় আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হবে, যা পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে।।।

কন্যাঃ আজ আপনার দিন বৈচিত্র্যে ভরপুর থাকবে। মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে নিজের যত্নকে অগ্রাধিকার দিন এবং কিছুটা সময় একা কাটান। কিছু সময় পর আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, তাই ধৈর্য হারাবেন না।

তুলাঃ কোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিবেচক হোন এবং যদি পারেন তাহলে এটি এড়িয়ে যান, য়েহেতু সংঘর্ষ এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা কখনোই আপনাকে সাহায্য করবে না। শুভদিন হবে।

বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। যদিও অর্থ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদান, তবে এর প্রতি এত সংবেদনশীল হয়ে উঠবেন না যে এটি আপনার সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে। আপনি আপনার পরিবারের জন্য কতটা যত্ন করেন তা উপলব্ধি করার জন্য তাদেরকে মৌখিক এবং অমৌখিক বার্তা দেওয়া বজায় রাখুন।

ধনুঃ নিজের আবেগের দিকে মনোযোগ দিন, কারণ তা আপনাকে সঠিক দিশা দেখাতে পারে। প্রেম আজ ব্যর্থ। সংসারে শান্তি হবে।

মকরঃআজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হবে এবং আপনি দ্রুত নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। শুভদিন হবে

কুম্ভঃহাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। আপনি অন্যদের উপর ব্যয় করতে পছন্দ করেন। সংসারের যোগ ।

মীনঃ আপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পাবেন। আজ, আপনি কোনও সহায়তা বা সহায়তা ছাড়াই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে।

আবহাওয়া

পুজোর মরসুমে ফের দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে, তবে ভারী দুর্যোগের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে স্বস্তির বার্তা দিয়েছেন আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য। তিনি জানিয়েছেন, আপাতত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি হতে পারে, তবে তা মূলত হালকা থেকে মাঝারি ধরনেরই থাকবে। একটানা বা ভারী বর্ষণের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই বরং কিছু কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবেই এই বৃষ্টি দেখা যেতে পারে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, স্থানীয়ভাবে মেঘ তৈরি হওয়া এবং বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্পের প্রভাবেই মূলত এই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি দিনের কোনও কোনও সময়ে ক্ষণিকের জন্য ভিজতে পারে দুই বঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা। তবে বৃষ্টির তীব্রতা খুব বেশি থাকবে না। এছাড়াও শহর ও শহরতলিতে বজায় থাকবে ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তি।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫২মনিট এবং রাত ০৯টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১টা৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩০মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৫মিনিটে হতে পারে।

নেশামুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা, শুরু ১ম গভর্নর কাপ মার্শাল আর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ নেশামুক্ত সমাজ গঠন এবং যুবসমাজকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করার বার্তা নিয়ে হাওড়ার ডুমুরজলা ইনডোর স্টেডিয়ামে শনিবার শুরু হল প্রথম 'গভর্নর কাপ আমন্ত্রণমূলক মার্শাল আর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬'। ৩ ও ৪ অক্টোবর, দু'দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আয়োজক ক্রীড়া ভারতী। সহযোগিতায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব পরিষেবা ও ক্রীড়া দপ্তর এবং সমর্থনে রয়েছে ভারত সরকারের ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল্ড কাস্টস। চ্যাম্পিয়নশিপ উপলক্ষে শনিবার সকালে 'নেশামুক্ত ভারত' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে একটি বর্ণাঢ্য ক্রীড়া সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। হাওড়ার মন্দিরতলা থেকে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে র‍্যালির সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর এন রবি। র‍্যালিতে প্রায় কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। মন্দিরতলা থেকে শুরু হয়ে র‍্যালিটি ডুমুরজলা ইনডোর স্টেডিয়ামে এসে শেষ হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলা, সুস্থ জীবনযাপনে উৎসাহ দেওয়া এবং নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। র‍্যালি শেষে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে ডুমুরজলা ইনডোর স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর এন রবি, ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল্ড কাস্টসের কমিশনার ডঃ পার্থ বিশ্বাস, ক্রীড়া ভারতীর সভাপতি বিশ্বজিৎ পালিত এবং হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপপ্রিয়া-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। দু'দিনের এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে মার্শাল আর্টসের প্রতিযোগীরা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। এই আয়োজনের মাধ্যমে মার্শাল আর্টসের প্রসার, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নেশামুক্ত সমাজ গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা তুলে ধরতেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

আইনজীবীদের নিরাপত্তায় বিশেষ আইন চালুর দাবি, হাওড়া আদালতেও 'কর্মবিরতি'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ আদালত চত্বরে আইনজীবীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিশেষ আইন চালুর দাবিতে সরব হলেন হাওড়া আদালতের আইনজীবীরাও। রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে হামলা ও হেনস্থার ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার 'কর্মবিরতি'র পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধী রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। প্রায় ১০ মিনিটের অবরোধে হাওড়া ময়দান এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। আইনজীবীদের দাবি, বারুইপুর ও ব্যাঙ্কশাল আদালতে হামলার ঘটনায় জড়িত সকলকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। পাশাপাশি 'ল-ইয়ার সিকিউরিটি প্রোটেকশন অ্যাক্ট' চালুর দাবিও তোলেন তাঁরা। দাবি পূরণ না হলে রাজ্যের অন্যান্য আদালতেও আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের সদস্য মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃদ্ধার গলার সোনার হার ছিনতাই, সিসিটিভি দেখে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ বৃদ্ধার গলার সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনার তদন্তে নেমে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো বারুইপুর জেলা পুলিশের নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম তাপস সরদার। তাঁর বাড়ি বারুইপুর থানার সাহেবপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মায়া দলপতি নামে এক বৃদ্ধা। অভিযোগ, তিনি নবশ্রী বাজারের দিকে যাওয়ার সময় আচমকাই এক অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী তাঁর গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। অভিযোগের পর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরেই অভিযুক্তের পরিচয় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এরপর তাপস সরদারকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি ঘটনায় নিজের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন।

মা উড়ালপুলে শুরু ডিজিটাল নজরদারির পাইলট প্রকল্প, ফিটনেস 'ফেল' করলেই ক্যামেরায় ধরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ শুধু ট্রাফিক আইন ভঙ্গের ঘটনা নয়, গাড়ির জরুরি নথিপত্রে অনিয়ম রুখতেও এ বার প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির পথে হাঁটছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। গাড়ির নম্বর প্লেট স্ক্যান করেই সংশ্লিষ্ট গাড়ির পলিউশন কন্ট্রোল সার্টিফিকেট বা পিইউসি এবং ফিটনেস সার্টিফিকেটের বৈধতা যাচাই করার ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কলকাতার মা উড়ালপুলে পরীক্ষামূলক ভাবে এই ডিজিটাল নজরদারি ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশ এবং ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার বা এনআইসির মধ্যে চুক্তিও হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় মা উড়ালপুল দিয়ে যাতায়াতকারী গাড়িগুলির নম্বর প্লেট স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্ক্যান করবে এএনপিআর বা অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিকগনিশন ক্যামেরা। স্ক্যান করা নম্বরের সঙ্গে সরকারি নথিতে থাকা সংশ্লিষ্ট গাড়ির তথ্য মিলিয়ে দেখা হবে। এর ফলে কোনও গাড়ির পিইউসি বা ফিটনেস সার্টিফিকেট বৈধ রয়েছে কি না, তা দ্রুত জানা সম্ভব হবে। কোনও গাড়ির নথির মেয়াদ পেরিয়ে গেলে সেই তথ্যও নজরদারি ব্যবস্থায় ধরা পড়বে। বর্তমানে গাড়ির নথিপত্র পরীক্ষা করতে অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাফিক পুলিশকে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে হয়। নতুন প্রযুক্তি চালু হলে সেই নির্ভরতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। নথিপত্রে অনিয়ম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট গাড়ির মালিকের কাছে অনলাইনে জরিমানা বা ই-চালান পাঠানোর ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ, গাড়িকে দাঁড় করিয়ে কাগজপত্র পরীক্ষা না করেও প্রযুক্তির মাধ্যমে নথির বৈধতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা সম্ভব হবে। ট্রাফিক পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে মা উড়ালপুলেই এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হবে। পাইলট প্রকল্পে এএনপিআর ক্যামেরার মাধ্যমে নম্বর প্লেট শনাক্তকরণ, সেই তথ্যের সঙ্গে সরকারি রেকর্ডের মিল এবং অনলাইন জরিমানার গোটা প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা হবে। বাস্তবে প্রযুক্তিটি কতটা কার্যকর ভাবে কাজ করছে, তথ্য কত দ্রুত পাওয়া যাচ্ছে এবং অনিয়ম চিহ্নিত করার পর কী ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে, তা এই পর্যায়ে পর্যালোচনা করা হবে। পুলিশের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মা উড়ালপুলে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা সফল হলে কলকাতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং উড়ালপুলেও একই ধরনের ডিজিটাল নজরদারি ব্যবস্থা চালু করা হতে পারে। এর ফলে শহরের রাস্তায় গাড়ির নথিপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়তে পারে। অন্য দিকে, মা উড়ালপুলে গাড়ি বিকল হয়ে বারবার যানজট তৈরির সমস্যার মোকাবিলাতেও ট্রাফিক পুলিশের পরিকাঠামোয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে উড়ালপুলে গাড়ি সরিয়ে নেওয়ার জন্য তিনটি কাট-আউট পয়েন্ট ছিল। এ বার সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ছয় করা হয়েছে। কোনও গাড়ি আচমকা বিকল হয়ে গেলে সেটিকে মূল ট্র্যাফিক লেন থেকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার কাজে এই কাট-আউটগুলি ব্যবহার করা হবে। ফলে উড়ালপুলের মূল লেনে কোনও গাড়ি বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেও সেটিকে দ্রুত অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ বাড়বে। পুলিশের আশা, এর ফলে বিকল গাড়িকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া যানজট অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। এক দিকে গাড়ির নথিপত্র যাচাইয়ে ডিজিটাল নজরদারি, অন্য দিকে বিকল গাড়ির কারণে যানজট মোকাবিলায় অতিরিক্ত কাট-আউট;দুই ব্যবস্থার মাধ্যমে মা উড়ালপুলের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর ও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

দলের কর্মসূচির আয়-ব্যয়ের হিসাব বাধ্যতামূলক, মণ্ডল-জেলা স্তরে কড়া নজরদারি বঙ্গ বিজেপির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ দলের কর্মসূচি আয়োজন করতে কোথা থেকে টাকা এল, কত টাকা আয় হল এবং কোন খাতে কত টাকা খরচ হল;এ বার থেকে সেই সমস্ত তথ্যের বিস্তারিত হিসাব রাখতে হবে বঙ্গ বিজেপির মণ্ডল ও জেলা স্তরের নেতৃত্বকে। দলীয় কর্মসূচির আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে লিখিত হিসাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। গত ৪ মে-র পর থেকে হওয়া দলীয় কর্মসূচিগুলির আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়া হয়েছে। দলের রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি সূত্রের দাবি, নিচুতলা থেকে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে একাধিক অভিযোগ আসার পরই দলীয় কর্মসূচির আর্থিক হিসাব চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মণ্ডল এবং জেলা স্তরে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচি হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ শিবির, সাংগঠনিক বৈঠক, বড় সভা থেকে শুরু করে অন্যান্য দলীয় আয়োজনেও অর্থ খরচ হয়। সেই অর্থের উৎস কী, কত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে, মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে, এ বার থেকে তার বিস্তারিত হিসাব রাখার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। নির্দেশ অনুযায়ী, মণ্ডল স্তরে কোনও দলীয় কর্মসূচি হলে তার আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতি তৈরি করে জেলার সভাপতির কাছে জমা দেবেন। একই ভাবে জেলা স্তরে বড় কোনও কর্মসূচি হলে সেই কর্মসূচির আর্থিক হিসাব জেলা সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলার ইনচার্জের কাছে জমা দেবেন। পরে জেলা ইনচার্জ সেই হিসাব রাজ্য কমিটির কাছে পাঠাবেন। অর্থাৎ নিচুতলা থেকে জেলা হয়ে রাজ্য স্তর পর্যন্ত দলীয় কর্মসূচির অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি নির্দিষ্ট হিসাব রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলীয় সূত্রের বক্তব্য, শুধু বড় সভা বা রাজনৈতিক কর্মসূচিই নয়, দলের সাংগঠনিক পরিসরে হওয়া বিভিন্ন আয়োজনের ক্ষেত্রেও এই হিসাব প্রযোজ্য হবে। ফলে কোনও কর্মসূচির জন্য স্থানীয় ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হলে তার উৎস এবং ব্যয়ের হিসাবও নথিভুক্ত করতে হবে। দলের নিচুতলায় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাতে কোনও ধরনের অস্পষ্টতা না থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই নির্দেশ বলে বিজেপি সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে দলের একাংশ। দুর্নীতি, তোলাবাজি, দাদাগিরি এবং সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স'-এর বার্তা ইতিমধ্যেই দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে দেওয়া হয়েছে। রবিবার বঙ্গ সফরে এসে দলীয় বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন রাজ্য নেতাদের উদ্দেশে এই বিষয়ে সতর্ক করেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল, দল ক্ষমতায় আসার পরও নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে যাতে দুর্নীতি বা তোলাবাজির অভিযোগ না ওঠে, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিজেপি সূত্রের দাবি, বাংলায় দল ক্ষমতায় আসার পর নিচুতলার কিছু নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সামনে এসেছে। এমনকী দলের নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থে টাকা তোলার অভিযোগও এসেছে বলে দাবি করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে সংগঠনের অভ্যন্তরে আর্থিক লেনদেনের উপর নজরদারি আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সংগঠনের নাম ব্যবহার করে কোনও ধরনের আর্থিক অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। একই সঙ্গে কর্মসূচির জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং খরচের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজেপির এক রাজ্য নেতার বক্তব্য, দলের কোনও স্তরেই এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি করতে দেওয়া হবে না, যাতে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর দাবি, দলের প্রতিটি কর্মসূচির আয়-ব্যয়ের হিসাব এবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নজরেও থাকবে। ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বার্তার পরই বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক স্তরে আর্থিক নজরদারি বাড়ানোর এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মণ্ডল থেকে জেলা এবং জেলা থেকে রাজ্য;প্রতিটি স্তরে দলীয় কর্মসূচির অর্থের উৎস ও ব্যয়ের হিসাব নথিভুক্ত করার মাধ্যমে সংগঠনের অভ্যন্তরে আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখাই এখন বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য বলে দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

একই অনুষ্ঠানে বছরে খরচের আকাশ-পাতাল ফারাক, ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে নয়া বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগের তালিকায় এ বার যুক্ত হল নজরুল মহোৎসব। দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো-এর পাস বিক্রি এবং 'বাংলা মোদের গর্ব' প্রকল্পে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের পর এ বার নজরুল মহোৎসব আয়োজনের খরচ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, ২০২৫ সালে শিশির মঞ্চে আয়োজিত নজরুল মহোৎসবের জন্য যে বিপুল অঙ্কের খরচ দেখানো হয়েছিল, তার সঙ্গে ২০২৬ সালে একই ধরনের অনুষ্ঠানে হওয়া সরকারি খরচের বিস্তর ফারাক রয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। ২০২৫ সালে শিশির মঞ্চে নজরুল মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ইন্দ্রনীল সেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই অনুষ্ঠানের জন্য সরকারি খরচ দেখানো হয়েছিল ৩৭ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৩ টাকা। পরবর্তী সময়ে রাজ্যে সরকার বদলের পর ২০২৬ সালে একই ধরনের নজরুল মহোৎসবের আয়োজন করা হয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে। এ বার ওই অনুষ্ঠানের জন্য সরকারি খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪০০ টাকা বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে একই ধরনের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে খরচের অঙ্কে প্রায় ৩৬ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকার ফারাক কেন হল, তা নিয়েই মূলত প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, ২০২৫ সালে নজরুল মহোৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ দেখানো হলেও পরের বছর অনেক কম অর্থে একই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যবধানের কারণ কী, কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছিল এবং সেই খরচের পিছনে কী ধরনের আর্থিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। এই অভিযোগে শুধু তৎকালীন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের নামই নয়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগের তালিকায় শিশির মঞ্চের আধিকারিক তপন তরফদারের নামও রয়েছে। অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ অর্থ কী ভাবে খরচ করা হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট নথিতে সেই খরচের যথাযথ হিসাব রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে এর আগেও একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো-এর পাস বিক্রি সংক্রান্ত একটি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি তদন্ত করছে। ওই মামলায় ইন্দ্রনীল সেনকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইডির তরফে দাবি করা হয়েছে, ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো-এর পাস বিক্রির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টেও গিয়েছিল। যদিও সেই অর্থের বিষয়ে ইন্দ্রনীল সেনের বক্তব্য, তা রয়্যালটি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। দুর্গাপুজোর পাস সংক্রান্ত তদন্তের মধ্যেই ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে রাজ্য দুর্নীতি দমন কমিশনও তদন্তে নেমেছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী থাকাকালীন 'বাংলা মোদের গর্ব' প্রকল্পে রাজ্য সরকারের টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়েও তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও পরিজনদের নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বলে অভিযোগকারীদের দাবি। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের চূড়ান্ত সত্যতা তদন্তের মাধ্যমেই নির্ধারিত হওয়ার বিষয়। এ বার নজরুল মহোৎসবের খরচ নিয়ে নতুন অভিযোগ সামনে আসায় ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়ল। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, 'দুর্নীতি আর তৃণমূল সমার্থক।' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টে রয়্যালটি বাবদ টাকা যাওয়ার দাবি নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি কোথা থেকে রয়্যালটি পান, তা তাঁর জানা নেই। একই সঙ্গে ইন্দ্রনীল সেনের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন নিয়েও মন্তব্য করেন শমীক। অন্য দিকে, পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে কটাক্ষ করেন। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সততার ভাবমূর্তি সামনে রেখে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলির আরও তথ্য ভবিষ্যতে সামনে আসবে। তবে নজরুল মহোৎসবের খরচের এই বিপুল পার্থক্যের প্রকৃত কারণ কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ২০২৫ সালের অনুষ্ঠানে ঠিক কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছিল, কী ভাবে সেই খরচ অনুমোদিত হয়েছিল এবং ২০২৬ সালে কী ভাবে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম অর্থে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা সম্ভব হল, সেই প্রশ্নগুলির উত্তরই এখন সামনে আসার অপেক্ষায়। অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নথি ও আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হতে পারে। ফলে নতুন এই অভিযোগকে ঘিরে তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

একই ঘর থেকে বাবা-ছেলের দেহ উদ্ধার, তৃণমূল নেতার ঝুলন্ত দেহ ঘিরে রহস্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে একই বাড়ি থেকে বাবা ও ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বাড়ির একটি ঘর থেকে তৃণমূল নেতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। একই ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁর বাবাকেও। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকেও মৃত ঘোষণা করেন। মৃতরা হলেন ৪৯ বছরের সঞ্জয় রাউত এবং তাঁর ৭০ বছরের বাবা কমল রাউত। বাবা-ছেলের মৃত্যুকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে অশোকনগর থানার পুলিশ। সঞ্জয় ও কমল অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে পরিবারের সদস্যেরা বাড়ির বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে সঞ্জয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। ঘটনাটি নজরে আসার পর বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখা যায়, একই ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাঁর বাবা কমল রাউত। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, কমল রাউত ঘুমের ওষুধ খেয়ে থাকতে পারেন। তবে তিনি কী ভাবে এবং কেন ওই ওষুধ খেয়েছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। একই সঙ্গে সঞ্জয়ের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর বাবার মৃত্যুর কী যোগ রয়েছে, সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বাবা-ছেলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি এবং অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখছে। সঞ্জয় রাউতের রাজনৈতিক পরিচিতিও রয়েছে। তিনি এক সময় অশোকনগর এলাকার যুব তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন। এলাকায় তৃণমূলের নেতা হিসেবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, প্রাক্তন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর সঙ্গেও সঞ্জয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন সময় তাঁকে প্রাক্তন বিধায়কের সঙ্গে দেখা যেত বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। চলতি বিধানসভা নির্বাচনে নারায়ণ গোস্বামীর হয়ে সঞ্জয় কাজ করেছিলেন বলেও দাবি করেছেন স্থানীয়দের একাংশ। রাজনীতির পাশাপাশি আমদানি-রফতানির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সঞ্জয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসায় মন্দা চলায় তিনি মানসিক চাপে ছিলেন।

জয়নগরে পুলিশের বড়সড় সাফল্য ওয়ান শাটার ও ২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ সামনেই মহালয়া, তারপরই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর তার আগেই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শাটার ও দু রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এসআই শান্তনু ব্যাধ, এএসআই বিশ্বজিৎ সরকার-সহ পুলিশের একটি দল শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায়। জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের গোড়েরহাট এলাকায় ওই অভিযান চালানো হয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে একটিবেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও দু'রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় আবদুল গফফর মোল্লা (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার বামুনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি মোল্লা পাড়া এলাকায়। পুলিশের দাবি, ধৃতের কাছ থেকেই একটি ওয়ান শাটার ও ২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুজোর আগে জয়নগর এলাকায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এলো এর পিছনে কোনও অস্ত্র সরবরাহকারী চক্র রয়েছে কি না এবং অস্ত্রগুলি কোনও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না; তা খতিয়ে দেখছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত আরও কারও সন্ধান পাওয়া যায় কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

থানার চৌহদ্দিতে বিষধর গোখরো উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ডোমজুড়, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ এবার থানার চৌহদ্দিতেই বিষধর গোখরোর হানা! হাওড়ার ডোমজুড় থানার ক্যাম্পাসে পূর্ণবয়স্ক গোখরো সাপের উপস্থিতি ঘিরে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়ায় পুলিশকর্মীদের মধ্যে। সাপটিকে দেখতে পেয়েই সতর্ক হয়ে যান তাঁরা। খবর দেওয়া হয় সাপ উদ্ধারে অভিজ্ঞ এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীকে। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় চার মিনিটের চেষ্টায় গোখরোটিকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। সাপটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে কীভাবে থানার মতো গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় বিষধর সাপটি ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। থানার চৌহদ্দিতে সাপের প্রবেশ ঠেকাতে আগে থেকেই কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও ফের এমন ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে পুলিশকর্মীদের মধ্যে। পরিবেশবিদদের একাংশের মতে, গাছপালা কাটা, জলাশয় ভরাট এবং প্রাকৃতিক বাসস্থান নষ্ট হওয়ার কারণে সাপ-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। ডোমজুড় থানার এই ঘটনা ঘিরেও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান সংরক্ষণের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে।

পকসো আইনে গ্রেফতার জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ নাবালকের সঙ্গে অশালীন আচরণেরঅভিযোগে পকসো আইনে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম গোলাম রসুল মোল্লা। তিনি জয়নগর থানারহরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে গোলাম রসুল মোল্লার বিরুদ্ধে জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালকের পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় এক নাবালকের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি নাবালক তার অভিভাবকদের জানালে তাঁরা বৃহস্পতিবার রাতেই জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে জয়নগর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েত এলাকার নিজের বাড়ি থেকে গোলাম রসুল মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর তাঁকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। অভিযোগের সত্যতা ও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। শনিবার ধৃতকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যদের গোপন ডেরাই হানা পুলিশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ মালদা জেলা পরিষদের বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যদের গোপন ডেরাই হানা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের। ৬ তারিখ সভাধিপতি নির্বাচনের ঠিক আগে পুলিশি অভিযানে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সদস্য সাগরিকা সরকারের। জেলা পরিষদে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দাবি সাগরিকার। তৃণমূলের ১৯ জন ও কংগ্রেসের ৫ জন সদস্যের সমর্থন তাদের সাথে রয়েছে বলে দাবি তার। যদিও এই নির্বাচন থেকে বিজেপির ৪ সদস্য এখনো দূরত্ব বজায় রাখার কথা জানিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪৩ আসন বিশিষ্ট মালদা জেলা পরিষদে ৩৪টি আসন দখল করে একক সংখ্যক গরিষ্ঠতা লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেসের ঝুলিতে যাই পাঁচটি ও বিজেপি চারটি আসন পায়। সভাধিপতি নির্বাচিত লিপিকা বর্মন ঘোষ ও সহকারী সভাধিপতি হন এটিএম রফিকুল হোসেন। কিন্তু সরকারে পালাবদলের পর তৃণমূলের ১৯ জন সদস্য সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা ডাকেন। তলবি সভার আগেই পদত্যাগ করেন সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি। হাইকোর্টের নির্দেশে তলবি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পাঁচ কংগ্রেস সদস্য বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থন করে। উচ্চ আদালতে নির্দেশে ৬ অক্টোবর মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছে। তার আগে গোপন ডেরাই আছেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যরা। আর সেই জেলায় অভিযান চালায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। এই নিয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীরা। এর পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি সাগরিকা সরকারের। তিনি আরো দাবি করেন তৃণমূলের ১৯ জন ও কংগ্রেসের পাঁচ জন সদস্য তাদের সাথে রয়েছেন। ফলে মালদা জেলা পরিষদে তার সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই বিষয়ে বিজেপির মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, বলেন, তৃণমূল তৃণমূলের বিরুদ্ধে অনাস্থা করেছে এতে আমাদের কিছু বলার নেই এটা তাদের সিন্ডিকেটের ব্যাপার।

পথ দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতার বার্তা, জেলা পুলিশের উদ্যোগে সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হলো 'সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ'। এই উপলক্ষে মালদা পুলিশ লাইনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখান থেকে পুরো জেলা জুড়ে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির শুভ সূচনা ঘটে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং, বিধায়ক রাজু কর্মকার, গৌর চন্দ্র মন্ডল ও গোপাল সাহা সহ প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। বক্তারা প্রত্যেকেই সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর জোর দেন। বিশেষ করে দু-চাকার যান চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার, চারচাকার ক্ষেত্রে সিটবেল্ট পরা এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর মতো দায়িত্বশীল আচরণের জন্য আমজনতার প্রতি বিশেষ আহ্বান জানানো হয়।

মুজনাই চা-বাগানে ৬ টি হাতির দল, বনদপ্তরের তৎপরতায় ধুমচি জঙ্গলে সরানো হল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মাদারিহাট, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ মুজনাই চা-বাগানের বাঙাবাড়ি ডিভিশনের ২৮ নম্বর সেকশনে ৬টি হাতির একটি দলের বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। চা-বাগান এলাকায় হাতির দল ঢোকার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনদপ্তরের কর্মীরা। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ার আগেই বনকর্মীরা তৎপর হয়ে ওঠেন। মাদারিহাট রেঞ্জের ধুমচি বিটের বনকর্মীদের প্রচেষ্টায় হাতিগুলিকে নিরাপদে চা-বাগান এলাকা থেকে সরিয়ে ধুমচি জঙ্গলের দিকে পাঠানো হয়। বনদপ্তরের তৎপরতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। হাতির দলটি জঙ্গলের দিকে চলে যাওয়ার পরও তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখছেন বনকর্মীরা। পাশাপাশি, চা-বাগান ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ফারাক্কা থেকে কলকাতার পথে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান নেভির নেভাল সেলিং এক্সপেডিশন

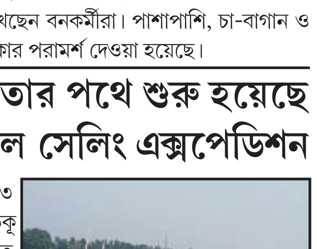

দুরন্তবার্তা, রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ স্রোত যতই প্রতিকূল হোক, থেমে না থেকে এগিয়ে যেতে হবে। সেই বার্তা নিয়েই ফারাক্কা থেকে কলকাতার পথে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান নেভির নেভাল সেলিং এক্সপেডিশন ২০২৬। অভিযানের অংশ হিসেবে জলপথে যাত্রা করছেন এন.সি.সি.-র প্রায় ৬০ জন নেভি ক্যাডেট। শনিবার দুপুরে সেই জলযাত্রা এসে পৌঁছয় কালনায়। মূলত নৌপথে অভিযানের মাধ্যমে এন.সি.সি.-র নেভি ক্যাডেটদের প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে এগিয়ে চলার অভিজ্ঞতা দেওয়াই এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য। স্রোতের বিপরীতে কীভাবে নৌকা পরিচালনা করে গন্তব্যে পৌঁছতে হয়, সেই অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ক্যাডেটদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ, আত্মবিশ্বাস ও দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।তবে শুধুমাত্র নৌ-অভিযানেই সীমাবদ্ধ থাকছে না এই কর্মসূচি। ফারাক্কা থেকে কলকাতা পর্যন্ত মোট সাতটি জায়গায় হল্ট রয়েছে। প্রতিটি হল্টে স্থানীয় পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হবে ।এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'হুগলি সংকল্প'। কালনায় মূলত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল কালনার একটি কলেজে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি জলদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব এবং জলসম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও এলাকাবাসীকে সচেতন করা হবে ।নৌযাত্রা, নেতৃত্বের শিক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা; এই তিনের সমন্বয়ে 'হুগলি সংকল'শুধু একটি নৌ-অভিযান নয়, বরং তরুণ প্রজন্মকে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা দেওয়ারও একটি উদ্যোগ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০৪ সংখ্যা, রবিবার , ১৬ আশ্বিন, ১৪৩৩

ঠাকুর বাড়ির নারী স্বাধীনতা

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা যদি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে আধুনিক শিক্ষা প্রবেশ বাড়ির মধ্যে না করাতো এবং নারী স্বাধীনতাকে যদি স্বীকৃতি না দিত তাহলে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মতো স্বাধীনচেতা মহিলা সাক্ষাৎ মেলা দুস্কর ছিল। ঠাকুরবাড়ির নব জাগরণের নাম ।ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম বি.এ পাশ করেন। ইংরেজি ও ফারসী ভাষায় বি.এ পড়েছিলেন তিনি। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্ঞানদানন্দিনীর মেয়ে। ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ ১৫ পৌষ, ১৮২০ বঙ্গাব্দে ইন্দিরা দেবীর জন্ম। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই সন্তান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী দুজনেই ছিলেন কৃতি ব্যক্তিত্ব। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংগীতবিদ। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। ১৮৭৭ সালে মা জ্ঞানদানন্দিনীর সাথে ভাই সুরেন্দ্রনাথ সহ তিনি পারি জমান ইংল্যান্ডে। বছরখানেক পর রবীন্দ্রনাথও ইংল্যান্ডে চলে গেলে কবিগুরুর নিবিড় সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেন তারা দুই ভাইবোন। সুরেন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরা দেবীকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন কবিগুরু। ছোটবেলা থেকেই তিনি পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এর উপর তালিম নেন। কবিগুরুর অসংখ্য গানের নোটেশন লিখেছেন তিনি। এছাড়াও তিনি কিছু ব্রাহ্ম সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ইন্দিরা দেবীর বয়স যখন ছাব্বিশ বছর তখন আইনজীবী, প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।ইন্দিরা দেবী'র সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন অনুবাদক। 'সাধনা' পত্রিকায় তিনি পিয়ের লোতির গল্প ও ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথে গীতাঞ্জলির ভূমিকা ফরাসী অনুবাদ থেকে অনুবাদ করেন ইন্দিরা দেবী।অনুবাদ প্রকাশিত হয়, প্রমথ চৌধুরী সাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকাতে। রেনে গ্রুসে-লিখিত LóInde এর বাংলা সঙ্কলনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এটি প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার ও রচনার তিনি ছিলেন দক্ষ অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথও তার অনুবাদ পড়ে সবসময় সন্তোষ প্রকাশ করতেন। ইন্দিরাই প্রথম তার 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইন্দিরা দেবী অনেক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। সঙ্গীত বিষয়েও তার জ্ঞান ছিল অগাধ। তিনি বেশ কিছু সংগীত বিষয়ক বই লিখেছেন। তার মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একযোগে লিখিত 'হিন্দু সংগীত' গ্রন্থের (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) 'সংগীত পরিচয়' নামক প্রাথমিক অংশ উল্লেখযোগ্য। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত এর তথ্য এবং তত্ত্ব দুটিকেই সমৃদ্ধ করেছেন সমান হারে। সঙ্গীত বিশারদ,অনুবাদক হবার পাশাপাশি তিনি নিজেকে সামাজিক উন্নয়নেরও অংশীদার করেছেন। বাবার পথ ধরেই মহিলা শিক্ষা লিগ, সর্ব ভারতীয় মহিলা সম্মেলন, সঙ্গীত সংঘ, সঙ্গীত সম্মেলন সহ আরো নানান কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন এবং বিশ্ব ভারতীর ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৬০ সালের ১২ আগস্ট ঠাকুর পরিবারের নবজাগরণের অংশীদার এই মহীয়সী সাহিত্যিক এবং সঙ্গীত বিশারদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত পরিবারের মহিলা শিক্ষিত ছিলেন। হিন্দু ধর্ম যেখানে মহিলা শিক্ষার বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল ঠিক তখন রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহিলা স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। ফলে ঠাকুর বাড়ির মহিলারা স্বাধীন চেতা ছিলেন। তারা পত্রিকা প্রকাশ করেছেন এবং কবিতা লেখা থেকে শুরু করে নাচ গান চর্চা করেছেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছেন ঠাকুর বাড়ির মহিলারা

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪) অভিনেতা, নাট্যসংগঠক ও লেখক। ১৮৯৫ সালের ১২ আগস্ট কলকাতায় তাঁর জন্ম। তিনি লন্ডন মিশনারি স্কুলে কিছু দিন লেখাপড়া করেন। কিন্তু অল্প বয়সেই অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ে যোগ দেন। অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই থিয়েটার, যাত্রা এবং সিনেমা এই তিন মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯২৩ সালে 'কর্ণার্জুন' নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয়। এ ছাড়া যে সব নাটকে অভিনয় করে তিনি স্মরণীয় হন সেগুলি হলো ঞ্জ শ্রীরামচন্দ্র, অশোক, চক্রব্যূহ, সাজাহান, মহারাজ নন্দকুমার, চন্দ্রগুপ্ত, মিশরকুমারী ইত্যাদি। তাঁর শেষ অভিনীত নাটক 'সাজাহান' মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চে। তাতে তিনি নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকালীন অভিনয় জীবনে অহীন্দ্র চৌধুরী বহু নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয় করে নাট্যজগতে একটি যুগের সৃষ্টি করেন, যাকে 'অহীন্দ্রযুগ' বলে অভিহিত করা হয়। মঞ্চের পাশাপাশি অহীন্দ্র চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। ১৯২২ সালে তিনি 'সোল অব এ পেভ' নামে একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা ও তাতে অভিনয় করেন। ১৯৩১-৫৪ সাল পর্যন্ত ১২৫টিরও বেশি সবাক চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেন। প্রিয়তমা, চিরকুমার সভা, তটিনীর বিচার, রাজনর্তকী, সোনার সংসার, ডাক্তার, শেষ উত্তর, কৃষ্ণকান্তের উইল, কঙ্কাবতীর ঘাট প্রভৃতি চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে তিনি অভিনয় সংক্রান্ত নিজস্ব সংগ্রহশালা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং এটি পরিচালনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৫৪ সালে অহীন্দ্র চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গিরিশ লেকচারার' মনোনীত করে। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতামালা বাংলা নাট্য বিবর্তনে গিরিশচন্দ্র শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর গ্রন্থ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' আত্মজীবনীমূলক রচনা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ঈশ্বরকে পেতে গেলে ধ্যান করতে হবে। ভক্তি আনতে হবে। সৎ পথে থাকতে হবে। মনকে পরিস্কার করে রাখতে হবে। তবেই ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। দান করত হবে। দাতা হতে হবে। তবেই ভগবান দর্শন ।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ, বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন।মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় অর্জন কর।ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে।প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে।

বিপ্লবী ও সাংবাদিক লীলা নাগ রায়

অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী, সমাজ-সেবিকা এবং সাংবাদিক লীলা নাগ রায় জন্ম- ২ অক্টোবর, ১৯০০ সালে। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী। সক্রিয় বিপ্লবী আন্দোলন এর সাথে তিনি শিক্ষা-সংক্রান্ত সংস্কারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি এসকল সংগঠনের কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলতে নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতি'র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে লীলা নাগ বিভিন্ন জনসভার আয়োজন করেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নারীশিক্ষা প্রসারের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দীপালি সঙ্ঘ নামে নারীদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। দীপালি সঙ্ঘের সাহায্য নিয়ে তিনি দীপালি স্কুল নামে একটি স্কুল ও অন্য বারোটি ফ্রি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নারী শিক্ষা মন্দির ও শিক্ষাভবন নামে পরিচিত অন্য দুটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল (দীপালি-১) পরবর্তীকালে কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল হিসেবে পরিচিত হয়।

১৯২৫ সালে শ্রীসঙ্ঘ নামে অভিহিত একটি বিপ্লবী দলের তিনি সদস্য হন। ছাত্রীদের জন্য তিনি ঢাকাভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং আসাম ও বাংলার অনেক স্থানে এর শাখা প্রসারিত করেন। ছাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি কলকাতায় একটি মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় গোপন বিপ্লবী দলের (এগুলির মধ্যে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর সুবিদিত) সদস্য হিসেবে লীলা তাদের সাহায্য করতেন এবং এ দলসমূহ ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষত নারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারএর মতো সুপরিচিত নারী বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে তিনি প্রভাব রেখেছেন।

১৯২৭-২৮ সালের বিক্ষুব্ধ বছরগুলিতে, যখন নারীরা শারীরিক আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তখন লীলা নাগ মহিলা আত্মরক্ষা ফান্ড নামে একটি ফান্ড গঠন করেন, যা ছিল এ অঞ্চলে প্রথম মার্শাল পদ্ধতিতে আত্মরক্ষামূলক দলের একটি। সাধারণ জনতার পর্যায়ে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি গণ শিক্ষা পরিষদ নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠানও গঠন করেন।

লীলা অন্য যে কারণে বিখ্যাত তা হলো নারীদের বিচার্য বিষয়াবলিতে নিবেদিত প্রভাবশালী সাময়িক পত্রিকা জয়শ্রী এর সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহিত্যিক কার্যক্রম। নারীদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত এ সাময়িক পত্রিকাটি নারী কর্তৃক লিখিত নিবন্ধাবলি প্রকাশ করত। লবণ সত্যাগ্রহের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে লীলা ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করেন। শ্রীসঙ্ঘের প্রধান অনিল রায়ের গ্রেফতারের পর এ সংগঠন টির পরিচালনার দায়িত্ব লীলার উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ১৯৩৯ সালে লীলা নাগ অনিল রায়কে বিয়ে করেন। এই দম্পতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দলে যোগদান করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্টের বাহ্যিক আকৃতি নষ্ট করার দায়ে লীলা নাগ ও অনিল রায়কে অভিযুক্ত করা হয় এবং

পুনরায় তাঁদেরকে কারাদন্ড দেওয়া হয় এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আটক রাখা হয়। কারামুক্তির পর তাঁকে নেতাজীর দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলা থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারতীয় শাসন তন্ত্রের খসড়া তৈরিতে অবদান রাখেন। ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালী দাঙ্গার পর তিনি নোয়াখালীতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেন। 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট' নামক একটি জনকল্যাণ মূলক সংগঠনও তিনি স্থাপন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পরিপূর্ণ, সক্রিয় জীবনযাপন করেন।

লীলা নাগ ঢাকা কলেজে পড়তেন। তার একক্লাস উপরের ছাত্র ছিলেন সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন। লীলা নাগ সম্পর্কে তিনি তার স্মৃতিকথা নামক প্রবন্ধ সংকলনে লেখেন, এঁর মত সমাজ-সেবিকা ও মর্যাদাময়ী নারী আর দেখি নাই। তাঁর মতে নারীদেরও উপার্জনশীলা হতে হবে, নইলে কখনো তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবে না। তাই তিনি মেয়েদের রুমাল, টেবলক্লথ প্রভৃতির উপর সুন্দর নক্সা এঁকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সব বিক্রি করে তিনি মেয়েদের একটা উপার্জনের পন্থা উন্মুক্ত করে দেন।

বাঙালি নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ ভুমিকা পালন করেছেন। তিনি ঢাকার আরমানীটোলা বালিকা বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল এবং শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় (তৎকালীন নারীশিক্ষা মন্দির) প্রতিষ্ঠা করেন। বিয়ের পর তার নাম হয় শ্রীমতি লীলাবতী রায়। ভারত বিভাগের পর লীলা নাগ কলকাতায় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি মহিলা সমাজে মুখপাত্র হিসেবে জয়শ্রী নামে একটি পত্রিকা বের করেন। লীলা রায় ছবি আঁকতেন এবং গান ও সেতার বাজাতে জানতেন।

জন্ম ঃ লীলা নাগ আসামের গোয়ালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তার পিতৃ-পরিবার ছিল তৎকালীন সিলেটের অন্যতম সংস্কৃতমনা ও শিক্ষিত একটি পরিবার। তাঁর ছাত্র জীবন শুরু হয় ঢাকার ইডেন স্কুলে। ১৯২১ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। পরীক্ষায় তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এমএ ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএ ডিগ্রীধারী। তখনকার পরিবেশে সহশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না বলে লীলা রায়ের মেধা ও আকাঙ্খা বিচার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চান্সেলর ডঃ হার্টস তাকে পড়ার বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে লীলা নাগ বিয়ে করেন বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়কে।

In 1941– when there was a serious outburst of communal rioting in Dhaka– she along with Sarat Chandra Bose formed the Unity Board and National Service Brigade. In 1942– during the Quit India Movement both she and her husband were arrested and her magazine was forced to cease. On her release in 1946– she was elected to the Constituent Assembly of India.

During the partition violence– she joined Gandhi in Noakhali. Even before Gandhiji reached there– she opened a relief center and rescued 400 women after touring on foot 90 miles in just six days. After the Partition of India– she ran homes in Calcutta for destitute and abandoned women and tried to help refugees from East Bengal.Leela Roy & Bhagwanji/ Netaji

There are evidences that Leela Roy knew Netaji alive & was in his contact till her death. She remained a great source of help to Bhawanji/ Netaji until her death in 1970. However– before she died– Leela Roy wrote to Netajiós dearest friend Dilip Roy on September 7– 1963 Son Bhagwanjiós orderV- "I wanted to tell you something about your friend… he is alive – in India."

There is a letter in which Netaji/Bhagwanji pays homage to Leela Roy– who died in 1970. Netaji used to call Leela Roy as "Lee". According to the expert Mr. B. Lal– by writing in upper case.."

১২৫ বছরে পদার্পণে মানিকতলার সাধুখাঁ বাড়ির দেবী দুর্গা পুজো

সপ্তর্ষি ঘোষ, পটলডাঙ্গা

মানিকতলা সাধুখাঁ বাড়ির ১২৫ বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত দুর্গাপুজো। উত্তর কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলের ১৪৫ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডস্থ সাধুখাঁ পরিবারের দুর্গাপুজো এবছর ১২৫তম বর্ষে পদার্পণ করলো। পুজোর সূত্রপাত করেন বিশ্বনাথ প্রামাণিক। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বিশ্বনাথ প্রামাণিক তিন খিলানের ঠাকুরদালান তৈরী করেন। তার আগে ঠাকুরদালান ছিল মাটির দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনি দেওয়া। সেই ঠাকুর দালানেও দুর্গাপুজো হয়েছে। যদিও এর স্বপক্ষে কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। শোনা যায়, মা দুর্গা বিশ্বনাথ প্রামাণিককে নতুন ঠাকুরদালান তৈরী করে নবনির্মিত ঠাকুরদালানে তাঁকে পুজো করার জন্য স্বপ্নাদেশ দেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে

তিনি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বর্তমান ঠাকুরদালান নির্মাণ করেন। তদবধি ১২৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বিশ্বনাথ প্রামাণিক-এর পরে পুজোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর একমাত্র পুত্র নন্দলাল প্রামাণিক। নন্দলাল প্রামাণিক-এর কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। পুজোর ধারা বাহিকতা অব্যাহত রাখতে তিনি তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় শ্যামসুন্দর প্রামাণিককে দত্তক নেন। নন্দলাল তাঁর স্ত্রী-র ইচ্ছানুযায়ী সঙ্গে রাখেন দৌহিত্র কৃষ্ণচন্দ্র সাধুখাঁকে । শ্যামসুন্দর প্রামাণিক এবং কৃষ্ণচন্দ্র সাধুখাঁ;দু'জনে একসঙ্গে কয়েক বছর দুর্গাপুজো করেছেন। শ্যামসুন্দর ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর মৃত্যুর পরে কৃষ্ণচন্দ্র সাধুখাঁ-র উত্তরসূরিয়া বর্তমানে দুর্গাপুজোর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রতিপদাদি কল্পে দেবীর বোধন হয় মহালয়ার পরদিন প্রতিপদে। সেদিন থেকে ঠাকুরঘরে পূজা, চণ্ডীপাঠ, আরতি শুরু হয়ে যায়। মহালয়া থেকে নবমী পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ অধিবাস ও বিল্ববরণ। সপ্তমী-র সকালে পরিবারের সদস্যরা নগ্নপদে নব পত্রিকা স্নান কড়াতে নিয়ে যান কুমোরটুলি ঘাটে। ফিরে এসে ঠাকুর দালানের বাইরের অংশে পূজা ও আরতির পরে গণেশের দক্ষিণ পার্শ্বে 'নবপত্রিকা' স্থাপন করা হয়। এরপর সংকল্প, দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান করে পূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সংকল্প হয় সেবায়েতের নামে।

রথযাত্রায় কাঠামো পুজোর পরে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। আগে ছিল মাটির সাজ। এখন ডাকের সাজের প্রতিমা। এক চালচিত্রে দেবী দশভূজা মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী সপরিবারে অধিষ্ঠিতা। অসুরের গায়ের রঙ সবুজ। সাধুখাঁ বাড়িতে পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। তাই পশুবলির প্রথা নেই। সপ্তমী অষ্টমী ও সন্ধিপুজোয় চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। নবমীতে বলি দেওয়া হয় চালকুমড়ো, আখ গাছ ও আদা গাছ।

অন্নভোগ না থাকায় লুচি, সুজি, পাঁচরকম ভাজা সহ দেবীর ভোগে থাকে নানারকম মিষ্টি। অষ্টমীতে অতিরিক্ত ভোগ দেওয়া হয় সিমুই-এর পায়েস ও আলুর দম। সন্ধিপুজোয় খোসা ছাড়ানো গোটা ফল দেবীকে নিবেদন করা হয়।

মহাষ্টমী-তে 'কুমারী পুজো' সাধুখাঁ পরিবারের দুর্গাপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনূর্দ্ধা নবম বর্ষীয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে মালা পরিয়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, পায়ে আলতা পরিয়ে দেবীজ্ঞানে পুজো করা হয়। সন্ধিপুজোয় আরতির পরে 'ধুনো পোড়ানো' এদের এক প্রাচীন রীতি। মা-র কাছে কোনও মন স্কামনা থাকলে বা পারিবারিক মঙ্গল কামনায় মহিলারা এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান একান্তভাবে বিবাহিতা মহিলাদের জন্য। সন্ধি পুজোয় বলির পরে ঠাকুরদালানে জ্বলে ওঠে ১০৮ প্রদীপের দীপমালা।

নবমী-র সকাল যথাবিহিত পূজা, পুষ্পাঞ্জলি ও হোমের পরে 'দক্ষিণান্ত'। পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করে দুর্গাপুজোর সমাপন। পুজোর ব্যয় নির্বাহ হয় ট্রাষ্ট থেকে। সাধুখাঁ পরিবারের দুর্গাপুজোর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, বিজয়া দশমীতে আঁশ মুখ করে মা'কে বিদায় জানানো। তাই মহালয়া থেকে নবমী পর্যন্ত নিরামিষ আহারের পরে বিজয়া দশমীতে এরা মৎস্য ভক্ষণ করেন। পুজোর ক'দিন পরিবারের সদস্যরা খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে মাতৃ আরাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন, যা বিষাদে পরিণত হয় বিজয়া দশমী-তে। কেননা শাস্ত্রীয় বিধি মেনে মা'কে বিদায় দিতে হবে। মন হয় ভারাক্রান্ত! মা, আগামী বছর আমাদের গৃহে আবার এসো;এই প্রার্থনা জানিয়ে মা'কে বিদায় জানানো হয়। পরিবারের সদস্য সিদ্ধার্থবাবু জানালেন, বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জন দিয়ে ফিরে এসে শূন্য ঠাকুরদালানের দিকে তাকালে তারা একটা বেদনা অনুভব করেন। বিজয়া দশমী-র সন্ধ্যায় বরণ করে ও কণকাঞ্জলি দিয়ে মাতৃমূর্তি নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিমতলা ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। ফিরে এসে পরিবারের সকলে কলাপাতায় 'দুর্গানাম' লেখেন। এরপর শান্তি জল গ্রহণ, বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টিমুখ করে দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। জাঁকজমকের আধিক্য না থাকলেও সাধুখাঁ পরিবারের দুর্গাপুজোর প্রতিটি আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিষ্ঠা, ভক্তি ও শুদ্ধাচারে পালিত হয়।

কলকাতার প্রায় প্রতিটি পাড়ায় বনেদি পুজো দেখতে পাওয়া যায়। বনেদি পরিবারের সদস্যরা হাজার কষ্টের মধ্যে থাকলে দুর্গা পুজো যথারীতি করে চলেছে। বহু বনেদি পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং সদস্যদের বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে। বহু বনেদি পরিবারের সদস্যরা বলতে গেলে বাংলায় থাকে না। তারা এখন বিদেশে বা বাংলার বাইরে বসবাস করে। তবুও বনেদি পুজো আজও নিষ্ঠাভরে হচ্ছে।

ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

অনিকেত নস্কর

ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলি ৩ অক্টোবর, ১৯২৩ সালে পরলোকগমন করেন। ভারতের প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েটের অন্যতম এবং প্রথম ডিগ্রিপ্রাপ্ত মহিলা ডাক্তার ছিলেন তিনি। কলকাতায় জন্ম তাঁর। পিতা, বরিশালের অধিবাসী এবং সরকারী স্কুলের প্রধানশিক্ষক ব্রজকিশোর বসুর অনেক সাহায্য এবং উৎসাহ পাওয়া সত্ত্বেও, কাদম্বিনীর পক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সহজ ছিল না, কারণ তখন প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চ তর শিক্ষা গ্রহণের মতো মেয়েদের কোনো বিদ্যালয় ছিল না। তবে তাঁর শিক্ষার দরজা খুলে যায় ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যানেট অ্যাক্রয়েড নামে একজন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ মহিলা কলকাতায় আসায়। মনোমোহন ঘোষ, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, দুর্গা মোহন দাস এবং অন্নদাচরণ খাস্তগিরের মতো ব্রাহ্ম বন্ধুদের সহায়তায় অ্যানেট পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে মেয়েদের 'উচ্চ শিক্ষার' জন্যে একটি স্কুল খোলেন। উচ্চশিক্ষা অর্থে বোঝানো হয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা। এ স্কুলের প্রধানশিক্ষক হন দ্বারকা নাথ গাঙ্গুলি, যিনি কিছু দিন মেয়েদের উপযোগী অবলাবান্ধব নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৮৬৯)। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য হেনরি বিভারিজের সঙ্গে অ্যানেট অ্যাক্রয়েড বিয়ের পর ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ায় এ স্কুলের অগ্রগতিতে ভাঁটা পড়ে, তবে প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা ১৮৭৬ সালে এ স্কুলটিকে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় নামে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং ঠিক করেন যে, এ স্কুলে এন্ট্রেন্স পরীক্ষার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসরণ করবে। দু বছর পরে এ স্কুলটিকে বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিলিত করে বেথুন স্কুল নামে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরের বছর এ স্কুল থেকে কাদম্বিনী মেয়েদের মধ্যে প্রথম এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়ে তাতে উত্তীর্ণ হন। পরে তাঁকে নিয়ে শুরু হয় বেথুন কলেজ। ১৮৮৩ সালে চন্দ্রমুখী বসু নামে একজন খ্রিস্টান মেয়ের সঙ্গে তিনি বিএ পরীক্ষা দেন এবং তাঁরা দুজন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম দুই মহিলা-গ্র্যাজুয়েটে পরিণত হবার গৌরব অর্জন করেন। দু-বছর পরে চন্দ্রমুখী এমএ পাস করে

নারীদের মধ্যে প্রথম এই কৃতিত্ব লাভ করেন।

গ্র্যাজুয়েট হবার পর কাদম্বিনী চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নেন, তবে তিনি যাতে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে না-পারেন, তার জন্যে কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক প্রবল বাধা দেন। এমনকি, তাঁর চূড়ান্ত পরীক্ষায় তাঁদের একজন তাঁকে এক মার্ক কম দিয়ে পরীক্ষায় ব্যর্থ করিয়ে দেন। তবে কলেজ থেকে তাঁকে একটা বিশেষ ডিগ্রি দেওয়া হয়, যাতে তিনি ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতে পারেন।

এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দেওয়ার সময় থেকে তিনি সমাজের কাছ থেকে দারুণ বিরোধিতার মুখোমুখি হন, তবে বিরোধিতা বৃদ্ধি পায় তাঁর চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের সময় থেকে। ডাক্তারি করতে আরম্ভ করলে তখনকার একটি জনপ্রিয় পত্রিকা বঙ্গবাসীতে তাঁর বিরুদ্ধে অপমানজনক প্রচারাভিযান শুরু করে এবং এ বলে দোষারোপ করে যে, ডাক্তারি করার মতো যোগ্যতা তাঁর নেই। বঙ্গবাসী পত্রিকায় একটা কার্টুন এঁকে দেখানো হলো, ডাঃ কাদম্বিনী স্বামী দ্বারকানাথের নাকে দড়ি দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্রী নন কাদম্বিনী কিংবা তাঁর স্বামী। মামলা হলো। বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালের ১০০টাকা জরিমানা আর ৬ মাসের জেল হল। শেষ পর্যন্ত এ পত্রিকার সম্পাদক মানহানির জন্যে কারারুদ্ধ হলেও কাদম্বিনী এ প্রচারকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন ।সমস্ত বাঁধা কাটিয়ে ১৮৯৩ সালের ২৩মার্চ তিনি ব্রিটেনে পৌঁছান। এডিনবরা, গ্লাসগো এবং ডাবলিন থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় ট্রেনিং সম্পূর্ণ করেন এবং স্কটিশ কলেজ থেকে Triple Diplomas SLicentiate of the College of Physicians– Edinburg SLRCPV– Licentiate of the College of Surgeons– Glasgow SLRCSV– and Licentiate of the Faculty of Physicians and Surgeons– Dublin SLFPSV. লাভের দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একুশ বছর বয়সে বিপত্নীক এবং তাঁর সাবেক শিক্ষক উনচল্লিশ বছর বয়স্ক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে বিয়ে করেন। এতে হিন্দু সমাজ তো বটেই, এমন কি, দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ ব্রাহ্ম বন্ধুরাও ক্ষুব্ধ হন।

ডাক্তার ছাড়াও তিনি ছিলেন সমাজসেবী এবং দেশপ্রেমিক। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে ১৮৮৯ সালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্গদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তা ছাড়া, ১৯০৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। আসামের চা-বাগানের এবং বিহারের কয়লা খনির নারী-শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার পক্ষে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতি ময়ী ও সাংবাদিক প্রভাতচন্দ্র তাঁর দুই সন্তান।

ক) তিনি প্রথম নারী যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৭৮ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন।

খ) ১৮৮০ সালে তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম দুই নারী যাঁরা এফ. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন।

গ) তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮২ সালে ভারতীয় নারীদের মধ্যে (বৃটিশ অধিকৃত সকল দেশের মধ্যেও) প্রথম বি.এ পাশ করেন।

ঘ) ১৮৮৭ সালে প্রথম মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে প্র্যাক্টিস করার বিশেষ সার্টিফিকেট পান।

ঙ) ভারত উপমহাদেশের মেয়েদের মধ্যে তিনি-ই প্রথম (১৮৯৬ সালে) নারী যিনি বিদেশ থেকে মেডিকেল ডিগ্রী (এডিনবরা থেকে LRCP– LRCS – LFP (ডিগ্রী) অর্জন করেন। চ)কাদম্বিনী জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম নারী সদস্যদের অন্যতমা। ছ) কংগ্রেস অধিবেশনে (১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে) যোগ দেওয়া প্রথম দুই নারী প্রতিনিধির মধ্যে অন্যতম।

জ) তিনি ছিলেন কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে প্রথম নারী বক্তা।

১৮৯০ সালে কলকাতার অধিবেশনে তাঁর ইংরেজি ভাষণ ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। রাজনীতি ও নারী আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেসান্তের মতে, "The first woman who spoke from the Congress platform– is a symbol that Indiaós freedom would uplift Indiaós womanhood."

১ ডিসেম্বর, ১৮৮৭, নাইটেংগেল শারলিয়েবকে একটি চিঠিতে লিখলেন , "I am so stupid I cannot find my memorandum of the name of that Hindu lady [Ganguly] who will graduate at Calcutta next spring as a qualified medical woman and whom her cousin– a friend of mine– Mrs. Manmohun Ghose– of Calcutta– asked me to mention to Lady Dufferin. But I shallfind the memorandum and then by your kind leave ask you." এরপরে ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮, নাইটেংগেল শারলিয়েবকে আবার লিখলেন , "Do you know or could you tell me anything about this lady Mrs. Ganguly– or give me any advice Ú... asked me to recommend Mrs. Ganguly– if she is successful– to Lady Dufferin– for any post about the female wards in Calcutta. Mrs. Ganguly is– I believe– a young woman of high caste and cultivation and it would be a great encouragement to the Hindu ladies to embrace medicine if she were appointed. The Hindu lady name is Mrs. Kadambini Ganguly still studying.."

আড়াইশো বছরের ঐতিহ্যে আজও অমলিন পাটুলির সাহা বাড়ির দুর্গাপুজো

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজো মানেই শুধু দেবীর আরাধনা নয়, অনেক পরিবারের কাছে এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ঐতিহ্য,

আবেগ এবং পারিবারিক মিলনের উৎসব। তেমনই এক ঐতিহ্যবাহী দুর্গোৎসবের সাক্ষী পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পাটুলি। এখানকার সাহা বাড়ির দুর্গাপুজোকে ঘিরে রয়েছে প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো ইতিহাস, নানা আচার-অনুষ্ঠান এবং বনেদিয়ানা। সাহা পরিবারের এই দুর্গাপুজোর সঠিক বয়স কত, তার নির্দিষ্ট নথি পরিবারের কাছে নেই। তবে বংশপরম্পরায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পরিবারের দাবি এই পুজো প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ বছরের পুরনো। অর্থাৎ কয়েক প্রজন্ম ধরে একই বাড়িতে চলে আসছে দেবীর আরাধনা। একসময় জমিদারি আমলের জৌলুসে ঝাড়বাতির আলোয় সেজে উঠত গোটা বাড়ি। সময়ের সঙ্গে সেই জাঁকজমক অনেকটাই কমেছে, কিন্তু পুজোর পুরনো রীতিনীতি এখনও যত্নের সঙ্গে ধরে রেখেছে সাহা পরিবার। পরিবারের সদস্য সুব্রত সাহা জানান, এটি তাঁদের পূর্বপুরুষের পুজো। বংশপরম্পরায় তাঁরা জেনে এসেছেন, এই পুজোর বয়স ২০০ বছরেরও বেশি। পুজোর প্রতিটি পর্বেই রয়েছে নিজস্ব কিছু রীতি, যা আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়। মহাষ্টমীর সন্ধিপুজো এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। সন্ধিপুজো শেষ হওয়ার পর বিশেষভাবে সিঁদুর খেলার রীতি রয়েছে সাহা বাড়িতে। পরিবারের মহিলারা সেই আয়োজনে অংশ নেন। অন্যদিকে নবমীতে শাক্ত মতে পশুবলির পরিবর্তে বৈষ্ণব রীতি মেনে চালকুমড়ো, আখ এবং পাকা কলা বলি দেওয়া হয়। পাশাপাশি নিয়ম মেনে অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পুজোও। তবে সাহা বাড়ির দুর্গাপুজোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং ব্যতিক্রমী ঐতিহ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিসর্জনের রীতি। এখনও প্রতিমাকে নৌকায় তুলে নদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। নদীতে প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করানোর পর বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পরদিন আবার প্রতিমার কাঠামো তুলে এনে মণ্ডপে বেদির উপর স্থাপন করা হয়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, একসময় গ্রামবাংলার বহু বনেদি বাড়িতে নদীপথে প্রতিমা ঘোরানোর এই রীতি দেখা গেলেও বর্তমানে তা প্রায় হারিয়ে গেছে। পাটুলির সাহা বাড়ি এখনও সেই পুরনো ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। পুজোর কয়েকটা দিন সাহা বাড়ি যেন পরিণত হয় এক বড় পারিবারিক মিলনক্ষেত্রে। পরিবারের যে সমস্ত সদস্য কর্মসূত্রে বা অন্য কারণে বাইরে থাকেন, তাঁরাও পুজোর সময় বাড়িতে ফিরে আসেন। ফলে কয়েক দিনের জন্য বাড়ির সদস্যসংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। বাড়ি ভরে ওঠে আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা, আড্ডা, আনন্দ এবং পুজোর ব্যস্ততায়। পরিবারের সদস্য রাজকিরণ সাহা জানান, পুজোর সময় বাইরে থাকা দিদি-বোনেরাও বাড়িতে ফিরে আসেন। ফলে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বাড়িতে মানুষের সংখ্যা প্রায় চারগুণ হয়ে যায়। সকলে একসঙ্গে পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন। বিসর্জনের সময় প্রতিমাকে নৌকায় তুলে নদীতে ঘোরানোর পর বিসর্জন দেওয়া হয় এবং পরদিন আবার কাঠামো মণ্ডপে এনে বেদিতে স্থাপন করা হয়। সময় বদলেছে, বদলেছে জীবনযাত্রাও। বনেদি বাড়ির সেই পুরনো জাঁকজমক হয়তো আর আগের মতো নেই। কিন্তু ঐতিহ্যের সঙ্গে আপস করেনি পাটুলির সাহা পরিবার। মহাষ্টমীর বিশেষ সিঁদুর খেলা, নবমীর চালকুমড়ো-আখ-পাকা কলা বলি, কুমারী পুজো এবং সবশেষে নৌকায় প্রতিমা ঘোরানোর মতো পুরনো রীতিগুলিই আজও এই পুজোকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাই পূর্বস্থলীর পাটুলির সাহা বাড়ির দুর্গাপুজো শুধুমাত্র একটি পারিবারিক পুজো নয়। এটি গ্রামবাংলার বনেদি সংস্কৃতি, পারিবারিক বন্ধন এবং হারিয়ে যেতে বসা বহু পুরনো রীতিনীতির জীবন্ত স্মারক। পুজোর কয়েকটি দিন এই বাড়িতে যেন ফিরে আসে পুরনো দিনের সেই আবহ-যেখানে দেবীর আরাধনার পাশাপাশি মিলেমিশে যায় ইতিহাস, ঐতিহ্য, আবেগ এবং পরিবারের সকলের একসঙ্গে থাকার আনন্দ।

'সবুজ সোনা' রক্ষায় মাস্টারপ্ল্যান! দ্বিগুণ হবে কৃষকদের মুনাফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৩ অক্টোবর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম মূল ভিত্তি এবং প্রধান অর্থকরী ফসল হল পান। কিন্তু বর্তমানে এই 'সবুজ সোনা' ফলাতে গিয়ে চরম সঙ্কটের মুখে পড়ছেন

জেলার হাজার হাজার কৃষক। পানের সবথেকে বড় সমস্যা হল এটি অত্যন্ত দ্রুত পচনশীল একটি কৃষিপণ্য। গাছ থেকে তোলার পর উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে মাত্র এক থেকে দু'দিনের মধ্যেই পাতা শুকিয়ে বা পচে নষ্ট হয়ে যায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদিত ফসল চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখে কৃষকদের মাথায় হাত। বিপুল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পান চাষিদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি, এলাকায় অবিলম্বে পানের জন্য সুনির্দিষ্ট একটি কোল্ড স্টোরেজ বা হিমঘর গড়ে তোলা হোক। হিমঘরের অভাবের পাশাপাশি পান ব্যবসায়ীদের কপালের ভাঁজ আরও চওড়া করেছে পরিবহণ সংক্রান্ত জটিলতা। উৎপাদিত পানের এক বিরাট অংশ রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যে রফতানি করা হয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, রাজ্যের অন্যতম প্রধান এই ফসলটি এখনও পর্যন্ত সর্বস্তরে 'সরাসরি কৃষিজাত পণ্য' হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পায়নি। এর ফলে ভিন রাজ্যে পান পাঠানোর ক্ষেত্রে রেল পরিবহণ ব্যবহার করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন জেলার পান ব্যবসায়ী ও কৃষকরা। কৃষিপণ্যের ছাড় না মেলায় পণ্য মাসুল যেমন বাড়ছে, তেমনি পদে পদে লেগেই থাকছে প্রশাসনিক নানা হয়রানি। সংরক্ষণের নিদারুণ অভাব এবং রেলপথে ভিন রাজ্যে রফতানির ক্ষেত্রে পাহাড়প্রমাণ জটিলতা, মূলত এই জোড়া ফলায় আক্ষরিক অর্থেই ধুঁকছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পান শিল্প। বহু কৃষক বংশপরম্পরায় এই চাষের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, ক্রমাগত লোকসানের জেরে অনেকেই এখন বিকল্প পেশার সন্ধানে নামতে বাধ্য হচ্ছেন। ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া এবং দ্রুত পচনের ভয়ে জলের দরে পান বিক্রি করে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক মারাত্মক ধাক্কা দিচ্ছে। চাষিদের দাবি, সরকারি স্তরে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ না করা হলে জেলার এই লাভজনক চাষ অচিরেই হয়ত কালের গর্ভে চিরতরে হারিয়ে যাবে। তবে এই চরম হতাশার মাঝেই অবশেষে এক বড়সড় আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন কৃষকরা। জেলার এই প্রধান অর্থকরী চাষকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলে বাঁচাতে এবার সদর্থক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। প্রশাসন সূত্রে খবর, পান চাষিদের দীর্ঘদিনের কোল্ড স্টোরেজের দাবি এবং পরিবহণ সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। কৃষিপণ্য হিসেবে পানের পূর্ণ স্বীকৃতি আদায়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস মিলেছে। জেলা পরিষদের এই যুগান্তকারী উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন পান চাষি ও ব্যবসায়ীরা।

পৃথক দুই ঘটনায় গ্রেফতার ২, কালনা আদালতে পাঠাল পূর্বস্থলী থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৩ অক্টোবর ঃ পূর্বস্থলী থানা এলাকায় পৃথক দুটি ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করে আজ কালনা আদালতে পাঠাল পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। একটি ঘটনায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি সুজিত হালদার গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় ট্রাক্টর চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য ঘটনায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার পূর্বস্থলী থানার বেলেরহাট গোসাইপাড়া এলাকায় নিজের বাড়ির সামনেই ট্রাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি সুজিত হালদার। ঘটনার পর তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় সুজিত হালদারের মা তপতী হালদার গতকাল পূর্বস্থলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ মাজিদা এলাকার বাসিন্দা ট্রাক্টর চালক সোলেমান শেখকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে এদিন কালনা আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, পূর্বস্থলী থানা এলাকার এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে টালিভাটা এলাকার বাসিন্দা অসিত অধিকারী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং অভিযুক্ত অসিত অধিকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন তাঁকেও কালনা আদালতে পেশ করা হয়। দুটি পৃথক ঘটনায় অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত তদন্ত শুরু করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হযেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। আদালতে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলবে।

২,০০০ একর জমিতে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব রিলায়্যান্সের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির কাছে হরিপুরে প্রায় ২,০০০ একর জমিতে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে রিলায়্যান্স গোষ্ঠী। প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিতে রাজ্য সরকার নীতিগত সম্মতি দিয়েছে বলেও প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। শুধু শক্তি ক্ষেত্র নয়, পর্যটন শিল্পেও বড় বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থার। উত্তরবঙ্গ, দীঘা ও সুন্দরবনে আন্তর্জাতিক মানের বিলাসবহুল হোটেল এবং পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাবও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় উঠে এসেছে বলে জানা গেছে। হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনা নতুন নয়। অতীতে নানা কারণে সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। তবে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী রিলায়্যান্সের আগ্রহে বিষয়টি নতুন গুরুত্ব পেয়েছে। প্রশাসনের মতে, প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নির্মাণ, পরিকাঠামো, পরিবহণ ও পরিষেবা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে লালদিঘী ক্রমেই ভরে উঠছে কচুরিপানায়

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ৩ অক্টোবর ঃ গভীর অসুখ বাসা বেঁধেছে বহরমপুর শহরের ফুসফুস, লালদিঘীতে। যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহরমপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সুবিশাল এই দিঘী ক্রমেই কচুরিপানায় ভরে উঠছে। আর এই অব্যবস্থার জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বিগত পুরসভা বোর্ডকেই দায়ী করা হয়েছে। যদিও বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত মৈত্র আশ্বাস দিয়েছেন, বহরমপুর লালদিঘীকে তার পুরনো চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মনে করেছিল ভবিষ্যতে এই ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বেশ কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করা প্রয়োজন। তারই অঙ্গ হিসেবে প্রায় ২৫০ বছর আগে বহরমপুরে ব্রিটিশরা একটি ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করেছিল। সেই সময় শহরে পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশদের তরফ থেকে যে বড় দিঘী তৈরি করা হয়েছিল পরবর্তীকালে তা লালদিঘী নামে পরিচিত হয়। বহরমপুর পুরসভার ঠিক উল্টোদিকে এবং গোরাবাজার ও ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানের কাছাকাছি অবস্থিত সুবিশাল এই দিঘীর জল এক সময় পানীয় জল হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। কংগ্রেসের হাতে বহরমপুর পুরসভা বোর্ড চলে যাওয়ার পর পুর কর্তৃপক্ষ বহরমপুর লালদিঘীকে সাজানোর উদ্যোগ নেয়। চারপাশে তৈরি হয় সুন্দর পার্ক। দিঘীর জলে ছাড়া হয়েছিল প্রচুর মাছ। তবে রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর ভেঙে গেছে বহরমপুর পুরসভা বোর্ড। বর্তমানে প্রশাসক বসেছেন পুরসভার মাথায়। অভিযোগ উঠেছে যে সংস্থার হাতে বর্তমানে লালদিঘী দেখভালের দায়িত্ব রয়েছে তারা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি করছে না। তার ফলে দিঘীর একাংশ ভরে উঠেছে কচুরিপানায়, আর তা রোজই আয়তনে বেড়ে চলেছে। বহরমপুর লালদীঘি এলাকার বাসিন্দা নিরুপম দাস বলেন, বহরমপুর শহরের ফুসফুস বলতে সকলেই লালদিঘী এবং ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানকেই বোঝে। প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ লালদীঘি এলাকায় বিভিন্ন ডাক্তারের চেম্বারে আসেন চিকিৎসার জন্য। তাঁরা বহরমপুর শহরের একটি কচুরিপানায় ভর্তি হতে থাকা দিঘীর ছবি চোখে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। ওই এলাকারই বাসিন্দা অনুপমা মন্ডল বলেন, গত বছরও লালদীঘির জলে একটি বড় দুর্গাপুজো হয়েছিল, সাজিয়ে তোলা হয়েছিল গোটা এলাকা। তবে এবছর এখনও পর্যন্ত দীঘির জলে কোনও দুর্গাপুজো হচ্ছে না। তার ফলেই সম্ভবত অবহেলায় পড়ে রয়েছে এই দিঘী। আর সেই কারণে কচুরিপানার পাহাড় জমছে দীঘির বিভিন্ন প্রান্তে। আমরা শহরবাসীর পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাজে অনুরোধ জানাচ্ছি দ্রুত দিঘীর কচুরিপানা সরিয়ে তার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক অরিন্দম রায় বলেন, বহরমপুর শহরের ফুসফুস লালদিঘী জলাশয়, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট নির্মাণের সমকালীন সময়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই জলাশয় খনন করেছিল, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই জলাশয়ের জলকে শুদ্ধিকরণ করে ব্রিটিশ সেনা ব্যারাকের সৈন্যদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে অনেকটাই বেহাল এই জলাশয়। সেই সকল সামগ্রিক গুরুত্ব বিবেচনা করে লালদিঘীর যথাযথ সংস্কার ও সংরক্ষণ ভীষণ প্রয়োজন। বহরমপুর পুরসভার বিদায়ী

কংগ্রেস কাউন্সিলর তথা বিরোধী দলনেতা হীরু হালদার বলেন, পুরসভার বর্তমান প্রশাসক অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর পক্ষে প্রতিটা ওয়ার্ডে গিয়ে সমস্ত কাজ খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব নয়। তাঁকে প্রাক্তন চেয়ারম্যানের লোকেদের দিয়েই কাজ করাতে হবে। কংগ্রেস আমলে বহরমপুর পুরসভা নিজেই লালদিঘীর দেখভাল এবং সৌন্দর্যায়নের দায়িত্বে ছিল। তবে বিগত পুরবোর্ড আয় বাড়ানোর নামে লালদিঘী দেখভালের দায়িত্ব একটি সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে। বহরমপুরের মানুষই এখন বিচার করবেন তাঁরা আগের লালদিঘী কেমন দেখেছেন এবং বর্তমান লালদীঘির কী অবস্থা। বহরমপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জি বলেন, পুরসভার তরফ থেকে একটি সংস্থাকে লালদীঘির জলের অংশটি ব্যবহার করার লিজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লিজের শর্তে বলা রয়েছে জলের দূষণ হলে বা কচুরিপানা জন্মালে তারা সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। বর্তমান কর্তৃপক্ষ সেই শর্ত মেনে দিঘী পরিষ্কার করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই পারে। বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত মৈত্র জানান, আগামী পুরনির্বাচনের পর বহরমপুরে বিজেপির বোর্ড হলে আমরা নিশ্চয়ই এগুলোর দিকে নজর দেব আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবো।

গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু যুবকের, ভাঙচুর একাধিক গাড়ি, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর ঃ গরুচোর সন্দেহে দুই যুবককে পাকড়াও করে চলে গণপিটুনি। তাতে মৃত্যু হয় এক যুবকের। অন্যজন গুরুতর জখম হয়। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায়। ঘটনার জেরে একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়া থানার তারাবাড়ি এলাকায় বালাসন নদীর ধারে। সেখান দিয়ে কয়েকজন অপরিচিত যুবক নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে গাড়িও ছিল। ভোররাতে অপরিচিত যুবকদের গাড়ি নিয়ে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। গরুচোর সন্দেহে ওই যুবকদের তাড়া করে এলাকার মানুষজন। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে পাকড়াও করে ধরে ফেলা হয়। বাকিরা ছুটে পালিয়ে যায়। দুটি গাড়িও আটক করে স্থানীয়রা। দুই যুবককে ধরে শুরু হয় গণধোলাই। পিটিয়ে এক যুবককে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। অন্যজন গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তাতেই পড়ে থাকে। এলাকায় প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙচুর করে ওই দুই গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়! খবর যায় মাটিগাড়া থানায়। পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা হয়। গুরুতর জখম ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার জেরে শনিবার সকাল থেকেই শুরু হয় ধরপাকড়। ঘটনায় এখনও অবধি চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় মাঝেমধ্যে গরু চুরি হচ্ছে। পরপর কয়েকটি ঘটনার পর এমনিতেই ক্ষোভে ফুঁসছিল লোকজন। ভোররাতে কয়েকজনকে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে সন্দেহ হয়। এরপর গ্রামের বাসিন্দারা ধাওয়া করে গাড়ি সহ দু'জনকে আটক করে। বাকিরা পালিয়ে যায়।

পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনের মুখে লালগোলা, এলাকা তলিয়ে যাচ্ছে নদীগর্ভে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩ অক্টোবর ঃ আবারও ভয়াবহ ভাঙনের মুখে লালগোলা। মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ভাঙন এক জ্বলন্ত সমস্যা। বেশ কিছু দিন ধরেই লালগোলা ও রঘুনাথগঞ্জের বেশ কিছু এলাকা তলিয়ে যাচ্ছে নদীগর্ভে। শনিবার নতুন করে লালগোলা ব্লকের বিলবোরাকোপরা অঞ্চলের তারানগর গ্রামে আবারও দেখা দিল পদ্মার তীব্র ভাঙন। জানা গেছে, শনিবার ঠিক বেলা ১২.৩০ মিনিট নাগাদ আচমকাই এই নদী ভাঙন শুরু হয়। চোখের নিমেষে একের পর এক বসতভিটা ও বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি তলিয়ে যেতে শুরু করেছে পদ্মার গর্ভে। আকস্মিক এই বিপর্যয়ে গোটা এলাকায় চরম আতঙ্ক ও হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই এই অঞ্চলে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি ও কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীপাড়ের মাটি আলগা হচ্ছিল। কিন্তু আজ দুপুরের দিকে আচমকাই পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নেয়। বিকট শব্দে নদীর পাড় ধস নামতে শুরু করে। নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। পুজোর আগেই চোখের সামনে ঘর বাড়ি তলিয়ে চলে যেতেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় এলাকায়। ভাঙনের তীব্রতা দেখে প্রাণবাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন তারানগরের বাসিন্দারা। অনেকে নিজেদের ঘরের আসবাবপত্র, গবাদি পশু এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। নদীপাড়ের এই ভয়াবহ ভাঙন ক্রমশ ভেতরের দিকে এগোতে থাকায় পুরো গ্রামটিই এখন চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে।

মায়াপুর আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র, নবদ্বীপ স্মার্ট সিটি! চৈতন্য ভূমিতে ঘোষণা অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মায়াপুর, ৩ অক্টোবর ঃ 'ইসকন মন্দির সংলগ্ন জমি এবং পার্শ্ববর্তী গোটা টাউনকে আন্তর্জাতিক মানের তীর্থক্ষেত্র এবং পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য', মায়াপুরে উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক শেষে এ কথাই জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মায়াপুরে বর্তমানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, ডাম্পিং গ্রাউন্ড, আধুনিক এসটিপি, পানীয় জল, সাধারণের জন্য সুলভ শৌচাগারের অপ্রতুলতা-সহ রাস্তাঘাটে পর্যাপ্ত আলো না থাকার মতো একাধিক সমস্যা রয়েছে। এছাড়াও দুই শহরেই একাধিক ঘাট রয়েছে, সেগুলি সংস্কারেও দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, জাতীয় স্তরের দক্ষ প্ল্যানার ও আর্কিটেক্টদের দিয়ে গোটা এলাকার পূর্ণাঙ্গ ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন হবে। বৃহস্পতিবার মায়াপুরকে আন্তর্জাতিক মানের তীর্থ ও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগের কথা জানান অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি জানিয়েছেন, নবদ্বীপকেও স্মার্ট সিটি হিসেবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিন দুপুরে মায়াপুরে পৌঁছে ইসকনের লোটাস ভবনে বৈঠকে যোগ দেন মন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী, নদীয়ার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, কেএমডিএ-এর সিইও নিতিন সিংঘানিয়া, দফতরের যুগ্ম সচিব সুপ্রিয় অধিকারী, মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের আধিকারিক এবং ইসকনের প্রতিনিধিরা। বৈঠকের পর মন্ত্রী জানান, ইসকন মন্দির সংলগ্ন প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ একর জমি এবং পার্শ্ববর্তী গোটা টাউন এলাকাকে আন্তর্জাতিক মানের তীর্থ ও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য। দেশ-বিদেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক পর্যটক ও পুণ্যার্থী মায়াপুরে আসেন। তাঁদের

কথা মাথায় রেখে আধুনিক পরিকাঠামো, উন্নত রাস্তাঘাট, গণপরিবহণ, নিকাশি এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নবদ্বীপকেও এই উন্নয়ন পরিকল্পনার বাইরে রাখা হচ্ছে না। মন্ত্রীর দাবি, রাজ্যের নির্বাচিত পাঁচটি স্মার্ট সিটির মধ্যে নবদ্বীপকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে নবদ্বীপ ও মায়াপুর, দুই শহরের জন্য পৃথক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। মায়াপুরকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা এবং নবদ্বীপকে আধুনিক স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই প্রশাসনের এই উদ্যোগ। পাশাপাশি এলাকার সঙ্গে পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সমন্বয় ঘটিয়ে দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের আশ্বাসও দেন।

পূর্ব রেলের জিএম কর্তৃক কৃষ্ণনগর - বহরমপুর কোর্ট সেকশন পরিদর্শন নতুন আধুনিক আরপিএফ ব্যারাকে উদ্বোধন এবং বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের অমৃত ভারত স্টেশন কাজের পর্যালোচনা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ পূর্ব রেলের সাধারণ ব্যবস্থাপক গীতিকা

পান্ডে আজ কৃষ্ণনগর - বহরমপুর কোর্ট সেকশনে একটি বিস্তৃত নিরাপত্তা পরিদর্শন ও অফিসিয়াল সফর পরিচালনা করেন। এই পরিদর্শন সফরের সময় তাঁর সাথে ছিলেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল হেড অফ ডিপার্টমেন্টস, শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিকগণ। সাধারণ ব্যবস্থাপক কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর কোর্ট স্টেশন পর্যন্ত উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর সফর শুরু করেন, যাতে ট্র্যাকের অবস্থা, সিগন্যালিং এবং সার্বিক পরিচালনগত নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা যায়। পথিমধ্যে তিনি কৃষ্ণনগরের কাছে ৭৫সি নম্বর লেভেল ক্রসিং গেট পরিদর্শন করেন এবং রেল ও সড়ক ব্যবহারকারী উভয়েরই নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সুরক্ষা ব্যবস্থা, ইন্টারলকিং সিস্টেম ও গেটকিপারদের কার্যপ্রণালী মূল্যায়ন করেন। বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে গীতিকা পান্ডে 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে চলমান পুনর্বিকাশের কাজ পর্যালোচনা করেন। তিনি সমাপ্ত প্রকল্প, চলমান কাজ এবং ভবিষ্যতে পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কাজগুলি মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন করেন। জিএম যাত্রীদের মূল সুবিধাসমূহের ওপর বিশেষ নজর দেন, যার মধ্যে রয়েছে শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্ল্যাটফর্ম শেড এবং ওয়েটিং হল। এছাড়া প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য সুগমতা নিশ্চিত করতে 'দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব' সুযোগ-সুবিধায় তিনি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন। কর্মকর্তা ও প্রকৌশলী দলগুলিকে নির্দেশ দিয়ে তিনি অবশিষ্ট কাজগুলি যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। স্টেশন পরিদর্শনের পর, গীতিকা পান্ডে ওমপ্রকাশ মীনা ব্যারাক নামে সদ্য নির্মিত একটি আধুনিক আরপিএফ পুরুষ ব্যারাক উদ্বোধন করেন। কর্মীদের কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক পরিকাঠামো সহ এই নতুন সুবিধাটি ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে ৫০টি বেডের মোট ক্ষমতা সম্পন্ন ২৫টি ঘর, একটি আধুনিক মডুলার কিচেন এবং নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য একটি সুসজ্জিত জিমনেশিয়াম রয়েছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্যবস্থাপক ব্যারাক প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন।

পারিবারিক অশান্তির জেরে বাবার বাড়িতে ঢুকে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত! স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ অক্টোবর ঃ পারিবারিক অশান্তিকে কেন্দ্র করে বাবার বাড়িতে ঢুকে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় ইংরেজবাজার থানার নতুন নঘরিয়া নীচুটোলা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নীচুটোলা এলাকার বাসিন্দা কাস্তুরি বিবির সঙ্গে প্রায় ১২ বছর আগে বিয়ে হয় নুর আলম শেখের। তাঁদের এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তান রয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন নুর আলম। এই অভিযোগে প্রায় চার মাস আগে তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল বলে পরিবারের দাবি। পেশায় শ্রমিক নুর আলম কাজের সূত্রে বেশ কিছুদিন ভিনরাজ্যে ছিলেন। প্রায় তিন দিন আগে তিনি বাড়ি ফেরেন। শনিবার সকালে কাস্তুরি বিবি তাঁর বাবার বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় সেখানে পৌঁছে আচমকাই ধারালো চাকু দিয়ে স্ত্রীর পেটে আঘাত করেন নুর আলম। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কাস্তুরি। অভিযোগ, ঘটনার পর সেখান থেকে পালিয়ে যান নুর আলম। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত কাস্তুরিকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন তিনি। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বাঁকুড়া থেকে নিউটাউন, ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেল করে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, গ্রেফতার শিক্ষাবিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ বাঁকুড়া থেকে সটান কলকাতার নিউটাউন পর্যন্ত পিছু নিয়ে এক তরুণীকে ব্ল্যাকমেল ও ধর্ষণের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অবশেষে নিউটাউনের একটি হোটেল থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। একই সঙ্গে ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেল এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষক পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। শনিবার এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যে ছয় পাতার এফআইআর রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণী থেকে জানা গেছে, নিউটাউনের একটি হোটেল থেকে ছাত্রীকে উদ্ধারের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত শিক্ষক উলফাত মণ্ডলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেইলিং এবং হত্যার হুমকির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনার পর অবশেষে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, শুক্রবার পুলিশি তদন্তের অংশ হিসেবে অভিযুক্ত শিক্ষক এবং নির্যাতিতা ছাত্রীকে ওই হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করা হয়। শনিবার বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই নিউটাউন এলাকায় চরম চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে, পুলিশ সূত্রে খবর, বাঁকুড়ার বাসিন্দা ওই ছাত্রীর লিখিত অভিযোগ- স্কুলে পাঠরত অবস্থায় নাবালিকা থাকা কালীন সময় থেকেই অভিযুক্ত শিক্ষক তাঁর ওপর নিয়মিত যৌন নির্যাতন চালাত। আরও অভিযোগ, ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেল করার উদ্দেশ্যে তাঁর কিছু আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও গোপন কায়দায় তুলে রাখা হয়েছিল। এমনকি বিষয়টি কাউকে জানালে ছাত্রী ও তাঁর বাবা-মাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগে জানানো হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নির্যাতিতা কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য চলে এলেও অভিযুক্ত শিক্ষক তাকে ক্রমাগত অনুসরণ করে সেখানে পৌঁছে যায়। জোরপূর্বক একাধিকবার তাঁকে নিউটাউনের বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর নিউটাউনের নির্দিষ্ট একটি হোটেলে তাঁকে শেষবারের মতো প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে দাবি করেছেন ওই ছাত্রী। তবে সেখান থেকেই অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তিনি পুলিশকে খবর দিতে সক্ষম হন এবং পরবর্তীতে পুলিশ গিয়ে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে। অন্যদিকে, অভিযোগকারী আরও জানান যে, অভিযুক্ত শিক্ষক তাঁর বাবার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তিনি স্থানীয় একটি সরকারি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক পদে কর্মরত। অভিযোগকারী নাবালিকা থাকাকালীন সময় থেকেই এই নির্যাতন শুরু হয়েছিল। বর্তমানে গ্রেফতারের পর অভিযুক্তের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে আরও কয়েকজন নারীর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি উঠে এসেছে। পুরো ঘটনার সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন।

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ৭৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ৩০-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ২২-এপি-III-২০২৬; কাজের নাম ঃ** এসএসই/ডব্লিউ/হাসিমারার এক্তিয়ারধীন হাসিমারা, মাদারিহাট, মুজনাই, দলগাঁও ও বানারহাট কলোনিতে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৫৬,৩৪,১৫৮.৫৬/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৯,১২,৭০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৩-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহসম্পূর্ণ তথ্য **২৩-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ঢেঁড়স-সবজির বাজারে সহজলভ্য

ঢেঁড়স দেখলেই নাক সিঁটকোয় খুদেরা? এই ৫ রেসিপিতে পাতে পড়লেই শেষ হবে এক নিমেষে!

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ঢেঁড়স-সবজির বাজারে সহজলভ্য, রান্না করাও বেশ সহজ। কিন্তু বাড়ির খুদে সদস্যদের কাছে এই সবজির জনপ্রিয়তা অনেক সময় একেবারেই তলানিতে। পাতে ঢেঁড়স দেখলেই কেউ নাক সিঁটকোয়, কেউ আবার সবজি সরিয়ে অন্য কিছু খুঁজতে শুরু করে। বড়দের মধ্যেও অনেকে ঢেঁড়সের আঠালো ভাব বা একঘেয়ে স্বাদের কারণে এটি এড়িয়ে চলেন। তবে একটু অন্যভাবে রান্না করলেই এই সবজিই হয়ে উঠতে পারে দারুণ সুস্বাদু। শুধু ভাজা নয়, মশলাদার গ্রেভি থেকে দক্ষিণ ভারতীয় কায়দা- ঢেঁড়স দিয়ে তৈরি করা যায় নানা ধরনের পদ। রইল পাঁচটি সহজ রেসিপি, যা পাতে এলে ঢেঁড়স নিয়ে আপত্তি অনেকটাই কমতে পারে।

ক্রিসপি ঢেঁড়স ভাজা- মুচমুচে কিছু খেতে ভালবাসলে এই পদটি হতে পারে আদর্শ। প্রথমে ঢেঁড়স লম্বালম্বি দু'ভাগ করে নিন। এরপর তার সঙ্গে বেসন, চালের গুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা এবং আমচুর মিশিয়ে নিন। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি-ভাজার ঠিক আগে নুন দিন। আগে নুন মেশালে ঢেঁড়স জল ছেড়ে দিতে পারে এবং মুচমুচে ভাব নষ্ট হতে পারে। কড়াইয়ে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে ঢেঁড়স ভাজুন। সোনালি ও ক্রিসপি হয়ে গেলে তেল ঝরিয়ে পরিবেশন করুন। ভাতের সঙ্গে যেমন মানাবে, তেমনই বিকেলের স্ন্যাকস হিসেবেও খাওয়া যায়।

ঢেঁড়স দো পেঁয়াজা- রুটি বা

পরোটার সঙ্গে একটু ঝাল-মিষ্টি স্বাদের কিছু চাইলে বানিয়ে ফেলতে পারেন ঢেঁড়স দো পেঁয়াজা। ঢেঁড়স চার টুকরো করে এবং পেঁয়াজ বড় টুকরোয় কেটে রাখুন। প্রথমে দু'চামচ তেলে ঢেঁড়স মাঝারি আঁচে হালকা ভেজে তুলে রাখুন। এরপর একই প্যানে জিরে ও পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজ সোনালি হলে আদা-রসুন বাটা, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো ও ধনে গুঁড়ো দিন। কুচি করা টমেটো দিয়ে মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নিন। এবার ভাজা ঢেঁড়স দিয়ে সবকিছু মিশিয়ে ঢেকে কম আঁচে ২-৩ মিনিট রান্না করুন।

মশলা ঢেঁড়স গ্রেভি-ভাতের সঙ্গে ঝোলঝোলে কিছু খেতে চাইলে মশলা ঢেঁড়স হতে পারে দারুণ বিকল্প। ঢেঁড়স টুকরো করে গরম তেলে সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। ঢেঁড়সের আঠালো ভাব কমাতে ভাজার সময় সামান্য লেবুর রস বা আমচুর ব্যবহার করা যেতে পারে। একই প্যানে জিরে, হিং, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা এবং আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাজুন। এরপর হলুদ, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো ও নুন দিয়ে মশলা কষিয়ে নিন। চাইলে সামান্য ফেটানো দইও দিতে পারেন। সবশেষে ভাজা ঢেঁড়স দিয়ে কসৌরি মেথি বা গরম মশলা ছড়িয়ে কম আঁচে কয়েক মিনিট রান্না করুন।

দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায় ঢেঁড়স- ঢেঁড়সের স্বাদে একটু দক্ষিণ ভারতীয় টুইস্ট আনতে চাইলে এই রেসিপি অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। ঢেঁড়স ছোট টুকরো করে নিন। প্যানে তেল গরম করে সর্ষে ফোড়ন দিন। এরপর উড়দ ডাল, হিং এবং কারিপাতা দিয়ে ভাজুন। ডাল হালকা সোনালি হলে ঢেঁড়স দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢাকনা ছাড়া রান্না করুন। কয়েক মিনিট পর আঠালো ভাব অনেকটাই কমে গেলে সাম্বার মশলা অথবা হলুদ-লঙ্কাগুঁড়ো দিন। ঢেঁড়স মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত রান্না করে শেষে গ্রেট করা নারকেল ছড়িয়ে এক মিনিট নেড়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন।

দই ঢেঁড়স- ঢেঁড়সের সঙ্গে দইয়ের মেলবন্ধনও কিন্তু বেশ জমজমাট। প্রথমে ঢেঁড়স টুকরো করে সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। একই প্যানে সামান্য তেল দিয়ে জিরে ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ এবং আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে ভাজুন। এরপর হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো ও ধনে গুঁড়ো দিয়ে নেড়ে আঁচ কমিয়ে দিন। এবার ধীরে ধীরে ফেটানো দই ঢালতে হবে এবং একই সঙ্গে ক্রমাগত নাড়তে হবে, যাতে দই কেটে না যায়। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে ভাজা ঢেঁড়স ও সামান্য গরম মশলা দিয়ে দিন। আরও কয়েক মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন। একই সবজি, কিন্তু পাঁচ রকম স্বাদ। তাই ঢেঁড়স পছ ঃ দ না করার কারণ যদি হয় একঘেয়েমি বা আঠালো ভাব, তাহলে এই রেসিপিগুলির যে কোনও একটি দিয়ে রান্না করে দেখতে পারেন। পাতে নতুনভাবে পরিবেশন করলে বাড়ির খুদে সদস্যরাও হয়তো ঢেঁড়স নিয়ে আর আপত্তি করবে না!

৯ / ১১-এর পর বদলেছিল বিমানের নিরাপত্তা-বিধি, সেই 'ক্র্যাশ অ্যাক্স' দিয়েই পাইলটকে হামলা!

দুবাই, ৩ অক্টোবর ঃ ব্যক্তিগত বিবাদ নয়, উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী হামলা-ফ্লাইদুবাইয়ের ককপিটে দুই পাইলটের সংঘর্ষের ঘটনায় এমনই বিস্ফোরক দাবি করল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সরকার। শনিবার প্রকাশ্যে আসা সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত পাইলট হামাম আল-হামামির উদ্দেশ্য ছিল বিমানটিকে বিপদের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং ঘটনাটি স্রেফ দুই পাইলটের ব্যক্তিগত বিরোধের ফল নয়। তদন্তকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, ককপিটে থাকা 'ক্র্যাশ অ্যাক্স' দিয়েই ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছরের উপর হামলা চালানো হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটে গত বুধবার দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাইদুবাইয়ের একটি বিমানে। মাঝ আকাশে আচমকাই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, বিমানটিকে সৌদি আরবের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন হামাম। বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর। সেই সময়ই ককপিটে রাখা একটি কুঠার দিয়ে স্মিতের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।

পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেও বিমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন স্মিত এবং বিমানের অন্যান্য সদস্যরা। হামলার পরেও বিমানটিকে নিরাপদে অবতরণ করানো সম্ভব হয়। ফলে আরও বড় বিপর্যয় এড়ানো গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকেই অবশ্য হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছিল। প্রাথমিকভাবে এমন সম্ভাবনাও সামনে এসেছিল যে, দুই পাইলটের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত বিবাদ থেকেই ককপিটে সংঘর্ষের সূত্রপাত হতে পারে। কিন্তু তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই অন্য ছবি সামনে এসেছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর অ্যাটর্নি জেনারেলের শনিবারের বিবৃতিতে ঘটনাটিকে সরাসরি 'সন্ত্রাসবাদী হামলা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারি বক্তব্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত পাইলটের উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পিতভাবে বিমানটির নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করা। ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় যে ভূমিকা নিয়েছেন, তারও প্রশংসা করেছে কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ককপিটে থাকা কুঠার। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, যাত্রীবাহী বিমানের ককপিটে এমন একটি ধারালো অস্ত্র কীভাবে ছিল? বিমান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, বাণিজ্যিক বিমানে জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য 'ক্র্যাশ অ্যাক্স' রাখা হয়। বিমান দুর্ঘটনা বা জরুরি অবতরণের মতো পরিস্থিতিতে ধাতব অংশ কেটে বেরিয়ে আসা কিংবা অন্যান্য উদ্ধারকাজে এই সরঞ্জাম ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ৯১১-এর

পর বিমান নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই সরঞ্জাম রাখার জায়গা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়। এর আগে ক্র্যাশ অ্যাক্স বিমানের কেবিন এলাকায় রাখা হতে পারত। কিন্তু ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হামলার পর বিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। যাত্রীদের হাতে যাতে কোনও ধারালো অস্ত্র পৌঁছতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই ক্র্যাশ অ্যাক্স ককপিটের মতো নিয়ন্ত্রিত এলাকায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নিরাপত্তার দিক থেকে এই পরিবর্তনের যুক্তি ছিল স্পষ্ট-জরুরি পরিস্থিতিতে পাইলটদের যেন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হাতের কাছে থাকে এবং একই সঙ্গে যাত্রীদের নাগালের বাইরে থাকে। কিন্তু ফ্লাইদুবাইয়ের এই ঘটনায় সেই একই ব্যবস্থা অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। অর্থাৎ, যে সরঞ্জামটি বিমান দুর্ঘটনার সময় উদ্ধারকাজে ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছিল, অভিযোগ অনুযায়ী সেটিই ককপিটের ভিতরে হামলার অস্ত্র হয়ে ওঠে। ফলে ৯১১-পরবর্তী বিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ঘটনার পর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও এটিকে নিছক ব্যক্তিগত বিবাদ হিসেবে না দেখে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। যদিও কোনও ঘটনার উদ্দেশ্য এবং দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তদন্তের পূর্ণাঙ্গ ফলাফলই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এই ঘটনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে স্মিত মচ্ছরের ভূমিকা। সরকারি বিবৃতিতে তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করা হয়েছে। ককপিটে হামলার মুখেও তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং বিমানটিকে নিরাপদে অবতরণের দিকে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখেন বলে জানানো হয়েছে।

ফ্লাইদুবাইয়ের এই ঘটনা তাই শুধু একটি বিমানের ককপিটে হামলার ঘটনা নয়। এটি একই সঙ্গে বিমান নিরাপত্তা, ৯১১-এর পর বদলে যাওয়া আন্তর্জাতিক বিধি এবং জরুরি সরঞ্জামের নিরাপদ ব্যবহারের বিষয়টিকেও সামনে নিয়ে এসেছে। তদন্তে হামলার উদ্দেশ্য, অভিযুক্ত পাইলটের পরিকল্পনা এবং ঘটনার সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট আরও স্পষ্ট হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ৬৬তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপ

কলকাতা, ৩ অক্টোবরঃ পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিচালনায় গত

২৯.০৯.২০২৬ তারিখে কলকাতার বেহালার ঘোলশাপুরে অবস্থিত পূর্ব রেল সুইমিং পুল কমপ্লেক্সে পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পাণ্ডের উপস্থিতিতে যে ৬৬তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-২৭ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল, আজ (০৩.১০.২০২৬) তা সমাপ্ত হলো। পাঁচ দিনব্যাপী এই জাতীয় স্তরের সাঁতার, ডাইভিং এবং ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জোনাল রেলওয়ে এবং প্রোডাকশন ইউনিটের ১২টি দলের মোট ১৯৫ জন সাঁতারু ও ডাইভার অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগ-সাঁতার, ডাইভিং এবং ওয়াটার পোলোতে জয়ী হয়ে পশ্চিম রেলওয়ে দল সামগ্রিকভাবে চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব অর্জন করেছে। পশ্চিম রেলওয়ের শ্রী দেবাংশ পারমার এই প্রতিযোগিতায় সেরা সাঁতারু হিসেবে ঘোষিত হয়েছেন। ওয়াটার পোলো এবং ডাইভিং বিভাগে রানার্স-আপ হয়েছে মধ্য রেলওয়ে দল। সাঁতার বিভাগে দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ে দল রানার্স-আপ স্থান দখল করে এবং পূর্ব রেলওয়ে দল তৃতীয় স্থান অর্জন করে। পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং বিজয়ী দল ও প্রতিযোগীদের হাতে ট্রফি এবং পদক তুলে দেন। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং সর্বভারতীয় রেলওয়ে অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-২৭-এ অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদদের বিভিন্ন ইভেন্টে অসাধারণ কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এত বড় একটি প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের জন্য পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন-কে অভিনন্দন জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন্স ম্যানেজার তথা পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী নীরজ ভার্মা। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, ৬৬তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপের এই সফল আয়োজন ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং জাতীয় স্তরের প্রতিভা বিকাশের প্রতি পূর্ব রেলওয়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির পরিচায়ক।

তুরস্ক থেকে কুখ্যাত ড্রাগ মাফিয়ার প্রত্যার্পণ, '২৯-এই মাদকমুক্ত দেশ', ঘোষণা শাহের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর ঃ মাওবাদীমুক্ত ভারতের লক্ষ্য পূরণের পর এবার মাদকমুক্ত দেশ গঠনের টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারই অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য অর্জন করল ভারত। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হিটলিস্টে থাকা কুখ্যাত মাদক পাচারকারী তথা এই চক্রের প্রধান নভপ্রীত সিংকে তুরস্ক থেকে প্রত্যার্পণ করা হল। ভারতে ফেরানোর পর তাকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠানো হয়েছে। এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই প্রত্যার্পণকে মোদি সরকারের বিরাট সাফল্য হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অভিযুক্ত নভপ্রীত সিং তুরস্কে 'নবাব ভিরক' নাম নিয়ে পরিচয় লুকিয়ে বসবাস করছিল। এমনকী সেখানকার নাগরিকত্ব আদায় করে নেয় এই অপরাধী। তবে নাম পরিচয় বদলে ফেললেও মাদক পাচার বহাল তবিয়তে জারি রেখেছিল এই অপরাধী। জানা গিয়েছে, পরিচয় গোপন রেখেই আফগানিস্তান থেকে বিরাট পরিসরে হেরোইন ও মেথামফেটামিনের মতো মারাত্মক সব মাদক পাচার করছিল সে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হিটলিস্টে থাকা কুখ্যাত মাদক পাচারকারী তথা এই চক্রের প্রধান নভপ্রীত সিংকে তুরস্ক থেকে প্রত্যার্পণ করা হল। ভারতে ফেরানোর পর তাকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠানো হয়েছে। এই অপরাধীর খোঁজে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। সেইমতো তদন্তে নেমে এই নবাব-এর আসল নাম ও পরিচয় জানতে পারে তদন্তকারীরা। তুরস্ক থেকে অভিযুক্তকে ভারতে ফেরাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে সরকার। তুরস্কের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রত্যার্পণ চুক্তির মাধ্যমে অবশেষে তাকে ভারতে ফেরানো হয়েছে। এই অভিযানে জড়িত সকল সংস্থা ও আধিকারিকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ বলেন, মোদি সরকার ২০২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ভিতরে ও বাইরে সক্রিয় সবকটি মাদক চক্রকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আধিকারিকদের মতে, নভপ্রীত সিং দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে মাদক পাচার চক্র চালাচ্ছিল। ভারতে প্রত্যর্পণের পর, এখন এই অভিযুক্তকে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং সংগঠিত অপরাধ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারায় আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে।

হকিতে প্রথম বার জোড়া সোনা

দুর্দান্ত খেলায় মালয়েশিয়াকে ৫ গোল, এশিয়াড হকিতে আবারও সোনাজয় ভারতের

জাপান, ৩ অক্টোবর ঃ ৪৪ বছর পর হকিতে সোনা এনে দিয়েছিলেন মেয়েরা। এবার পালা পুরুষদের। মালয়েশিয়াকে ৫-১ গোলে হারিয়ে ছেলেদের হকিতেও সোনা জিতল ভারত। হরমনপ্রীত সিংদের এই সাফল্যের সঙ্গে ২০২৮ অলিম্পিকের যোগ্যতাও অর্জন করল ভারতীয় দল। এর সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ান গেমস হকিতে প্রথমবার জোড়া সোনা পেল ভারত। শেষ দু'টি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় দল শুরু থেকেই আগ্রাসী ছিল। ১১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। তিন মিনিটের মধ্যেই পালটা আক্রমণ থেকে সমতা ফেরায় মালয়েশিয়া। তবে ২৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে যুগরাজ সিংয়ের গোলে ফের এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোলের দেখা মিলছিল না। শেষ পর্যন্ত ৪২ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে ব্যবধান বাড়ান হার্দিক সিং। ৫৪ মিনিটে শিলানন্দ লাকরার গোলে ভারতের জয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায়। ম্যাচের ৫৭ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে স্কোর লাইন ৫-১ করেন হরমনপ্রীত। ১৪টি পেনাল্টি কর্নার পেলেও মাত্র তিনটি থেকে গোল করেছে ভারত। সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে

খামতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার রক্ষণ ভেঙে দিল ভারত। হকির সঙ্গে কুস্তিতেও সোনা এসেছে। পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি বিভাগে উত্তর কোরিয়ার হান চং সংকে ১১-৭ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন আমন সেহরাওয়াত। এক সময় ৬-২ এগিয়ে থাকা আমন পরে ৬-৭ পিছিয়ে পড়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে ম্যাচ নিজের দখলে নেন ভারতীয় কুস্তিগির। এশিয়ান গেমসে এই ইভেন্টে ভারতের প্রথম সোনা এনে দিলেন আমন। তবে মেয়েদের ৫৩ কেজিতে জাপানের মো কিয়োকার কাছে ৯-১ হেরে রুপো পেয়েছেন অন্তিম পাঙ্ঘাল। পুরুষদের ৯৭ কেজিতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন দীপক পুনিয়া। ৬০ বছর পর এই ইভেন্টে পদক পেল ভারত।

রাস্তার ধারের ইস্ত্রি বিক্রেতাদের কয়লাচালিত ইস্ত্রি থেকে এলপিজি-চালিত ইস্ত্রিতে স্থানান্তরের উদ্যোগ

কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ 'উদ্যম ব্যাপার', 'আহান ফাউন্ডেশন'-এর সহযোগিতায় কলকাতায় ' ইস্ত্রি প্রজেক্ট' চালু করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো রাস্তার ধারের ইস্ত্রি-বিক্রেতাদের প্রথাগত কয়লা-চালিত ইস্ত্রি থেকে এলপিজি চালিত ইস্ত্রি ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হতে সহায়তা করা। ভারত জুড়ে গত সাত বছরের কাজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এই উদ্যোগটি গড়ে উঠেছে এর আওতায় ছয়টি শহরের ৯,০০০ এরও বেশি ইস্ত্রি-বিক্রেতাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী বিক্রেতাদের আয়ে গড়ে ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি এবং প্রতিদিন সর্বোচ্চ দুই ঘণ্টা সময় সাশ্রয়ের বিষয়টিও পরিলক্ষিত হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, এই প্রকল্পের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী বিক্রেতাদের আয়ে সামগ্রিকভাবে ৪৪.৯ কোটি পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে।বাংলায় এই সম্প্রসারণের লক্ষ্য হলো শহরের ইস্ত্রি বিক্রেতাদের জন্য আরও পরিচ্ছন্ন, দক্ষ এবং লাভজনক জীবিকা গড়ে তোলা, পাশাপাশি কয়লার ধোয়ার সংস্পর্শ কমানো এবং একটি আরও টেকসই ইস্ত্রি পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা। তাদের সমস্ত কার্যক্রমে এলপিজি ব্যবহারে রূপান্তরের ফলে বার্ষিক ২,৯৭৯ টনেরও বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন হ্রাস পেয়েছে। এলপিজি ইস্ত্রি বক্সের সহজলভ্যতা বাড়াতে উদ্যম ব্যাপার এলপিজি ডিলার এবং বিতরণ অংশীদারদের সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আগ্রহী অংশীদাররা ৯৬৬৩৭২৭৫৯৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।প্রথাগত ইস্ত্রি ব্যবসার আধুনিকীকরণ'দ্য ইস্ত্রি প্রজেক্ট' বিশেষ করে ইস্ত্রি-ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এলপিজি চালিত ইস্ত্রি নিয়ে এসেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো এই ব্যবসার দৈনন্দিন পরিচালনগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা-যেমন কয়লা-চালিত ইস্ত্রি রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সময় ও শ্রম, তাপমাত্রার অসামঞ্জস্য এবং বারবার জ্বালানি ভরার প্রয়োজনীয়তা।এলপিজি-চালিত প্রযুক্তির ফলে বিক্রেতারা আরও সহজে ও সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, যার ফলে তাঁরা গ্রাহকসেবা ও ব্যবসা পরিচালনার ওপর অধিক মনোযোগ দিতে সক্ষম হন।

গোরখপুরে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্টোরে নতুন কোল্ড রুম স্থাপন করা হয়েছে

গোরখপুর, ৩ অক্টোবরঃ গোরখপুরের ললিত নারায়ণ মিশ্র রেলওয়ে হাসপাতালে ওষুধ এবং টিকার নিরাপদ ও তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্টোরে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন একটি নতুন কোল্ড রুম স্থাপন করা হয়েছে। এই নবনির্মিত কোল্ড রুমটি ৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর ডঃ সুষমা মাতে ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে মেডিকেল ডিরেক্টর ডঃ মহম্মদ এ. এ. খান, সিনিয়র ডিভিশনাল মেডিকেল অফিসার ডঃ দুর্গেশ চৌধুরী, সিনিয়র ডাক্তার এবং হাসপাতালের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।এই নবনির্মিত কোল্ড রুমে ০২ থেকে ০৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সুবিধা রয়েছে, যা গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ এবং টিকার নিরাপদ ও বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। এই সুবিধাটি হাসপাতালে ওষুধ এবং টিকার গুণগত মান, নিরাপত্তা এবং বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণকে আরও শক্তিশালী করবে। এটি তাপমাত্রা-সংবেদনশীল ঔষধ এবং টিকার গুণমান ও কার্যকারিতা বজায় রাখতেও সাহায্য করবে।এই উপলক্ষে, মেডিকেল ডিরেক্টর ডঃ মোহাম্মদ এ.এ. খান বলেন যে, ঔষধ এবং টিকার নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক কোল্ড রুম সুবিধার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তিনি কোল্ড রুমের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্ধারিত তাপমাত্রার মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

ধুলিয়ানে বায়রনের বাড়িতে ভয়াবহ

১-র পাতার পর-ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে-এ বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য রয়েছে। ফলে সাগরদিঘির বিধায়কের বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘিরে একাধিক প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা। তদন্ত এগোলে আগুনের প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার আগে ও পরে ঠিক কী ঘটেছিল, তার পূর্ণ ছবি সামনে আসতে পারে।

মহালয়ায় নয়, পুজোর সপ্তমীতে

১- পাতার পর- সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ১০ অক্টোবর ইডেনের অনুষ্ঠানে অমিত শাহের উপস্থিতির সম্ভাবনাই এখন বেশি। অর্থাৎ একই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বদলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখা যেতে পারে। তবে মোদির সম্ভাব্য সপ্তমী সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সপ্তমীর দিন রাজ্যে এসে পরদিন অষ্টমীতে বেলুড় মঠে যাওয়ার পরিকল্পনা হলে তাঁর সফরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গুরুত্ব পেতে পারে। বেলুড় মঠে মহাষ্টমীর কুমারী পুজো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক আয়োজন। মঠের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ১৯ অক্টোবর সকাল ৯টায় কুমারী পুজো শুরু হওয়ার কথা। একই দিনে রয়েছে মহাষ্টমীর পুজো, পুষ্পাঞ্জলি এবং সন্ধিপুজোর আয়োজন।

NAME CHANGE

OLD NAME SUBHASH KUMAR RAY S/O SACHINDRA KUMAR ROY R/O BI CHATTERJEE ROAD TALPUKUR ROAD KRISHNAGAR NADIA I HAVE CHANGED MY NAME SUBHASH KUMAR RAY TO SUBHASH KUMAR ROY AND HENCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS SUBHASH KUMAR ROY IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT SL NO-5 DATED 15-9-26 SUBHASH KUMAR ROY AND SUBHASH KUMAR RAY BOTH ARE SAME PER SON.

NAME CHANGE

I , ISRAFIL MANDAL S/O AHAMMAD ALI MANDAL R/O BAROBHEGE P.O HARANAGAR, P.S NAKASHIPARA DIST NADIA AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 23/9/2026I ISRAFIL MANDAL AND ISRAFIL MONDAL MY WIFE RAFIJA BIBI MANDAL AND ROFIJA BIBI MONDAL, MY SON RAFIF MANDAL AND RAFIF MONDAL ALL SAME PERSON.

NAME CHANGE

I, Nasira Begum, W/o Sk Abdul Hannan, Residing at Barapalashan, Memari, Purba Bardhaman, shall henceforth be known as Nasira Begum, as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Purba Bardhaman, vide affidavit no 747 Dated 6/4/2026. Nasira Seikh W/o Abdul Hannan Sk (voter list 2002) and Nasira Begum W/o Sk Abdul Hannan both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sekh Mozammel Hoda, S/O Danesh Sekh, গ্রাম পোঃ কয়থা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার সঠিক নাম Danesh Sekh. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Mozzamal Hoda, S/O Dilwar Saikh লেখা আছে। ২৯.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমি Sekh Mozammel Hoda Mozzamal Hoda and বাবা Danesh Sekh Dilwar Saikh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

আমি, **Mahesen Ali**, পিতা - Yusuf Momin, ঠিকানা - গ্রাম - শাহাজাদপুর, পোঃ - বদনাগড়া, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা - 732124 (পঃবঃ)। নোটারি পাবলিক, মালদা কোর্টে এফিডেভিট দ্বারা **Mohsen Ali নামে পরিচিত হলাম**। এফিডেভিট নং - **90**, তারিখ - **29/09/2026. Mahesen Ali** (Old Name) ও **Mohsen Ali** (New Name) **একই ব্যক্তি**।

CHANGE OF NAME

আমি, **Lalbanu Bibi**, স্বামী - Jabbar Ali, ঠিকানা - গ্রাম - শাহাজাদপুর, পোঃ - বদনাগড়া, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা - 732124 (পঃবঃ)। নোটারি পাবলিক, মালদা কোর্টে এফিডেভিট দ্বারা **Lalbhanu Bibi নামে পরিচিত হলাম**। এফিডেভিট নং - 1/26, তারিখ - 25/09/2026. **Lalbanu Bibi** (Old Name) ও **Lalbhanu Bibi** (New Name) **একই ব্যক্তি**।

CHANGE OF NAME

আমি, **Ketabunnesha**, পিতা - Lukman Momin, ঠিকানা - গ্রাম - শাহাজাদপুর, পোঃ - বদনাগড়া, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা- 732124 (পঃবঃ)। নোটারি পাবলিক, মালদা কোর্টে এফিডেভিট দ্বারা **Ketabun Bibi নামে পরিচিত হলাম**। এফিডেভিট নং - **1/26**, তারিখ - **25/09/2026. Ketabunnesha** (Old Name) ও **Ketabun Bibi** (New Name) **একই ব্যক্তি**।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন কালনার মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ৩ অক্টোবর ঃ কালনার যোগীপাড়া চড়কতলার মাঠে শুরু হল আগমনী মেলা। মহিলাদের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় মূলত মহিলাদের পোশাক, সাজসজ্জার সামগ্রী-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছেন একাধিক মহিলা। মেলায় ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

উদ্যোক্তাদের দাবি, গত পাঁচ বছর ধরে এই আগমনী মেলার আয়োজন করে আসছেন তাঁরা। প্রতি বছরই মেলায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। শুধু মেলা করা নয়, এর মাধ্যমে মহিলাদের নিজেদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যও রয়েছে উদ্যোক্তাদের। মেলায় অংশ নেওয়া মহিলারা জানান, তাঁরা প্রত্যেকেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আর্থিক সহায়তা পান। সংসারের দৈনন্দিন খরচ মেটানোর পাশাপাশি সেই অর্থ থেকে কিছু টাকা সঞ্চয় করে ছোটখাটো ব্যবসায় বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা। ব্যবসা থেকে আয় করে ধীরে ধীরে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো এবং পরিবারের পাশে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার স্বপ্ন দেখছেন অনেকেই। তাঁদের বক্তব্য, সরকারি সহায়তার পাশাপাশি নিজেদের উদ্যোগ ও পরিশ্রমকে কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে ব্যবসা করা সম্ভব হবে। সে লক্ষ্যেই মেলার মতো প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের তৈরি সামগ্রী ও বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করছেন মহিলারা। এদিন আগমনী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা নেত্রী মৌসুমী মণ্ডল। তিনি বলেন, মহিলাদের মধ্যে বর্তমানে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং তাঁরা স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, সরকারি সহায়তার পাশাপাশি মহিলারা যদি নিজেদের উদ্যোগে ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হন, তাহলে তাঁদের আর্থিক স্বনির্ভরতা আরও বাড়বে। মৌসুমী মণ্ডল আরও বলেন, মহিলারা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। মহিলাদের এই উদ্যোগ আগামী দিনেও আরও এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তা ও মেলায় অংশ নেওয়া মহিলারা।

বাংলাদেশে পাচারের আগেই নদীয়ার সীমান্তে উদ্ধার রুপোর গহনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩ অক্টোবর ঃ বাংলাদেশে পাচারের আগেই নদীয়া জেলার ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ রুপোর গহনা। বিএসএফ সূত্রে খবর, মহাখোলা সীমান্ত এলাকা থেকে মোট ৩ কেজি ৬৪৭ গ্রাম রুপোর গয়না উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনায় ১৬১ নম্বর ব্যাটালিয়নের সীমান্তরক্ষীরা জড়িত বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে ওই বিষয়ে নদীয়ার ভীমপুর থানার অন্তর্গত মহাখোলা সীমান্তে টহল দিচ্ছিল বিএসএফ। সেই সময় কাঁটা তারের এই পারে কয়েকজন সন্দেহভাজনকে দেখা যায়। অভিযোগ, তারা বাংলাদেশে কিছু ছোঁড়ার চেষ্টা করছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁদের পিছু ধাওয়া করে সশস্ত্র জওয়ানেরা। বিএসএফকে আসছে দেখে দুষ্কৃতীরা একটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ওই ব্যাগ খুলতেই দেখা মেলে প্রচুর রুপোর গয়না। প্রাথমিকভাবে বিএসএফ - এর অনুমান, রুপোর আংটি, চেন-সহ বিভিন্ন গহনা বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া গয়নাগুলি সরকারি ভাবে ভীমপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ঘটনার পর থেকেই পলাতক পাচারকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বিএসএফ ও পুলিশ। তাঁদের পরিচয় এবং পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকা সংশ্লিষ্ট চক্রের সন্ধান পেতে তদন্ত চলছে।

ছেলেকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ, ঘাঘরায় তলিয়ে গেলেন মা

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৩ অক্টোবর ঃ ঘাঘরা জলপ্রপাতের জলে পড়ে যাওয়া সাত বছরের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন বারুইপুরের মহিলা পর্যটক প্রীতি দত্ত (৩৪)। শনিবার দুপুরে সাত বছরের ছেলে প্রিয়ঙ্কন পা পিছলে ঝরনার স্রোতে পড়ে যেতেই তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেন প্রীতি। স্রোতের টানে প্রিয়ঙ্কন অন্য দিকে ভেসে গিয়ে নিজেই জল থেকে উঠে আসে।

কিন্তু ততক্ষণে বিপদে পড়েছেন মা। তাঁকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেন স্বামী রাজদীপ দত্ত। তিনি ছেলেকে উদ্ধার করতে পারলেও প্রীতির আর খোঁজ মেলেনি। বেলপাহাড়ির ঘাঘরা জলপ্রপাতের নীচে তাঁর খোঁজে ডুবুরি ও দমকলের তল্লাশি চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের বাসিন্দা রাজদীপ, তাঁর স্ত্রী প্রীতি এবং সাত বছরের ছেলে প্রিয়ঙ্কন কলকাতা থেকে আসা একটি পর্যটক দলের সঙ্গে ঝাড়গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন। ট্যুর অপারেটরের মাধ্যমে আসা ওই দলে বিভিন্ন জায়গার পর্যটকরা ছিলেন। দলের অন্যতম সদস্য সৌগত মিত্র জানান, ঘাঘরার ভিতরের দিকে একটি বসার মতো জায়গায় সকলে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। সেখানে ছবি তোলেন তাঁরা। ছবি তোলা শেষ হলে রোদ থেকে বাঁচতে এবং পরের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য গাড়িতে ফিরে ফিরছিলেন। সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি। আচমকা পা পিছলে জলে পড়ে যায় প্রিয়ঙ্কন। ছেলেকে জলে পড়ে যেতে দেখে এক মুহূর্ত দেরি করেননি প্রীতি। সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দেন তিনি। তবে স্রোতের টানে প্রিয়ঙ্কন অন্যদিকে ভেসে যেতেই জলে ঝাঁপ দেন রাজদীপ। কোনওরকম ছেলেকে উদ্ধার করেন তিনি। কিন্তু প্রীতিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেখানে ভিড় করেন স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকেরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও প্রশাসনকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিডিও, এসডিপিও, আইসি-সহ প্রশাসনের আধিকারিকেরা। দমকলের দল ও উদ্ধারকারী দল। মেদিনীপুর থেকে ডুবুরি দল এনে জলপ্রপাতের নীচে তল্লাশি শুরু করা হয়। এখনও পর্যন্ত প্রীতির একটি ওড়না পাওয়া গেছে। পাথরের খাঁজে তিনি আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা উদ্ধারকারীদের। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চলছে। ঘাঘরার ওই অংশে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন রয়েছে। ঝরনার নীচের অংশে পাথরের খাঁজ, গভীর জল এবং প্রবল স্রোত থাকায় জায়গাটি যথেষ্ট বিপজ্জনক বলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। বেলপাহাড়ি ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন এর মুখপাত্র বিধান দেবনাথ এর দাবি, বিপজ্জনক অংশে পর্যটকদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উপর থেকে জলপ্রপাত দেখার জন্য একটি সেতু তৈরি করা প্রয়োজন। নজরদারি বাড়ানোর কথাও তাঁরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছেন। এর আগেও ঘাঘরায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানি হয়েছে। ২০২১ সালের আগস্টে বারুইপুরের আট বছরের শিশু সমৃদ্ধ দাস ঘাঘরার জলে পড়ে তলিয়ে যায়। ছেলেকে বাঁচাতে জলে নেমেও তাকে উদ্ধার করতে পারেননি বাবা। পরে পাথরের খাঁজে আটকে থাকা শিশুটির দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার পরেও ঘাঘরায় পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ফের একই এলাকায় এমন ঘটনায় সেই প্রশ্নই সামনে এসেছে।

রেশনে চিনি, ময়দা ও সুজি দেওয়ার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকার পুজোর আগে প্রায় ২ কোটি রেশন গ্রাহক পরিবারকে ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে চিনি, ময়দা ও সুজি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নবান্নে এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী একথা ঘোষণা করে জানান, এই প্রকল্পে ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে ৮ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগে পুজোয় মাত্র ৫০ লক্ষ পরিবার ২০ শতাংশ ভর্তুকিতে ১ কেজি চিনি পেত। এবার সেই সুবিধা সব শ্রেণির রেশন গ্রাহকদের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুযায়ী, ১ কেজি ময়দা ১৯ টাকায় এবং ১ কেজি চিনি ৩০ টাকায় মিলবে। বাকি সমপরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দেবে রাজ্য। ৫০০ গ্রাম সুজি দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। পুজোর সপ্তাহেই রেশন দোকানের মাধ্যমে এই বিশেষ প্যাকেজ বিতরণ করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

গুয়াহাটি ও সংলগ্ন এলাকায় রেলওয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিতকরণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৩ অক্টোবর ঃ রেলওয়ে পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো, পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমগ্র উত্তর- পূর্বাঞ্চলে সংযোগ ব্যবস্থা মজবুত করার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুয়াহাটি ও এর সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই অঞ্চলের প্রবেশদ্বার এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় হিসেবে, গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন প্রতিদিন ৫০,০০০-এরও অধিক যাত্রীর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে-যার সংখ্যা ব্যস্ততম সময়ে বেড়ে প্রায় ৬৫,০০০-এ পৌঁছায়-এবং প্রতিদিন ২০০টিরও অধিক ট্রেন চলাচল করে। এই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট হলো কামাখ্যা-গুয়াহাটি তৃতীয় লাইন প্রজেক্ট, যার অধীনে ৫.৭৪ কিলোমিটার রেলপথ অন্তর্ভুক্ত এবং এর অনুমোদিত ব্যয় ৪৬৭ কোটি টাকা। অতিরিক্ত এই লাইনটি লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যানজট কমাবে এবং ট্রেন চলাচল আরও সুগম ও সহজতর করবে এর ফলে কামরূপ মেট্রো জেলার যাত্রী ও বাসিন্দারা উপকৃত হবেন এবং প্রকল্পটি ২০২৮-এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো আগিয়াঠুরি- কামাখ্যা ডাবল লাইন প্রজেক্ট এবং দ্বিতীয় সরাইঘাট রেল-কাম- রোড ব্রিজ, যার অনুমোদিত ব্যয় ১৪৭৪ কোটি টাকা। ৭.২০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় সরাইঘাট রেল-কাম-রোড ব্রিজ, যেখানে রয়েছে ডাবল-লাইন রেল ট্র্যাক এবং তিন লেনের রোড। এই নতুন পরিকাঠামো ব্রহ্মপুত্রের ওপর রেল ও রোড পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, বিদ্যমান সরাইঘাট সেতুর ওপর চাপ কমাবে এবং গুয়াহাটি, উত্তর গুয়াহাটি ও উত্তর- পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য অংশের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। এটি অতিরিক্ত যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবার জন্যও সহায়ক হবে। ট্রেন টার্মিনাল ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, ২২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউ গুয়াহাটিতে একটি মেগা কোচিং কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই কমপ্লেক্সটিতে তিনটি পিট লাইন, চারটি স্টেবলিং লাইন এবং দুটি অটোমেটিক কোচ-ওয়াশিং প্ল্যান্ট থাকবে এর ফলে কোচ পরিচালনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং ট্রেন চলাচল আরও সুরক্ষিত ও কার্যকর হয়ে উঠবে। যাত্রীদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়ে গুয়াহাটি ও কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলেছে। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনকে একটি আইটি পার্ক সহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্রে রূপান্তর করা হচ্ছে এবং গ্রিন-বিল্ডিং ধারণার ওপর ভিত্তি করে এর উন্নয়ন করা হচ্ছে এতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জল ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে দ্বিতীয় একটি প্রবেশপথ নির্মাণের কাজও চলছে এটি যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য একটি অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে এবং স্টেশনের আশেপাশের যানজট কমাতে সহায়তা করবে। সম্প্রতি উদ্বোধন করা পানবাজার রোড ওভার ব্রিজটি যান-বাহন চলাচলের গতিশীলতা এবং স্টেশন পুনর্নির্মাণের কাজকে আরও সহায়তা করছে। কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে পুনর্নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, যেখানে উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং যাত্রীদের জন্য বর্ধিত পরিষেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কামাখ্যা-আজারা এলিভেটেড করিডোর হলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট, যার লক্ষ্য পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে রেলওয়ে সংযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। সুগম রেল সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি হাতিসহ বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষিত ও নিরবচ্ছিন্ন চলাচলের সুবিধার্থে এই পথের একটি অংশে-যার মধ্যে দীপর বিলের ওপর দিয়ে যাওয়া অংশটিও অন্তর্ভুক্ত-একটি উঁচু ভায়াডাক্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। আজারা-কামাখ্যা ডাবল-লাইন অংশের বাকি থাকা ১৩.২৫ কিলোমিটার কাজ ২০২৮-এর জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল (জিসিটি)-এর মাধ্যমে গুয়াহাটি অঞ্চলে পণ্য পরিবহন ও লজিস্টিকস পরিকাঠামোও শক্তিশালী করছে। গুয়াহাটির কাছে বাইহাটায় জিসিটি-র নির্মাণকাজ সম্পন্ন

হয়েছে, যা এই অঞ্চলে পণ্য পরিবহন ও লজিস্টিকস ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও, যোগীঘোপা স্টেশন ইয়ার্ড এবং মাল্টি- মোডাল লজিস্টিকস পার্ক (এমএমএলপি)-এর জিসিটি সাইডিংয়ের মধ্যে রেল সংযোগ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই সংযোগ ব্যবস্থা একটি প্রধান লজিস্টিকস হাব হিসেবে যোগীঘোপার সম্ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন মাল্টি-মোডাল সংযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করবে। সামগ্রিকভাবে, এই পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলো গুয়াহাটি ও এর আশেপাশের রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ক্ষমতা, দক্ষতা ও সহনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে চলেছে। অতিরিক্ত রেললাইন ও দ্বিতীয় সরাইঘাট ব্রিজ বিদ্যমান পরিকাঠামোর ওপর চাপ কমাবে এবং ট্রেন চলাচলকে আরও সুগম করবে অন্যদিকে, মেগা কোচিং কমপ্লেক্স রক্ষণাবেক্ষণ ও টার্মিনাল-সংক্রান্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। স্টেশন পুনর্নির্মাণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করবে পাশাপাশি, এলিভেটেড রেলওয়ে পরিকাঠামো সংযোগ ব্যবস্থা ও বন্যপ্রাণীর চলাচলে সহায়তা করবে। গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল পণ্য পরিবহন ও মাল্টি-মোডাল লজিস্টিকস ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং গুয়াহাটি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে সুগম, স্থিতিশীল ও যাত্রী-কেন্দ্রিক রেলওয়ে সংযোগ ব্যবস্থাকে সহায়তা করবে।

ব্যাপক শপথ গ্রহণ, বৃক্ষরোপণ এবং নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে পূর্ব রেলে 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬' পালিত

কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬'-এর অংশ হিসেবে সমস্ত ডিভিশন জুড়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ২ অক্টোবর, মালদা ডিভিশন

তার সদর দফতরে স্বেচ্ছায় পরিচ্ছন্নতার কাজে বছরে ১০০ ঘন্টা বা সপ্তাহে দুই ঘন্টা সময় দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে 'স্বচ্ছতা শপথ' বাক্য পাঠ করায়। এর পর স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত প্রভাত ফেরি এবং বিদ্রোহী খেলার মাঠে এক পেড় মা কে নাম অভিযানের অধীনে ৬০০ টি চারা রোপণ করা হয়। ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুল, সাহেবগঞ্জের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরাও এই শপথ গ্রহণ করেন। শিয়ালদহ ডিভিশন কর্মী, তাঁদের পরিবার এবং সাফাইমিত্রদের গণশপথ বাক্য পাঠ করিয়ে এই প্রতিশ্রুতির মাত্রা আরও জোরদার করেছে। প্রধান প্রধান স্টেশন ও কলোনিগুলিতে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের অংশগ্রহণে 'স্বচ্ছ রথ' ও প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি রেলের জমিতে রূপান্তরিত 'ক্লিনলিনেস টার্গেট ইউনিটস' (সিটিইউ) স্থানগুলিতে এক পেড় মা কে নাম বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়, যা 'স্বচ্ছ রেল, সবুজ রেল এবং দায়িত্বশীল নাগরিক'-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আসানসোল ডিভিশনে, ইস্টার্ন রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং এমডিজেডটিআই, ভুলিতে গান্ধী জয়ন্তী পালিত হয়। কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী এবং শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, একটি নুক্কড় নাটক (পথনাটক), প্রভাত ফেরি এবং পরিবেশ সচেতনতার ওপর জোর দিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযানের সাথে স্বচ্ছতা শপথ পাঠ করানো হয়। ৩ অক্টোবর, হাওড়া ডিভিশন জেট-ওয়াশার, স্ক্রাবার- ড্রায়ার এবং ফগিং মেশিন ব্যবহার করে প্রধান স্টেশনগুলিতে একটি নিবিড় যান্ত্রিক গভীর-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করে। প্ল্যাটফর্ম, ফুট- ওভার- ব্রিজ, কনকোর্স, টয়লেট, নিষ্কাশন ব্যবস্থা (ড্রেনেজ), বেস কিচেন, প্যান্ট্রি, প্রতীক্ষালয় এবং প্রশাসনিক ভবন সহ সর্বাধিক ব্যবহৃতস্পর্শ করা স্থানগুলিতে জীবাণুমুক্তকরণ কার্যক্রম চালানো হয়। প্রচার অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে বার্তা দিতে গিয়ে পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিপিআরও) শিবরাম মাঝি বলেন, সমস্ত ডিভিশনের কর্মী, শিক্ষার্থী এবং নাগরিকদের আবেগঘন ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একটি পরিষ্কার, সবুজ এবং টেকসই রেল নেটওয়ার্কের প্রতি পূর্ব রেলওয়ের উৎসর্গকে পুনরায় নিশ্চিত করে।

কৃষ্ণনগর আদালতের পরিকাঠামো সংস্কারে উদ্যোগ, নবদ্বীপে বিচারকের ঘাটতি মেটানোর আশ্বাস আইনমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩ অক্টোবর ঃ পুরনো আদালত ভবনের বেহাল দশা। মামলাকারীদের বসার জায়গার অভাব, আইনজীবীদের বারের পরিকাঠামোতেও একাধিক সমস্যা। কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের এই পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শনিবার সকালে হাজির হলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতি জাস্টিস কৌশিক চন্দ্র ও জাস্টিস শমিতা দাস দে। ছিলেন পূর্ত দফতরের আধিকারিক এবং এক বিশিষ্ট স্থপতি। আদালত পরিদর্শনের পর দ্রুত সংস্কার পরিকল্পনার কথা জানালেন মন্ত্রী। একই দিনে নবদ্বীপ আদালতে বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি এবং দীর্ঘদিনের শূন্যপদ পূরণের প্রসঙ্গেও তাঁর আশ্বাস, প্রয়োজনীয় নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করছে। এ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই এগোনো হবে। কৃষ্ণনগর আদালতের পরিকাঠামো নিয়ে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ এই দিনের পরিদর্শনে নতুন করে সামনে আসে। আদালতের এজলাস থেকে আইনজীবীদের বার-বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন আইনমন্ত্রী ও বিচারপতিরা। মামলাকারীদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকা এবং আইনজীবীদের কাজের পরিবেশের সমস্যাও তাঁদের নজরে আসে। আদালতের বর্তমান পরিস্থিতি বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী এমনকি বিচারকদের পক্ষেও অসুবিধাজনক বলে জানান বিরাজ বিশ্বাস। পরিদর্শন শেষে আইনমন্ত্রী বলেন, কৃষ্ণনগরের মতো ঐতিহ্যবাহী শহরের পুরনো আদালতের পরিকাঠামোর উন্নয়নে দীর্ঘদিন যথাযথ নজর দেওয়া হয়নি। বাম আমল থেকে তৃণমূলের শাসনকাল পর্যন্ত এই অবহেলা চলেছে বলে অভিযোগ তাঁর। এবার হাইকোর্টের বিচারপতি, পূর্ত দফতরের আধিকারিক এবং স্থপতির সঙ্গে আলোচনা করে

আদালতের উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। দ্রুত সেই কাজ শুরু করার জন্য সরকার উদ্যোগী বলেও জানান তিনি। তবে সংস্কারের কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা বা বরাদ্দের বিষয়ে এ দিন কিছু জানাননি মন্ত্রী। কৃষ্ণনগরের পাশাপাশি নবদ্বীপ আদালতে বিচারকের ঘাটতির বিষয়টিও এ দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মামলার তুলনায় বিচারকের সংখ্যা কম থাকায় বিচারপ্রার্থীদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি প্রসঙ্গে বিরাজ বিশ্বাস জানান, বিভিন্ন আদালতে থাকা শূন্যপদ দ্রুত পূরণের জন্য সরকার তৎপর। তবে বিচারক নিয়োগের কিছু বিষয় কলকাতা হাইকোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত। তাই হাইকোর্টের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই নিয়োগের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। নবদ্বীপ আদালতে ঠিক কতজন বিচারক নিয়োগ করা হবে, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি তিনি। অন্যদিকে, রেল পুলিশের অধীনে থাকা জিআরপি মামলাগুলি জেলা বা স্থানীয় আদালতে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আইনমন্ত্রী জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নীতিগত স্তরে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কৃষ্ণনগর বারের নির্বাচন সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের জটিলতা নিয়েও আইনজীবীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেন তিনি। শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ কৃষ্ণনগরের কর্মসূচি শেষ করে মায়াপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন আইনমন্ত্রী। তাঁর এই পরিদর্শনের পর কৃষ্ণনগর আদালতের সংস্কার পরিকল্পনা এবং নবদ্বীপে বিচারকের শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, এখন সেদিকেই নজর আদালত মহলের।

আধিকারিকের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩ অক্টোবর ঃ অফিসে রেস্টরুমে আধিকারিকের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর চাঞ্চল্য ছড়ালো দুর্গাপুরে। খুন নাকি আত্মহত্যা? সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত আধিকারুকের নাম অলোক দাস (৫২), তাঁর বাড়ি নদীয়ার কল্যাণীতে। কর্মসূত্রে তিনি দুর্গাপুরে থাকতেন। সেচ দফতরের দুর্গাপুর বিভাগের রেভিনিউ অফিসার। ঘটনায় জানা গেছে, শুক্রবার নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে গিয়েছিলেন। দুপুরে অফিসে কাজ করার পরে রেস্টরুমে গিয়েছিলেন। দপ্তর সূত্রে খবর, রেস্টরুমে থাকার সময় তিনি দুপুরের খাবারও চেয়েছিলেন। সেখানেই কর্মীরা খাবার দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই ওই ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে গেলেও ওই ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। যোগাযোগও করা সম্ভব হচ্ছিল না। রাতের দিকে চিন্তা বাড়ে দপ্তরের নিরাপত্তারক্ষীদের। সেচ দপ্তরের নিরাপত্তারক্ষী অরুণ যাদব বলেন, দুপুরে খাবার দেওয়ার পর আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। রাতে একাধিকবার ফোন করেছি, তারপরও ফোন তোলেননি। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরিস্থিতি বুঝে বিষয়টি জানানো হয় দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের। এরপর রাতেও কোনও সাড়া না মেলায় খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে কোকওভেন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে।দেখা যায়, ঘরের ভিতর সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছেন অলোক দাস। দেহ নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুজোর মরসুমে মানবিক সিদ্ধান্ত বিধায়কের, জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত ফুটপাতেই থাকবেন হকাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ৩ অক্টোবর ঃ পুজোর মরসুমে হকারদের কথা বিবেচনা করে মানবিক সিদ্ধান্ত নিলেন আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ। গত কয়েকদিন আগে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত করতে হকার উচ্ছেদ করা হয়েছিল। সেই ঘটনার পর পুজোর মরসুমে হকারদের জীবিকা ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত ফুটপাতেই হকারদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিধায়ক। বিধায়ক হেমন্ত বাগের এই সিদ্ধান্তে সাময়িক স্বস্তি ফিরেছে হকার মহলে। পুজোর সময় তাঁদের ব্যবসার উপর নির্ভর করে বহু পরিবারের আয়-রোজগার হয়। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই আপাতত উচ্ছেদের পরিবর্তে সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ফুটপাত ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারীদের চলাচলে যাতে সমস্যা না হয় এবং যানজটের সৃষ্টি না হয়, সেবিষয়েও নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জগদ্ধাত্রী পুজো শেষ হওয়ার পর ফুটপাত দখলমুক্ত রাখা এবং হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসনিকভাবে আলোচনা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

উত্তরপত্র জমা দিয়ে ফেরার পথে লরির ধাক্কা, মৃত মহিলা হোমগার্ড, গুরুতর জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩ অক্টোবর ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা দিয়ে ফেরার পথে জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল পুলিশের গাড়ি। শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন থানার অন্তর্গত নেকুড়সেনি এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ভয়াবহ পথদুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাণ হারিয়েছেন কর্তব্যরত এক মহিলা হোমগার্ড। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও তিন জন। তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দাঁতনের মনোহরপুর হাই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র নেকুড়সেনি সাব পোস্ট অফিসে জমা দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সুরক্ষার খাতিরে সেই উত্তরপত্র বহনকারী গাড়িটিকে একটি বেসরকারি গাড়িতে চেপে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন পুলিশকর্মীরা। ডাকঘরে সুষ্ঠুভাবে সমস্ত খাতা জমা দিয়ে দাঁতনের দিকে রওনা দেয় পুলিশের গাড়িটি। ফেরার পথেই ঘটে চরম বিপত্তি। অভিযোগ, খড়্গপুর-বালেশ্বর ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দাঁতনের দিকে যাওয়ার সময়েই পিছন দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি বেপরোয়া লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের গাড়িটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভিতরে থাকা পুলিশকর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় আটকে পড়েন। বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দাঁতন ও বেলদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ও স্থানীয়দের তৎপরতায় রক্তাক্ত অবস্থায় চার জনকে উদ্ধার করে বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভারতী মুর্মু নামে এক মহিলা হোমগার্ডের মৃত্যু ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ লাইন থেকেই তিনি পরীক্ষার বিশেষ ডিউটিতে এসেছিলেন। বাকি আহতদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘাতক লরিটির সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে মহোৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা, পর্যটন প্রসারে একাধিক নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর ঃ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে -র ঐতিহ্য, বর্ণময় ইতিহাস ও আকর্ষণকে বিশ্বমঞ্চে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে একাধিক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় শনিবার সুকনা স্টেশনে 'দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে মহোৎসব'-এর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। সুকনা স্টেশনে পৌঁছানোর পর জেনারেল ম্যানেজার আনুষ্ঠানিকভাবে এই মহোৎসবের সূচনা করার পাশাপাশি একটি দৃষ্টিনন্দন 'ফটো গ্যালারি' -র শুভ উন্মোচন করেন। এই বিশেষ গ্যালারিতে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাস এবং নস্টালজিক স্মৃতি বহনকারী একাধিক বিরল ট্রেনের ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের পর্যটক, রেলপ্রেমী এবং ইতিহাস অনুরাগী মানুষেরা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ঐতিহাসিক যাত্রা ও অতীত ঐতিহ্যকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবেন। সুকনায় উদ্বোধনী কর্মসূচি সম্পন্ন করার পর জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব কার্সিয়াং-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে তাঁর একটি বিশেষ 'ভিউ পয়েন্ট' এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বল (আরপিএফ)-এর নতুন ব্যারাক উদ্বোধনের সূচি রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হয়ে রেল পরিষেবা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যতের উন্নয়নমূলক রূপরেখা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। কার্যক্রম চলাকালীন জেনারেল ম্যানেজার জানান, দার্জিলিং হিমালযান রেলওয়ের জনপ্রিয়তা আরও বাড়াতে একাধিক পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে টয়ট্রেনের কামড়াগুলিকে আধুনিক সাজে সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি আরও কয়েকটি নতুন 'জয় রাইড' পরিষেবা চালু করার দিশায় দ্রুত কাজ চালানো হচ্ছে।

সচিত্র পরিচয় পত্র ছাড়া কলেজে কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন নাঃ অগ্নিমিত্রা পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৩ অক্টোবর ঃ সচিত্র পরিচয় পত্র ছাড়া কলেজে কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না। আসানসোল হোমিওপ্যাথি কলেজে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে, বক্তব্য রাখার সময় কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে এ কথা বললেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা সুষ্ঠ পরিবেশপ্রয়োজন। তবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়। অগ্নিমিত্রা পাল কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন, কলেজের ছাত্র ও কলেজের কর্মীরা ছাড়া বিনা অনুমতিতে কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না। যদি কারো প্রয়োজন থাকে তাহলে কলেজে প্রবেশ করার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মেনে প্রবেশ করতে হবে। এবং সেই নির্দেশিকা ঠিক করে দেবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তিনি বলেন, এই কলেজ পশ্চিম বর্ধমানের একমাত্র হোমিওপ্যাথি কলেজ । এবং এখানে গভর্নিং বডির চেয়ার পার্সেন হিসাবে নিজেকে তিনি গর্বিত অনুভব করেন। এই অনুষ্ঠানে বিএইচএমএস ডিগ্রী পাওয়া ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন আজ থেকে সমাজ পথচলা শুরু। একজন ডাক্তারের সুব্যবহার রোগীকে অর্ধেক সুস্থ করে দেয়। এবং চিকিৎসা জগতে হোমিওপ্যাথির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ উদ্ধার, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাচক থানার অভিযানে বেআইনিভাবে মদ বিক্রির বিষয়ে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দুর্গাচক থানার পুলিশ খানজানচক, ১০ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং তল্লাশি চালিয়ে ৪১০টি দেশি মদের বোতল (প্রায় ১৯০ লিটার) ও ৩৫ টি বিদেশি মদের বোতল (প্রায় ২০ লিটার) উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মদের আনুমানিক মোট মূল্য ₹ ৭১,৩৩০ /-। সমস্ত মদ যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে দুর্গাচক থানায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বেআইনি মদ বিক্রি ও অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বক্সার জঙ্গলে বাঘিনী দেখার সুযোগ বন্ধ ৯ অক্টোবর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩ অক্টোবর ঃ বক্সার জঙ্গলে ফিরেছে বাঘিনী। কিন্তু সেটিকে দেখার সুযোগ আপাতত নেই পর্যটকদের। কারণ ৯ অক্টোবর পর্যন্ত বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে পর্যটন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দফতর। বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে বাঘিনীকে বক্সায় আনা হয়। প্রথমে তাকে নির্দিষ্ট একটি খাঁচার মধ্যে রাখা হয়েছিল। এরপর গান্ধি জয়ন্তীর দিন বক্সার ২.২ হেক্টরের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাঘিনীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই তার উপর চলছে বিশেষ নজরদারি। নতুন জঙ্গলে বাঘিনী ঠিকভাবে মানিয়ে নিতে পারছে কি না, কোথায় ঘুরছে, তার শরীর কেমন রয়েছে এবং স্বাভাবিক আচরণ করছে কি না সবকিছুই নিয়মিত নজরে রাখছেন বনকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা। এই সময় পর্যটকদের যাতায়াত থাকলে বাঘিনীর স্বাভাবিক চলাফেরায় সমস্যা হতে পারে। পাশাপাশি নজরদারির কাজেও ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই বাঘিনীর নিরাপত্তা এবং নিরবচ্ছিন্ন নজরদারির জন্যই পর্যটন বন্ধ রাখার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে বলে বন দফতরের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল প্রদীপ নাথ, পিতা- নীলমণি নাথ, সাং: ও পো:- কোনা থানা:- লিলুয়া, জেলা:- হাওড়া, সমীর ঘোষ ও অসিত ঘোষ ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সুমন্ত ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডি: সাব: রেজি: ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রি-কৃত ১০১৪/২০২৪ ও ৩৫২/২০২৪ আম-মোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা বলুহাটি, হাল এল: আর: খতিয়ান ১৬৯৭,২২১০,এবং হাল ৪২৭ নং দাগে ৬.৬০ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩০৩৫ /২০২৬ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

ক্রিকেট দ্বৈরথে আরও একটি জয়

অভিষেক-তিলকের ব্যাটে পাকিস্তান-বধ, এশিয়াডে ফের ক্রিকেটে সোনা ভারতের

ভারত ২১১ /৬ (অভিষেক শর্মা ৬১, তিলক বর্মা ৫১, শিবম দুবে ২৭)
পাকিস্তান ১৯২/ ৬ (হাসান নওয়াজ ৯৬, অক্ষর প্যাটেল ২/ ২৯, ওয়াশিংটন সুন্দর ২/ ২৯)
ফলঃ ভারত ১৯ রানে জয়ী

জাপান,৩ অক্টোবর ঃ মঞ্চটা এশিয়ান গেমসের ফাইনাল, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। আর ফলাফলটা যেন চেনা ছবিরই পুনরাবৃত্তি। ব্যাট হাতে অভিষেক শর্মার বিধ্বংসী ইনিংস, শেষদিকে তিলক বর্মার ঝোড়ো ব্যাটিং এবং বল হাতে অক্ষর প্যাটেল-ওয়াশিংটন সুন্দরদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং-সব মিলিয়ে পাকিস্তানকে ১৯ রানে হারিয়ে এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটে ফের সোনা জিতল ভারত। শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন দল ২১১ রান তুলে পাকিস্তানকে থামিয়ে দিল ১৯২ রানে। এশিয়ান গেমসে গতবারও পুরুষ ও মহিলা-দুই বিভাগেই সোনা জিতেছিল ভারত। এবারও সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকল। ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় শুধু সোনার পদক নিশ্চিত করল না, ভারত-পাক ক্রিকেট দ্বৈরথে আরও একটি জয় যোগ করল।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। শুরুটা অবশ্য খুব একটা আগ্রাসী ছিল না। প্রথম ওভারে মাত্র চার রান আসে। কিন্তু দ্বিতীয় ওভার থেকেই পাল্টে যায় ম্যাচের ছবি। পাকিস্তানের বোলার শান মাসুদের বিরুদ্ধে পরপর দু'টি ছক্কা হাঁকিয়ে নিজের আগ্রাসী মেজাজের জানান দেন বৈভব সূর্যবংশী। অভিষেক শর্মাও দ্রুত হাত খুলে ফেলেন। তবে ভারতের ওপেনিং জুটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সাইম আয়ুবের বলে অপ্রয়োজনীয় রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ দেন বৈভব। মাত্র ১৫ রান করে তাঁকে ফিরতে হয়। তাঁর আউটের পর পাকিস্তানি শিবির থেকে আসে কটাক্ষের ইঙ্গিত। কিন্তু ম্যাচের পরের গল্পটা লিখলেন ভারতের ব্যাটাররাই। বিশেষ করে অভিষেক শর্মা। পাকিস্তানি বোলারদের উপর কার্যত ঝড় বইয়ে দেন ভারতীয় ওপেনার। মাত্র ২৮ বলে ৬১ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ব্যাট থেকে আসে তিনটি চার এবং সাতটি ছক্কা। অভিষেকের এই ইনিংস ভারতের বড় রানের ভিত তৈরি করে দেয়। পাকিস্তানের বোলাররা কোনওভাবেই তাঁকে স্বস্তি দিতে পারেননি। তবে মাঝের ওভারে ভারতের রান তোলার গতি কিছুটা কমে যায়। সঞ্জু স্যামসন বড় রান করতে পারেননি। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও ২৪ বল খেলে ২১ রান করেন। ফলে একটা সময় মনে হয়েছিল, ভারত হয়তো ২০০ রানের গণ্ডি পার করতে পারবে না।

কিন্তু শেষদিকে পরিস্থিতি বদলে দেন তিলক বর্মা এবং শিবম দুবে। তিলক মাত্র ২২ বলে অপরাজিত ৫১ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল আক্রমণাত্মক শটের প্রদর্শনী। শিবম দুবেও ১৫ বলে ২৭ রান করে দ্রুত রান তোলেন। তাঁদের ব্যাটে শেষ পাঁচ ওভারে ভারতের স্কোরবোর্ডে

যোগ হয় গুরুত্বপূর্ণ রান। নির্ধারিত ২০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২১১ রানে পৌঁছে যায় ভারত।

২১২ রানের লক্ষ্যে নেমে পাকিস্তানের শুরুটা অবশ্য খারাপ ছিল না। ভারতীয় পেস আক্রমণের সামনে সাহিবজাদা ফারহান ও মাজ সাদাকাত দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এরপর পাকিস্তানের রান তোলার দায়িত্ব অনেকটাই নিজের কাঁধে তুলে নেন হাসান নওয়াজ। হাসানের ইনিংসেই ম্যাচে উত্তেজনা ফিরে আসে। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৯৬ রান। একাধিকবার ভারতের ফিল্ডারদের হাত ফসকে ক্যাচও বেরিয়ে যায়। এমনকী ৪ রানে থাকা হাসানের ক্যাচও মিস করেন বৈভব সূর্যবংশী। পরে আরও একটি সুযোগ হাতছাড়া করে ভারত। ফলে ম্যাচের শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের জয়ের আশা বেঁচে ছিল। কিন্তু মাঝের ওভারে ভারতীয় স্পিনাররা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। অক্ষর প্যাটেল এবং ওয়াশিংটন সু ন্দর চাপে থাকা পাকিস্তানি ব্যাটারদের রান তোলার সুযোগ দেননি। দু'জনেই দুটি করে উইকেট তুলে নিয়ে পাকিস্তানের মিডল অর্ডারে ধাক্কা দেন। শেষ পর্যন্ত হাসান নওয়াজ ৯৬ রানে ফিরতেই পাকিস্তানের লড়াই কার্যত শেষ হয়ে যায়। ২০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান থামে ১৯২ রানে। ফলে ১৯ রানে ফাইনাল জিতে এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটের সোনা নিজেদের দখলে রাখল ভারত। অভিষেকের ঝড়, তিলকের ফিনিশিং এবং স্পিনারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং- এই তিন অস্ত্রেই পাকিস্তানকে হারিয়ে ফের এশিয়াডের সোনার মঞ্চে ভারত। একই সঙ্গে এশিয়ান গেমসে ভারতের সোনার পদকের তালিকাতেও যোগ হল আরও একটি অধ্যায়।

এশিয়াডে ইতিহাস গড়েও বাংলার কাছে আক্ষেপ অঙ্কিতার

জাপান, ৩ অক্টোবর ঃ তির ছুটে গেল লক্ষ্যের দিকে। কুমকুম মোহদের শেষ তিরটি গিয়ে ঠিক দশের বৃত্তে আঘাত করতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল ওকাজাকির চুয়ো সোগো পার্ক। ইতিহাস তৈরি করল ভারত। এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে প্রথমবার রিকার্ভ তিরন্দাজির কোনও ইভেন্টে সোনা জিতল ভারতীয় মহিলা দল। দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়ে সোনার পদক নিশ্চিত করলেন কুমকুম মোহদ, কীর্তি শর্মা এবং বাংলার অঙ্কিতা ভকত। কিন্তু ঐতিহাসিক সাফল্যের দিনেও অঙ্কিতার মনে রয়ে গেল একরাশ আক্ষেপ। ব্যক্তিগত ইভেন্টে মূলপর্বে জায়গা না পাওয়ার হতাশার পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, একের পর এক আন্তর্জাতিক পদক জিতলেও এখনও নিজের রাজ্য বাংলার কাছ থেকে কোনও সম্মান বা সাহায্য পাননি তিনি। জাপান থেকে ফোনে অঙ্কিতা বলেন, রিকার্ভের কোনও ইভেন্টে ভারতের এটাই প্রথম সোনা। এমনকী এর আগে ভারতীয় মহিলা দল এই ইভেন্টের ফাইনালেও উঠতে পারেনি। তাই এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হতে পেরে গর্বিত তিনি। তবে ব্যক্তিগত ইভেন্টে মূলপর্বে সুযোগ না পাওয়ায় মন খারাপও রয়েছে। ফাইনালে ভারতের সামনে ছিল শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া। অলিম্পিকে এখনও পর্যন্ত

এই ইভেন্টের প্রতিটি সংস্করণে সোনা জিতেছে কোরিয়ার মহিলা দল। কিন্তু সেই পরিসংখ্যান ভারতীয় দলকে চাপে ফেলতে পারেনি। কয়েক মাস আগেই সাংহাই বিশ্বকাপে এই কোরিয়াকেই হারিয়ে সোনা জিতেছিল ভারত। সেই জয়ই এদিন আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে বলে জানান অঙ্কিতা। দমদম-সিঁথির বাসিন্দা অঙ্কিতা শুধু দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্যই ছিলেন না, তরুণ সতীর্থ কীর্তি এবং কুমকুমের পথপ্রদর্শকের ভূমিকাতেও ছিলেন। জাতীয় দলে এই দু'জনেরই প্রথম বছর। ফলে বড় মঞ্চে তাঁদের অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকলেও অঙ্কিতার পরামর্শ মেনে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করেছেন তাঁরা। অঙ্কিতার মতে, নতুন হওয়ার কারণে তাঁদের অতীতের ব্যর্থতা বা সাফল্যের কোনও বোঝাও ছিল না। তাই অনেকটা খোলা মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছেন তাঁরা। এশিয়ান গেমসের আগে জাপানের কুরোব শহরে অনুশীলন শিবির করেছিল ভারতীয় তিরন্দাজি দল। অঙ্কিতার মতে, সেই ক্যাম্প দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রতিযোগিতার পরিবেশের সঙ্গে আগেভাগে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় মূল মঞ্চে পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। তবে এশিয়াডের প্রস্তুতির পথটা অঙ্কিতার জন্য খুব সহজ ছিল না। নতুন পাসপোর্ট পেতে তাঁকে প্রায় দু'মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল। জন্ম শংসাপত্র সংক্রান্ত সমস্যার কারণে পাসপোর্ট আটকে যায়। শেষ পর্যন্ত নিজের পরিচয়পত্র এবং তিরন্দাজি ফেডারেশনের চিঠি দেখিয়ে সমস্যার সমাধান হয়। দলের বাকি সদস্যরা ২৬ মার্চ মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ খেলতে চলে গেলেও অঙ্কিতা পাসপোর্ট হাতে পান ২৫ মার্চ। এরপর চার দিন পর একাই মেক্সিকো পাড়ি দেন তিনি।

টেস্টের স্বপ্ন অপূর্ণ হলেও 'দেশের হয়ে খেলার খিদে' অটুট চাহালের

লর্ডস, ৩ অক্টোবর ঃ ৩৬ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন যুজবেন্দ্র চাহাল। লর্ডসে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটিই হয়ে থাকল লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর শেষ ম্যাচ। টেস্ট খেলার স্বপ্ন পূরণ না হলেও সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের হয়ে ফেরার লড়াই চালিয়ে যেতে চান ভারতীয় লেগস্পিনার। লর্ডসের ঐতিহাসিক মাঠেই শেষ হল যুজবেন্দ্র চাহালের লাল বলের ক্রিকেটের দীর্ঘ অধ্যায়। ৩৬ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতীয় লেগস্পিনার। একইসঙ্গে তাঁর বহুদিনের টেস্ট খেলার স্বপ্নও থেকে গেল অপূর্ণ। তবে ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই চাহালের। বরং ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি তে ফের ভারতীয় দলের জার্সি পরার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তাই দিয়েছেন তিনি। ভারতের হয়ে ইতিমধ্যেই ৭২টি ওয়ানডে এবং ৮০টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন চাহাল। কিন্তু দেশের টেস্ট দলে কখনও সুযোগ পাননি তিনি। ভারতীয় টেস্ট দলে দীর্ঘ সময় রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাদেজার মতো স্পিনারদের উপস্থিতি থাকায় লাল বলের ক্রিকেটে জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য খোলেনি। তবু টেস্ট খেলার স্বপ্ন কোনও দিন ছাড়েননি চাহাল।

অবসর ঘোষণার সময় সেই অপূর্ণ স্বপ্নের কথাই আবেগের সঙ্গে তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, লাল বলের ক্রিকেট তাঁর কাছে কখনও শুধুমাত্র আর একটি ফরম্যাট ছিল না। এই ফরম্যাট থেকেই ধৈর্য, চরিত্র এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই করার মানসিকতা শিখেছেন তিনি। ২০০৯ সালে হরিয়ানার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় চাহালের। দীর্ঘ কেরিয়ারে ৪৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তিনি এবং নিয়েছেন ১৪৮টি উইকেট। তাঁর বোলিং গড় ৩২.২৭। দীর্ঘ সময় ধরে সীমিত ওভারের ক্রিকেটেই বেশি পরিচিতি পেলেও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও নিজের ছাপ রেখেছেন এই লেগস্পিনার। ২০২৬ সালের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপেও লাল বল হাতে নিজের কার্যকারিতা দেখিয়েছেন চাহাল। নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে নেমে ২১টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাঁর বোলিং গড় ছিল ১৬.১৪। আর সেই কাউন্টি দলের হয়েই লর্ডসে খেললেন নিজের শেষ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে অবশ্য নর্দাম্পটনশায়ারকে সাত উইকেটে হারতে হয়েছে। কিন্তু ম্যাচের ফলাফল ছাপিয়ে চাহালের কাছে তা হয়ে উঠেছে এক বিশেষ মুহূর্ত। কারণ, লর্ডসেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর শেষ উপস্থিতি। বিদায়ী বার্তায় চাহাল জানিয়েছেন, টেস্ট ক্যাপ পরা তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল।

কুলদীপকে বাদ, শিবমকে চমক! ২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য সৌরভের পছন্দের ভারতের একাদশে কারা?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ অক্টোবর ঃ ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায় আয়োজিত হতে চলা এই মেগা টুর্নামেন্টের পূর্ণাঙ্গ সূচিও ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। আগামী বছরের ৭ অক্টোবর কেপটাউনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। বিশ্বকাপের এখনও এক বছর বাকি থাকলেও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে দল গঠনের হিসাব-নিকাশ। কোন ক্রিকেটাররা টিকবেন, কারা প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন, কোন পরিস্থিতিতে কেমন কম্বিনেশন হওয়া উচিত- এসব নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। সেই আবহেই নিজের পছন্দের ভারতীয় একাদশ বেছে নিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আর তাঁর দলে রয়েছে একটি বড় চমক-জায়গা হয়নি তারকা স্পিনার কুলদীপ যাদবের। সৌরভের বেছে নেওয়া প্রথম পাঁচ ক্রিকেটার নিয়ে অবশ্য খুব বেশি চমক নেই। তাঁর মতে, ওপেনিংয়ে অধিনায়ক শুভমন গিলের সঙ্গে থাকা উচিত রোহিত শর্মার। তিন নম্বরে বিরাট কোহলি। চার নম্বরে শ্রেয়স আইয়ার এবং পাঁচ নম্বরে কেএল রাহুল। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতা ও সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের উপর ভরসা রেখেই টপ অর্ডার সাজিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। বিশেষ করে রোহিত এবং বিরাটকে নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল, তা আপাতত অনেকটাই পিছনে চলে গিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি ওয়ানডে সিরিজে দু'জনেই সেঞ্চুরি করেছেন। ভারতের বর্তমান ওয়ানডে স্কোয়াডেও দু'জনকে রাখা হয়েছে। ফলে বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় তাঁদের রাখার সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ছয় নম্বরে সৌরভের পছন্দ হার্দিক পাণ্ডিয়া। তাঁর মতে, হার্দিক ভারতীয় দলের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিং করতে পারা হার্দিক দলে থাকলে একজন অতিরিক্ত বোলিং বিকল্প পাওয়া যায়। তবে এখানেই বড় প্রশ্ন তাঁর ফিটনেস। সৌরভ নিজেও জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের আগে হার্দিককে নিয়মিত ম্যাচ খেলার মতো অবস্থায় রাখা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সাত নম্বর জায়গাতেই রয়েছে সৌরভের সবচেয়ে বড় চমক। তিনি শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দর-এই

তিনজনের মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী একজনকে খেলানোর কথা বলেছেন। বিশেষ করে শিবম দুবের নামটি নজর কেড়েছে। কারণ, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তাঁর পরিচিতি মূলত টি-২০ ক্রিকেটার হিসেবে এবং এখনও পর্যন্ত ওয়ানডেতে তাঁর অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। ফলে বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে তাঁকে নিয়ে সৌরভের ভাবনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আট নম্বরে সৌরভ রেখেছেন অক্ষর প্যাটেলকে। তাঁর যুক্তির কেন্দ্রে রয়েছে ব্যাটিং গভীরতা। দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতিতে নিচের দিকেও ব্যাটিং শক্তিশালী রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সৌরভ। অক্ষর সেই জায়গায় ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বাঁহাতি স্পিনের বিকল্পও দিতে পারেন। সবচেয়ে বড় চমক অবশ্য বোলিং বিভাগে। সৌরভের একাদশে কোনও বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদব নেই। তাঁর তিন পেসার হলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, জসপ্রীত বুমরাহ এবং মহম্মদ সিরাজ। অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ ও পিচের কথা মাথায় রেখে পেস-নির্ভর আক্রমণকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন তিনি। কুলদীপকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আরও নজরকাড়া, কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে তিনি ছয় উইকেট নিয়েছেন। তবু সৌরভের পরিকল্পনায় তিন পেসারের সঙ্গে অলরাউন্ডারদের বোলিংয়ের উপর নির্ভর করার ছবি দেখা যাচ্ছে। সৌরভের পছন্দের একাদশ- শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, কেএল রাহুল, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে রবীন্দ্র জাদেজা ওয়াশিংটন সু ন্দর, অক্ষর প্যাটেল, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, জসপ্রীত বুমরাহ এবং মহম্মদ সিরাজ। অর্থা সৌরভের ভাবনায় মূল জোর তিন জায়গায়-অভিজ্ঞ টপ অর্ডার, নিচের দিকে বাড়তি ব্যাটিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কন্ডিশনে তিন পেসার। তবে বিশ্বকাপ এখনও এক বছর দূরে। ফলে ফর্ম, চোট, ফিটনেস এবং আগামী এক বছরে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করেই শেষ পর্যন্ত ভারতের বিশ্বকাপ একাদশে পরিবর্তন আসতে পারে।

গেইলের ১৩ বছরের রেকর্ড ভেঙে চমক!

টি-টোয়েন্টি তে সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড এখন রাজস্থান তারকার দখলে

দক্ষিণ আফ্রিকা, ৩ অক্টোবর ঃ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ক্রিস গেইলের সেই বিখ্যাত ১৭৫ রানের ইনিংস অবশেষে পিছনে পড়ে গেল। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে যে রেকর্ড ছিল 'ইউনিভার্স বস'-এর দখলে, এবার তা নিজের নামে করে নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ ব্যাটার লুয়ান-ড্রে প্রেটোরিয়াস। মাত্র ২০ বছর বয়সেই এমন এক ইনিংস খেললেন তিনি, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন নজির তৈরি করল। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে টাইটান্সের হয়ে নাইটসের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন প্রেটোরিয়াস। আর সেই ম্যাচেই ব্যাট হাতে কার্যত তাণ্ডব চালান তিনি। টাইটান্স প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভারে ২৬৭ রান তোলে। দলের বিশাল স্কোরের সিংহভাগই এসেছে প্রেটোরিয়াসের ব্যাট থেকে। মাত্র ৭৯ বলে অপরাজিত ১৮৮ রান করেন এই তরুণ ওপেনার। তাঁর স্ট্রাইক রেট ২৩৭.৯৭। ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৫টি চার এবং ১৩টি ছক্কায়। অর্থাৎ মাঠের চারদিকে শটের বন্যা বইয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষের বোলিং আক্রমণকে কার্যত ধ্বংস করে দেন তিনি। শুরু থেকেই তাঁর ব্যাটে ছিল আক্রমণের ঝড়। মাত্র ২৪ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন প্রেটোরিয়াস। এরপর থামেননি। আরও ১৬ বলের মধ্যে পৌঁছে যান তিন অঙ্কের ঘরে। অর্থা মাত্র ৪০ বলেই সেঞ্চুরি করে ফেলেন তিনি। এরপর আরও দ্রুতগতিতে রান তুলতে থাকেন। মাত্র ৫৮ বলেই ১৫০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই তরুণ। শেষ পর্যন্ত ৭৯ বলে ১৮৮ রানে অপরাজিত থাকেন

প্রেটোরিয়াস। তাঁর ব্যাটিংয়ের দাপটে টাইটান্স ২৬৭ রানের বিশাল স্কোর গড়ে। শুধু নিজের দলকে বড় স্কোর এনে দেওয়াই নয়, ব্যক্তিগত এই ইনিংসের সঙ্গে সঙ্গে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের একটি রেকর্ডও নিজের নামে করে নেন তিনি। এর আগে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড ছিল ক্রিস গেইলের দখলে। ২০১৩ সালে আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলতে নেমে পুনে ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে মাত্র ৬৬ বলে অপরাজিত ১৭৫ রান করেছিলেন গেইল। সেই ইনিংস এখনও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অন্যতম স্মরণীয় ব্যাটিং পারফরম্যান্স হিসেবে বিবেচিত হয়। গেইলের সেই ইনিংসে ছিল ১৩টি চার এবং ১৭টি ছক্কা। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে কোনও ব্যাটার সেই রানকে টপকাতে পারেননি। অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটের মঞ্চে এসে সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন প্রেটোরিয়াস। ১৮৮ রান করে গেইলের ১৭৫-কে ১৩ রানে পিছনে ফেলে দিলেন তিনি। শুধু সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ডই নয়, আর একটি নজিরেও নিজের নাম জড়িয়ে ফেলেছেন প্রেটোরিয়াস। পুরুষদের টি-টোয়েন্টিতে একটি ইনিংসে সর্বাধিক বল খেলার তালিকায় এখন অস্ট্রেলিয়ার অ্যারন ফিঞ্চ এবং মার্কাস স্টয়নিসের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে রয়েছেন তিনি। ৭৯ বলের এই ইনিংস তাঁকে সেই তালিকাতেও জায়গা করে দিয়েছে। প্রেটোরিয়াসের এই বিস্ফোরক ইনিংস আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ মাত্র ২০ বছর বয়সেই এমন রেকর্ড গড়লেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে থাকা এই ব্যাটার ইতিমধ্যেই বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগ আইপিএলেও খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে দেখা গিয়েছে প্রেটোরিয়াসকে। তবে তাঁর আইপিএল কেরিয়ার এখনও খুব একটা বড় নয়। গত মরশুমে রাজস্থানের হয়ে মাত্র দুটি ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তার মধ্যে একটি ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ পান। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে মাত্র ৭ রান করেছিলেন এই তরুণ। আইপিএলে সেই ছোট্ট সুযোগে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে না পারলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে এবার নিজের ক্ষমতার বড় প্রমাণ দিলেন প্রেটোরিয়াস। ১৮৮ রানের এই ইনিংস তাঁর টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ইতিমধ্যেই তরুণ প্রতিভাদের দিকে নজর থাকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির। এমন রেকর্ডের পর প্রেটোরিয়াসের দিকেও যে নজর বাড়বে, তা বলাই যায়। মাত্র ২০ বছর বয়সে ৭৯ বলে ১৮৮-১৩টি ছক্কা, ১৫টি চার এবং ২৩৭-এর বেশি স্ট্রাইক রেট। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে টিকে থাকা ক্রিস গেইলের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে লুয়ান-ড্রে প্রেটোরিয়াস এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের নতুন রেকর্ডধারী। 'ইউনিভার্স বস'-এর ছায়া পেরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার এই তরুণের ব্যাটেই যেন লেখা হল নতুন ইতিহাস।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com